



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
November 2024

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগ হলো ভাগ্যবান হওয়ার যুগ, এতে তোমরা যত চাও ততই নিজের ভাগ্যের নক্ষত্রকে চকমকে করে তুলতে পারো"

*প্রশ্ন:- নিজের পুরুষার্থকে তীর্থ করার সহজ সাধন কি?

*উত্তর:- ফলো ফাদার করতে থাকো, তাহলেই পুরুষার্থ তীর্থ হয়ে যাবে। বাবাকেই দেখো, মাতা তো গুপ্ত রয়েছেন। ফলো ফাদার করলে বাবার সমান শ্রেষ্ঠ (উচ্চ) হয়ে যাবে। সেইজন্য অ্যাকুরেট ফলো করতে থাকো।

*প্রশ্ন:- বাবা কোন্ বাচ্চাদেরকে বুদ্ধি মনে করেন?

*উত্তর:- যাদের বাবার সাথে মিলিত হওয়ারও খুশি নেই - তারা তো বুদ্ধিই হলো, তাইনা। এইরকম বাবা যিনি বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, তাঁর সন্তান হওয়ার পরও যদি খুশি না আসে তবে তো তাকে বুদ্ধি বলা হবে, তাইনা।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি তোমরা বাচ্চারা হলে লাকি নক্ষত্র। তোমরা জানো যে আমরা শান্তিধামকেও স্মরণ করি, বাবাকেও স্মরণ করি। বাবাকে স্মরণ করলে আমরা পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাবো। এখানে বসে এই স্মরণ করতে থাকো তাইনা। বাবা আর অন্য কোন কষ্ট দেন না। জীবনমুক্তিকে তো কেউ জানেই না। তারা তো সব পুরুষার্থ করে মুক্তির জন্য, কিন্তু মুক্তির অর্থ বোঝে না। কেউ বলে আমি ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাব, পুনরায় এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আর আসবো না। কিন্তু তার এটা জানা নেই যে আমাদেরকে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে অবশ্যই আসতে হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা এই সমস্ত কথাকে বুঝতে পারো। তোমাদের বাচ্চাদের এই বিষয়ে জ্ঞান আছে যে আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী ভাগ্যবান নক্ষত্র। লাকি বলা হয় ভাগ্যবানকে। এখন তোমাদের বাচ্চাদেরকে ভাগ্যবান তৈরি করছেন এক বাবা-ই। যেরকম বাবা সেরকমই তাঁর সন্তানরা তৈরি হয়। কোন বাবা ধনী হয়, আবার কোন বাবা গরীবও হয়। তোমরা বাচ্চারা এটা জানো যে আমরা এখন অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছি, যে যতটা ভাগ্যবান হতে চায় সে হতে পারে, যত পরিমাণ ধনী হতে চায় সে হতে পারে। বাবা বলেন যে, যা কিছু চাই সেটা পুরুষার্থের দ্বারা প্রাপ্ত করো। সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভরশীল। পুরুষার্থ করে যত উঁচু পদ নিতে চাও, নিতে পারো। সর্বশ্রেষ্ঠ পদ হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। স্মরণের চাটও অবশ্যই রাখতে হবে, কেননা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বুদ্ধি হয়ে এইভাবে বসে যেওনা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, পুরানো দুনিয়া এবার নতুন হতে চলেছে। বাবা আসেন-ই নতুন সতোপ্রধান দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, অসীম জগতের সুখদাতা। তিনি বোঝান যে, সতোপ্রধান হলেই তোমরা অসীম জগতের সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে। কেবল সতঃ হলে কম সুখ। রজঃ হলে তো তার থেকেও কম সুখ। সমস্ত হিসাব বাবা বলে দেন। অগণিত ধন তোমরা প্রাপ্ত করো, অসীম সুখ প্রাপ্ত করো। অসীম জগতের বাবার থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার আর অন্য কোনো উপায় নেই, এক বাবার স্মরণ ছাড়া। যত বাবাকে স্মরণ করবে, স্মরণের দ্বারা আপনা হতেই দৈবগুণ ধারণ হয়ে যাবে। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য দৈবীগুণও অবশ্যই প্রয়োজন। নিজের নিরীক্ষণ নিজেকেই করতে হবে। যত শ্রেষ্ঠ পদ নিতে চাও নিতে পারো, নিজের পুরুষার্থের দ্বারা। শিক্ষক তো বসেই আছেন। বাবা বলেন প্রতিকল্পে তোমাদেরকে এই ভাবেই আমি বোঝাই। শব্দ তো কেবল দুটি - "মন্মথনা ভব আর মধ্যাজী ভব"। অসীম জগতের বাবাকে চিনতে পারো। সেই অসীম জগতের বাবা-ই অসীম জগতের জ্ঞান দান করেন। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার রাস্তাও সেই অসীম জগতের বাবা-ই বলে দেন। তাই বাবা যা কিছু বোঝাচ্ছেন সেসব কোনো নতুন কথা নয়। গীতাতে যা কিছু লেখা আছে তা আটাতে এক চিমটে লবণের সমান। নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহের সব ধর্ম ভুলে যাও। তোমরা অনাদি কালে অশরীরী ছিলে, এখন অনেক মিত্র সম্বন্ধীর বন্ধনে এসে গেছো। সবাই হলো তমোপ্রধান। এখন পুনরায় তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা জেনে গেছো যে তমোপ্রধান থেকে পুনরায় আমরা সতোপ্রধান হচ্ছি। এই মিত্র সম্বন্ধী আদিও সব পবিত্র হবে। যতটা যে কল্পের আদিতে সতোপ্রধান হয়েছিল, ততটাই পুনরায় হবে। তাদের পুরুষার্থ-ই সেইরকম হবে। এখন অনুসরণ কাকে করতে হবে। গায়ন আছে "ফলো ফাদার"। যেরকম এই বাবাকে স্মরণ করো, পুরুষার্থ করো, এঁনাকে অনুসরণ করো। পুরুষার্থ তো বাবা-ই করিয়ে নেন। তিনি তো নিজে পুরুষার্থ করেন না, তিনি পুরুষার্থ করিয়ে নেন। আবার বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো। গুপ্ত মাতা-পিতা আছেন তাইনা। মাতা গুপ্ত আছেন, পিতাকে তো দেখা যায়। এটাই খুব ভালো করে বুঝতে হবে। এইরকম শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করার জন্য বাবাকে খুব ভালো ভাবে স্মরণ করো, যেরকম এই বাবাও স্মরণ করেন। এই বাবা-ই সব থেকে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করবেন। উনি খুব শ্রেষ্ঠ ছিলেন, ওঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি এসে

প্রবেশ করি। এটাই ভালো ভাবে স্মরণ করো, ভুলে যেও না। মায়া অনেককেই ভুলিয়ে দেয়। তোমরা বলো যে আমরা নর থেকে নারায়ন হচ্ছি, তার জন্য বাবা যুক্তি বলে দেন। কিভাবে তোমরা হতে পারো। এটাও তো জানো যে সবাই সঠিকভাবে অনুসরণ করে না। তোমাদের এইম অক্কেট বাবা বলে দেন - বাবাকে ফলো করো। এখনকার-ই গায়ন আছে। বাবাও এখন তোমাদের বাচ্চাদেরকে জ্ঞান প্রদান করেন। সন্ন্যাসীদের অনুগামী বলা হয় কিন্তু সেটা তো ভুল তাইনা, অনুসরণ করেই না। তারা সব হলো ব্রহ্মজ্ঞানী, তন্ত্রজ্ঞানী। তাদেরকে ঈশ্বর জ্ঞান প্রদান করেন না। তন্ত্র বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। কিন্তু তন্ত্র অথবা ব্রহ্ম তাদেরকে জ্ঞান প্রদান করে না, সে সব তো হলো শাস্ত্রের জ্ঞান। এখানে তোমাদেরকে বাবা জ্ঞান প্রদান করেন, যাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এটা ভালোভাবে নোট করো। তোমরা ভুলে যাও, এটা হল হৃদয়ের মধ্যে ভালোভাবে ধারণ করার মতো কথা। বাবা প্রত্যেকদিন বলেন, মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ এক বাবাকে স্মরণ করো, এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। পাপীরা তো ফিরে যেতে পারবে না। পবিত্র এই যোগবলের দ্বারা হতে হবে কিংবা শাস্তি ভোগ করে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। প্রত্যেকের হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত অবশ্যই করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা আত্মারা প্রকৃতপক্ষে পরমধামবাসী ছিলে, পুনরায় এখানে সুখ আর দুঃখের অভিনয় করতে আসো। সুখের সময় হলো রামরাজ্যে আর দুঃখের সময় হলো রাবণ রাজ্যে। রামরাজ্যে স্বর্গকে বলা হয়, সেখানে কমপ্লিট সুখ। গেয়েও থাকে স্বর্গবাসী আর নরকবাসী। তাহলে এটা ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। যত-যত তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে থাকবে, ততই অন্তরে খুশি আসতে থাকবে। যখন রজঃতে দ্বাপরে ছিলে, তখনও তোমাদের খুশী ছিল। তোমরা তখন এতটা দুঃখী বিকারী ছিলে না। এখানে তো এখন সবাই বিকারী এবং দুঃখী হয়ে গেছে। তুমি বড়দেরকে দেখো, কিরকম বিকারী, মদাসক্ত। মদ খুব খারাপ জিনিস। সত্যযুগে তো সবাই শুদ্ধ আত্মা থাকবে তারপর নিচে নামতে-নামতে একদম ছিঃ-ছিঃ হয়ে যায় এইজন্য একে দুঃখদায়ী নরক বলা হয়। মদ এমনই এক জিনিস যা ঝগড়া, মারামারি, ক্ষতি করতে দেবী করে না। এই সময় মানুষের বুদ্ধি একদম ব্রষ্ট হয়ে গেছে। মায়া খুব খারাপ আছে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, সুখ দাতা। অন্যদিকে মায়া অনেক দুঃখ দেয়। কলিযুগে মানুষদের অবস্থা দেখো কিরকম হয়ে গেছে, একদম জর্জরিত হয়ে যায়। কিছুই বোঝেনা, যেন পাথর বুদ্ধি। এটাও নাটক তাইনা। কারোর ভাগ্যতে না থাকলে এইরকমই বুদ্ধি হয়ে যায়। বাবা জ্ঞান তো খুব সহজ দেন। বাচ্চা-বাচ্চা বলে বোঝাতে থাকেন। মাতারাও বলে যে, আমার পাঁচটি লৌকিক সন্তান আর একটি পারলৌকিক সন্তান। যিনি আমাকে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বাবাও বোঝেন তো বাচ্চারাও বোঝে। জাদুগর তাইনা। বাবা জাদুকর তো বাচ্চারাও জাদুকর হয়ে গেছে। বলা হয় বাবা আমাদের বাচ্চাও আছেন। তাহলে বাবাকে ফলো করে এই রকম হওয়া চাই। স্বর্গতে এঁনার রাজ্য ছিল তাই না। শাস্ত্রতে এসব কথা লেখা নেই। এই ভক্তি মার্গে শাস্ত্রের কথাও ড্রামাতে নিহিত আছে। পুনরায় হবে। এটাও বাবা বোঝাচ্ছেন, পড়ানোর জন্য শিক্ষক তো চাই তাই না। শাস্ত্র কখনো শিক্ষক হতে পারে না। তাহলে তো আর শিক্ষকের দরকারই হতো না। এই সমস্ত শাস্ত্র আদি সত্য যুগে হবে না।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা আত্মাকে তো বুঝে গেছো তাইনা। আত্মাদের বাবাও অবশ্যই থাকবেন। যখন কেউ আসে তখন সবাই বলে হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই, অর্থ কিছুই বোঝে না। ভাই-ভাইয়ের অর্থ বুঝতে হবে তাই না। অবশ্যই তাদের বাবাও থাকবে। এত ছোট ছোট বিষয় কথা তারা বুঝতে চায় না। ভগবানুবাচ এটা হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। এর অর্থ কত পরিষ্কার। কেউ গ্লানি করেনা। বাবা তো রাস্তা বলে দেন। প্রথম নম্বর তথা শেষ। গৌর থেকে শ্যাম বর্ণ হওয়া। তোমরাও বুঝে গেছো যে - আমরা গৌর ছিলাম পুনরায় এইরকম হবো। বাবাকে স্মরণ করলেই আমরা এইরকম হতে পারবো। এটাই হলো রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্যকে বলা হয় শিবালয়। সীতার রাম, তাঁরা তো ত্রেতাযুগে রাজ্য করেছিলেন, এতেও বোঝার বিষয় আছে। দু-কলা কম বলা হয়ে থাকে। সত্যযুগ হলো শ্রেষ্ঠ, তাকে স্মরণ করতে হয়, ত্রেতা যুগ আর দ্বাপর যুগকে তত পরিমাণে স্মরণ করা হয় না। সত্যযুগ হলোই নতুন দুনিয়া আর কলিযুগ হল পুরানো দুনিয়া। ১০০ শতাংশ সুখ আর ১০০ শতাংশ দুঃখ। ওই ত্রেতা আর দ্বাপর হল সেমি এইজন্য মুখ্য সত্যযুগ আর কলিযুগ গাওয়া হয়। বাবা সত্যযুগ স্থাপন করছেন। এখন তোমাদের কাজ হল পুরুষার্থ করা। সত্যযুগে নিবাসী হবে নাকি ত্রেতা নিবাসী হবে? দ্বাপর যুগে পুনরায় নিচে নামতে থাকবে। তবুও আছে তো দেবী দেবতা ধর্মেরই, তাই না। কিন্তু পতিত হওয়ার কারণে নিজেদেরকে দেবী-দেবতা বলতে পারোনা। তাই বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের প্রত্যেকদিন বোঝান। মুখ্য কথাই হলো "মন্বনা ভব"। তোমরাই প্রথম নম্বরে আসো। ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে একদম শেষে আসো তারপর আবার প্রথম নম্বরে আসো তাই এখন অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা। পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই বাবা এসে ২১ জন্মের স্বর্গসুখ তোমাদেরকে প্রদান করেন। তোমরা সম্পন্ন হয়ে গেলে স্ব-ইচ্ছায় শরীর ছাড়তে পারো। যোগবল আছে তাই না। এইরকমই ভবিষ্যৎ হয়ে আছে, একেই বলা হয় যোগবল। সেখানে জ্ঞানের-কথা কিছুই থাকবে না। অটোমেটিক্যালি তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। সেখানে কোনো রোগাদি থাকবে না। খোঁড়া বা টেরা বাঁকা থাকবে না।

সর্বদা সুস্থ থাকবে। সেখানে দুঃখের নাম-নিশান থাকবে না। তারপর আস্তে আস্তে কলা কম হতে থাকে। এখন বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে, অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ নিতে হবে। সম্মানের সাথে পাশ করতে হবে, তাই না। সবাই তো আর শ্রেষ্ঠ পদ পেতে পারে না। যে সেবা-ই করে না সে কিভাবে শ্রেষ্ঠ পদ পাবে। মিউজিয়ামে বাচ্চারা কত সেবা করে, বিনা আত্মানে মানুষজন আসতে থাকে। একেই বিহঙ্গ মার্গের সেবা বলা হয়ে থাকে। জানা নেই, এর থেকেও যদি অন্য কোনো বিহঙ্গ মার্গের সেবা (তীর্থগতির) বেরিয়ে আসে। দু-চারটি মুখ্য চিত্র অবশ্যই সাথে রাখবে। বড়-বড় ত্রিমূর্তি, কল্প বৃক্ষ (ঝাড়), গোলা (সৃষ্টি চক্র), এবং সিঁড়ি-র ছবি এগুলি প্রত্যেক জায়গায় খুব বড় বড় করে রাখতে হবে। যখন বাচ্চারা বুদ্ধিমান হয়ে যাবে তখনই তো সেবা হবে তাই না। সেবা তো হতেই হবে। গ্রামে গিয়ে সেবা করতে হবে। মাতা-রা হয়তো লেখাপড়া জানেন না কিন্তু বাবার পরিচয় দেওয়া তো খুব সহজ বিষয়। আগে মহিলারা পড়াশোনা করার সুযোগ পেত না। মুসলমানের রাজ্যে এক চোখ খুলে বাইরে বের হতো। এই বাবা খুব অনুভবী আছেন। বাবা বলেন আমি এসব কিছু জানি না। আমি তো উপরে থাকি। এইসব কথা এই ব্রহ্মা তোমাদের শোনাচ্ছেন। ইনি হলেন অনুভবী, আমি তো কেবল "মনুনা ভব"-র কথাই শোনাই, আর সৃষ্টি চক্রের রহস্যকে বোঝাই, যেটা ইনি জানেন না। ইনি এঁনার অনুভব আলাদাভাবে বোঝাচ্ছেন, আমি এসব কথাতে যাই না। আমার পাঠ হলো শুধুমাত্র তোমাদেরকে রাস্তা বলে দেওয়া। আমি তোমাদের হলাম বাবা, টিচার এবং গুরু। টিচার হয়ে তোমাদেরকে পড়াশুনা, বাকি এর মধ্যে কৃপা করা আদি কিছু কথাই নেই। পড়াই এবং সাথে করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এই পড়াশোনার দ্বারাই তোমাদের সন্নতি প্রাপ্ত হয়। আমি আসি-ই তোমাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শিবের বরযাত্রী বলা হয়। শঙ্করে বরযাত্রী তো হয়না। শিবের বরযাত্রী হয়, সব আত্মারা বরের পিছনে পিছনে যায় তাই না। এরা সব হলো ভক্তবৃন্দ, আমি হলাম ভগবান। তোমরা আমাকে আহ্বান করেছিলে পবিত্র হয়ে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাইতো আমি তোমাদের বাচ্চাদেরকে অবশ্যই সাথে করে নিয়ে যাবো। হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত করে তবেই যেতে হবে।

বাবা প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে বলেন "মনুনাভব"। বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে উত্তরাধিকারও অবশ্যই স্মরণে থাকবে। বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হচ্ছে তাইনা। তার জন্য পুরুষার্থও এইরকম করতে হবে। বাচ্চারা তোমাদেরকে কোনো রূপ কষ্ট দিই না। জানি তোমরা জীবনে অনেক দুঃখ দেখেছো। এখন তোমাদেরকে কোনো রকম দুঃখ দিই না। ভক্তিমার্গের আয়ুও খুব ছোট হয়। অকালে মৃত্যু হয়ে যায়, কতই না হয়-হতাশ করতে থাকো। কতই না দুঃখ সহ্য করতে হয়। মাথা খারাপ হয়ে যায়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে, কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করতে থাকো। স্বর্গের মালিক হতে গেলে দৈবগুনও অবশ্যই ধারণ করতে হবে। পুরুষার্থ সর্বদা শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য করা হয়ে থাকে - আমি লক্ষীনারায়ন হবো। বাবা বোঝান যে আমি সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী, এই দুটো ধর্ম স্থাপন করি। তারা পাস করতে পারে না, এইজন্য ক্ষত্রিয় বলা হয়। যুদ্ধের ময়দান এটা তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সুখধামের অবিনাশী উত্তরাধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত করার জন্য সঙ্গমযুগে আত্মিক জাদুকর হয়ে বাবাকেও নিজের বাচ্চা বানিয়ে নিতে হবে। সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়ে যেতে হবে।

২) স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে নিজেকে লাকী নক্ষত্র বানাতে হবে। বিহঙ্গ মার্গের সেবার (তীর্থ গতিতে) নিমিত্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ পদ নিতে হবে। গ্রামে-গ্রামে গিয়ে সেবা করতে হবে। সাথে-সাথে স্মরণের চার্টও অবশ্যই রাখতে হবে।

বরদানঃ:- দূত সংকল্পের দেশলাই কাঠির দ্বারা আত্মিক বস্তু এর আতশবাজি জ্বালানো সদা বিজয়ী ভব
আজকাল আতশবাজিতে বস্তু ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তোমাদের দূত সংকল্পের দেশলাই কাঠির দ্বারা আত্মিক বস্তু এর আতশবাজি জ্বালাও যার দ্বারা পুরানো দুনিয়ার সব কিছুর অবসান হয়ে যায়। তারা তো আতশবাজির পিছনে পয়সা নষ্ট করবে আর তোমরা উপার্জন করবে। সেটা হলো আতশবাজি আর তোমাদের হলো উড়তি কলার বাজী। এতে তোমরা বিজয়ী হয়ে যাও। তাই ডবল লাভ ওঠাও, জ্বালাওও, উপার্জনও করো - এই বিধিকে গ্রহণ করো।

স্নোগানঃ:- কোনো বিশেষ কার্যে সহযোগী হওয়াই হলো আশীর্বাদের লিষ্ট নেওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রাহ্মণ জীবনের আধার - পিওরিটির রয়্যালটি"

আজ স্নেহের সাগর নিজের স্নেহী বাচ্চাদের দেখছেন। চতুর্দিকের স্নেহী বাচ্চারা আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম সূত্রে বেঁধে নিজের সুইট হোমে পৌঁছে গেছে। বাচ্চারা যেমন স্নেহের টানে পৌঁছে গেছে তেমনই বাবাও বাচ্চাদের স্নেহের ডোরে বাঁধা বাচ্চাদের সমুখে পৌঁছে গেছেন। বাপদাদা দেখছেন যে চারদিকের বাচ্চারা দূরে বসেও স্নেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে। সমুখে থাকা বাচ্চাদেরও দেখছেন এবং দূরে বসে থাকা বাচ্চাদেরও দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। এই অধ্যাত্ম অবিনাশী স্নেহ, পরমাত্ম স্নেহ, আত্মিক স্নেহ সারা কল্পে এখন তোমরা অনুভব করছো।

বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার পবিত্রতার রয়্যালটি দেখছেন। ব্রাহ্মণ জীবনের রয়্যালটিই হলো পিওরিটি। তো প্রত্যেক বাচ্চার মাথায় আধ্যাত্মিক রয়্যালটির লক্ষণ পিওরিটির লাইটের মুকুট দেখছেন। তোমরাও সবাই নিজের পিওরিটির মুকুট, আধ্যাত্মিক রয়্যালটির মুকুট দেখছো? পিছনের তোমরাও দেখছো?

কত সৌন্দর্যময় সভা, তাই না পান্ডব? মুকুট ঝলমল করছে তো না! এরকমই সভা দেখছ তো, তাই না! কুমারীরা, তোমরা মুকুটধারী কুমারী তো না! বাপদাদা দেখছেন যে বাচ্চাদের রয়্যাল ফ্যামিলি কত শ্রেষ্ঠ! নিজেদের অনাদি রয়্যালটি স্মরণ করো, যখন তোমরা আত্মারা পরমধামে থাকো তখন আত্মা রূপে তোমাদের আধ্যাত্মিক রয়্যালটি বিশেষ। আত্মারা সবাইই লাইট রূপে থাকে কিন্তু তোমাদের দীপ্তি সর্ব আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্মরণে আসছে পরমধাম? অনাদিকাল থেকে তোমাদের চমক দমক অনুপম। যেমন, আকাশে তোমরা দেখে থাকবে তারাদের জ্বলজ্বল করতে, সব লাইটই, কিন্তু সর্ব তারার মাঝে কিছু বিশেষ তারার চমক স্বতন্ত্র এবং সুন্দর। ঠিক সেরকমই সর্ব আত্মার মধ্যে তোমরা সব আত্মার চমক স্বতন্ত্র এবং সুন্দর। স্মৃতিতে আসছে তো না? আবার আদিকালে এসো, আদিকালকে স্মরণ করো, আদিকালেও দেবতা স্বরূপে তোমাদের আধ্যাত্মিক রয়্যালটির পার্সোনালিটি কত বিশেষ ছিল? সারা কল্পে দৈবী স্বরূপের রয়্যালটি আর কারও ছিল? আধ্যাত্মিক রয়্যালটি, পিওরিটির পার্সোনালিটি স্মরণে আছে তো না! পান্ডবদেরও স্মরণ আছে? স্মরণে এসে গেছে? এবারে মধ্যকালে এসো, মধ্যকাল দ্বাপর থেকে নিয়ে তোমাদের যে পূজ্য চিত্র বানানো হয়ে থাকে, সেই চিত্রের রয়্যালটি আর পূজার রয়্যালটি দ্বাপর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও চিত্রের আছে? চিত্র তো অনেকের আছে, কিন্তু এমন বিধিপূর্বক পূজা আর কোনও আত্মার হয়েছে? হতে পারে তারা ধর্ম পিতা, অথবা নেতা, কিংবা অভিনেতা, চিত্র তো সবারই তৈরি হয় কিন্তু সেই সব চিত্রের রয়্যালটি আর পূজার রয়্যালটি দ্বাপর থেকে কারও দেখেছো? ডবল ফরেনার্স নিজেদের পূজা দেখেছ? তোমরা দেখেছ নাকি শুধু শুনেছো? এমন বিধি পূর্বক পূজা এবং চিত্রের প্রভা, আধ্যাত্মিকতা আর কারও হয়নি, না হবে। কেন? পিওরিটির রয়্যালটি, পিওরিটির পার্সোনালিটি বিদ্যমান। আচ্ছা দেখেছ নিজের পূজা? দেখে না থাকলে দেখে নিও। এখন লাস্টে সঙ্গমযুগে এসো, সঙ্গমেও সমগ্র বিশ্বের মধ্যে পিওরিটির রয়্যালটি ব্রাহ্মণ জীবনের আধার। পিওরিটি যদি না থাকে তবে প্রভু-প্রেমের অনুভবও থাকে না। সকল ঈশ্বরীয় প্রাপ্তির অনুভব হয় না। ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি হলো পিওরিটি এবং পিওরিটিই অধ্যাত্ম রয়্যালটি, সুতরাং আদি অনাদি,

আদি থেকে মধ্য হয়ে অন্ত পর্যন্ত সারা কল্পে এই আধ্যাত্মিক রয়্যালটি চলে আসছে।

নিজে নিজেকে দেখো - দর্পণ তোমাদের সবার কাছে আছে তো না? দর্পণ আছে? দেখতে পারো? তাহলে দেখ। আমার মধ্যে পিওরিটির রয়্যালটি কত পার্সেন্টে আছে? আমার মুখমন্ডল থেকে পিওরিটির ঝলক প্রতীয়মান হয়? আচরণে পিওরিটির নেশা দেখা যায়? ফলক অর্থাৎ নেশা। আচরণে সেই ফলক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক নেশা প্রতীয়মান হয়? দেখে নিয়েছ নিজেকে? দেখতে কত সময় লাগে? সেকেন্ড, তাই তো না? তো সবাই নিজেকে দেখেছো?

কুমারীগণ - আছে দীপ্তি? ? নেশা আছে? আচ্ছা, সবাই ওঠো, দাঁড়াও। দেখো কুমারীরা কি লাগিয়েছে। ওঠো, দেখাও সবাইকে (লাল উত্তরীয় sash লাগিয়ে বসে আছে), কি লেখা আছে? একরতা সুন্দর লাগে, তাই না! একরতার অর্থই পিওরিটির রয়্যালটি। তো একরতার পাঠ পাঠা করে নিয়েছো! ফিরে গিয়ে কাঁচা করে নিও না। আর কুমার গ্রুপ ওঠো। কুমারদের গ্রুপও ভালো। কুমাররা হৃদয়ে প্রতিজ্ঞার উত্তীয় বেঁধে নিয়েছে, এরা (কুমারীরা) তো বাইরে থেকেও বেঁধে

নিচ্ছে। প্রতিজ্ঞার উত্তরীয় বেঁধেছো তোমরা, সদা অর্থাৎ নিরন্তর পিওরিটির পার্সোনালিটিতে থাকা কুমার তোমরা। এমন তোমরা? বলো, জী হ্যাঁ (হ্যাঁ)। না জী নাকি হ্যাঁ জী? নাকি ফিরে গিয়ে চিঠি লিখবে অল্প অল্প চিলেমি হয়ে গেছে! এরকম ক'রো না। যতক্ষণ ব্রাহ্মণ জীবনে বাঁচতে হবে ততক্ষণ সম্পূর্ণ পবিত্র থাকতেই হবে। এরকম প্রতিজ্ঞা আছে তোমাদের? দুট প্রতিজ্ঞা থাকলে হাত নাড়াও। টি. ভি. তে তোমাদের ফটো বের করছে। যে অমনোযোগী হবে তাকে এই ছবি পাঠানো হবে। সেইজন্য অমনোযোগী হয়ো না, দুটতা থাকা উচিত। হ্যাঁ, তোমরা অটল, পান্ডব তো অটল থাকে। অটল পান্ডব, খুব ভালো।

পিওরিটির বৃত্তি হলো - শুভ ভাবনা, শুভ কামনা। যে যেমনই হোক কিন্তু পবিত্র বৃত্তি অর্থাৎ শুভ ভাবনা, শুভ কামনা এবং পবিত্র দৃষ্টি অর্থাৎ সদা প্রত্যেককে আত্মিক রূপে দেখা কিংবা ফরিস্তা রূপে দেখা। সুতরাং বৃত্তি, দৃষ্টি এবং তৃতীয় হলো কৃতি অর্থাৎ কর্ম, তো কর্মেও সদা সব আত্মাকে সুখ দাও আর সুখ নাও। এটা হলো পিওরিটির লক্ষণ। বৃত্তি, দৃষ্টি এবং কৃতি তিনের মধ্যে এই ধারণা হোক। যে যাই কিছু করুক, যদি দুঃখও দেয়, ইনসাল্টও করে, তবুও আমার কর্তব্য কী? যারা দুঃখ দিচ্ছে তাদের ফলো করতে হবে, নাকি বাপদাদাকে ফলো করতে হবে? ফলো ফাদার তো না! তো ব্রহ্মা বাবা দুঃখ দিয়েছেন, নাকি সুখ দিয়েছেন? সুখ দিয়েছেন, তাই না! তোমরা তো মাস্টার ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের কী করতে হবে? যদি কেউ দুঃখ দেয় তোমরা কী করবে? দুঃখ দেবে? দেবে না? যদি তারা অনেক দুঃখ দেয় তবে? অনেক গালি দেয়, খুব ইনসাল্ট করে, তখন অল্প ফিল তো করবে, নাকি না? কুমারীরা ফিল করবে? অল্প। অতএব, ফলো ফাদার। এটা ভাবো আমার কর্তব্য কী! তার কর্তব্য দেখে নিজের কর্তব্য ভুলো না। সে গাল দিচ্ছে, তুমি সহনশীল দেবী, সহনশীল দেব হয়ে যাও। তোমার সহনশীলতার দ্বারা যে গালি দেবে সেও তোমার গলা জড়াবে। সহনশীলতায় এত শক্তি আছে, কিন্তু সামান্য সময় সহন করতে হয়। তাহলে তোমরা সহনশীলতার সব দেব বা দেবী, তাই তো না? হও তোমরা? সদা এটা স্মৃতিতে রাখো - আমি সহনশীলতার দেবতা, আমি সহনশীলতার দেবী। তো দেবতা অর্থাৎ যে দেয়, দাতা। কেউ গাল দেয়, রেস্পেক্ট করে না, তাহলে তা' আবর্জনা হলো, নাকি ভালো জিনিস? তববে তোমরা সেসব নাও কেন? আবর্জনা নেওয়া যায় কি? কেউ তোমাকে আবর্জনা দেবে তবে কি তুমি নেবে? নেবে না, তাই না! সুতরাং রেস্পেক্ট না করা, ইনসাল্ট করা, গালি দেওয়া, তোমাকে ডিস্টার্ব করা, তো এগুলো কী? এগুলো ভালো জিনিস? তাহলে আবার নাও কেন? অল্প অল্প তো নিয়ে নাও, পরে ভাবো যে নেওয়া উচিত ছিল না। সুতরাং এখন নিও না। নেওয়া অর্থাৎ মনে ধারণ করা, ফিল করা। অতএব, নিজের অনাদিকাল, আদিকাল, মধ্যকাল, সঙ্গমকাল, সারা কল্পের পিওরিটির রয়্যালটি, পার্সোনালিটি স্মরণ করো। যে যাই করুক তোমাদের পার্সোনালিটি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এই আধ্যাত্মিক নেশা আছে তো না! ডবল ফরেনারদের তো ডবল নেশা আছে, তাই না! ডবল নেশা আছে তো না? সব বিষয়ে ডবল নেশা। পিওরিটিরও ডবল নেশা, সহনশীল দেব-দেবী হওয়ারও ডবল নেশা। হলো না ডবল? শুধু অমরত্ব বজায় রাখো। অমর ভব'র বরদান কখনও ভুলো না।

আচ্ছা - যারা প্রবৃত্তির অর্থাৎ যুগল, বাস্তবে সিঙ্গল থাকে, কিন্তু বলা হয়ে থাকে যুগল, তারা ওঠো। উঠে

দাঁড়াও। যুগল তো অনেক আছে, কুমার কুমারী কম আছে। কুমারদের থেকে তো যুগল বেশি। তো প্রবৃত্তিতে যুগল মূর্ত থাকার জন্য বাপদাদা কেন ডাইরেকশন দিয়েছেন? তোমাদের যুগলে থাকার অনুমতি কেন দিয়েছেন? প্রবৃত্তিতে থাকার অনুমতি কেন দিয়েছেন, জানো তোমরা? কেননা, যুগল রূপে থেকে এই মহামন্ডলেশ্বরগণকে তোমাদের পায়ে ঝুঁকতে হবে। আছে তোমাদের এত সাহস? লোকে এটা বলে থাকে যে, একসাথে থেকে পবিত্র থাকা কঠিন আর তোমরা কী বলো? কঠিন নাকি সহজ? (খুব সহজ) পাক্কা? নাকি কখনো ইজি, কখনো লেজি? সেইজন্য বাপদাদা ড্রামা অনুসারে তোমাদের সবাইকে দুনিয়ার সামনে, বিশ্বের সামনে এক্সাম্পল বানিয়েছেন, চ্যালেঞ্জ করার জন্য। সুতরাং প্রবৃত্তিতে থেকেও নিবৃত্ত, অপবিত্রতা থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারো? তোমরা চ্যালেঞ্জ করো তাই তো না? সবাই তোমরা চ্যালেঞ্জ করে থাকো, অল্প অল্প ভয় পাও না তো - চ্যালেঞ্জ তো করবো কিন্তু জানি না কী হবে! তোমরা চ্যালেঞ্জ করো বিশ্বকে, কেননা নতুন বিষয় এটাই যে সাথে থেকেও স্বপ্নে লেশমাত্রও অপবিত্রতার সংকল্প আসে না, এটাই সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব। তাইতো বিশ্বের শোকেসে তোমরা এরকম এক্সাম্পল; স্যাম্পল বলতে পারো, এক্সাম্পল বলতে পারো। তোমাদের দেখে সবার মধ্যে সাহস আসবে, আমরাও এরকম হতে পারি। ঠিক আছে না? শক্তি-সকল ঠিক আছে? পোক্ত তোমরা, তাই না? কাঁচা পাকা নও তো না? পাকাপোক্ত। বাপদাদাও তোমাদের দেখে খুশি হন। অভিনন্দন। দেখ, তোমরা কত আছ! খুব ভালো।

বাকি থাকল টিচার্স। টিচার্স বিনা তো গতি নেই। টিচার্স ওঠো। আচ্ছা - পান্ডবও সব ভালো ভালো। বাহ! টিচারদের বিশেষত্ব হলো প্রত্যেক টিচারের ফিচার (বৈশিষ্ট্য) থেকে যেন ফিউচার প্রতীয়মান হয়। কিংবা প্রত্যেক টিচারের ফিচার্স

থেকে ফরিস্তা স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। তোমরা এমন টিচার তো না! তোমরা সব ফরিস্তাকে দেখে যেন অন্যেরাও ফরিস্তা হয়ে যায়। দেখ কত টিচার্স রয়েছে! ফরেন গ্রুপে টিচারের সংখ্যা অনেক। এখন তো স্বল্পসংখ্যক এসেছে। যারা আসেনি তাদেরকেও বাপদাদা স্মরণ করছেন। এটা ভালো, এখন টিচাররা মিলেমিশে এই প্ল্যান বানাও, নিজেদের আচরণ এবং মুখমন্ডল দ্বারা কীভাবে বাবাকে প্রত্যক্ষ করানো যায়! দুনিয়ার লোকে বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী আর তোমরা বলো যে তিনি নেই। কিন্তু বাপদাদা বলেন যে এখন সময় অনুসারে প্রত্যেক টিচারের মধ্যে যদি বাবা দৃশ্যমান হন তবে সর্বব্যাপী প্রতীয়মান হবে তো না! যাকেই দেখবে তার মধ্যে বাবাকেই যেন দেখা যায়। আত্মা, পরমাত্মার সামনে যেন প্রচ্ছন্ন থাকে আর পরমাত্মাই শুধু দৃষ্টিগোচর হয়। হতে পারে এটা? আত্মা এর ডেট কী? ডেট ফিক্স হওয়া উচিত তো না? তাহলে এর ডেট কোনটা? কত সময় প্রয়োজন? (এখন থেকে শুরু করবো) তোমরা শুরু করবে, এই সাহস ভালো, কত সময় লাগবে? এখন তো ২০০২ সাল চলছে, দু'হাজার কত পর্যন্ত? সুতরাং টিচার্সকে এই অ্যাটেনশন রাখতে হবে যে, এখন, শুধু বাবার ভিতরে সমাহিত হয়ে আছি এই হিসেবে যেন দৃশ্যমান হই। আমার দ্বারা বাবা যেন প্রতীয়মান হয়। প্ল্যান বানাবে তো না! ডবল বিদেশি মিটিং করায় তো দক্ষ। এখন এই মিটিং করো, এই মিটিং না করে যেও না - কীভাবে আমাদের প্রত্যেকের দ্বারা বাবা প্রতীয়মান হবে! এখন ব্রহ্মাকুমারী দৃষ্টিগোচর হয়, ব্রহ্মাকুমারীগণ খুব ভালো কিন্তু এদের বাবা কত ভালো, তা' যেন তারা দেখতে পায়। তবেই তো বিশ্ব পরিবর্তন হবে তাই না! অতএব, ডবল বিদেশি এই প্ল্যান প্র্যাকটিক্যালি শুরু করবে তো না! করবে? পাক্সা। আত্মা। তো তোমাদের দাদি আছেন না, তাঁর আশা পূর্ণ হয়ে যাবে। ঠিক আছে তো না? আত্মা।

দেখ, ডবল বিদেশি কতখানি সেবার যোগ্য! তোমাদের কারণে সবাই স্মরণের স্নেহ-সুমন লাভ করছে। বাপদাদারও ডবল বিদেশিদের প্রতি অধিক তো বলবেন না, কিন্তু স্পেশ্যাল ভালবাসা আছে। ভালবাসা কেন আছে? কারণ ডবল বিদেশি আত্মারা যারা সেবার নিমিত্ত হয়ে গেছে, তারা বিশ্বের কোণে কোণে বাবার বার্তা পৌঁছানোর নিমিত্ত হয়েছে। নয়তো, বিদেশের চতুর্দিকের আত্মারা পিপাসার্ত থেকে যেতো। এখন বাবাকে তো অনুযোগ শুনতে হবে না যে ভারতে এসেছেন, বিদেশে কেন বার্তা দেননি? তো বাবার প্রতি অভিযোগ সমাপ্ত করার নিমিত্ত হয়েছে তোমরা। আর জনকের তো উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেক, কোনো দেশ যেন বাকি না থেকে যায়। এটা ভালো। তোমরা অন্তত বাবার প্রতি অভিযোগ সমাপ্ত করবে, তাই না! কিন্তু তুমি (দাদি জানকি) তোমার সাথীদের খুব ক্লান্ত করিয়ে দাও। ক্লান্ত করায়, তাই না! জয়ন্তী, ক্লান্ত করিয়ে দেয় না? কিন্তু এই ক্লান্তির মধ্যেও আনন্দ সমাহিত হয়ে থাকে। প্রথমে মনে হয় যে বারবার এটা কী হয়, কিন্তু যখন ভাষণ করে আশীর্বাদ নিয়ে আসে না তখন মুখ বদলে যায়! এটা ভালো, দুই দাদির মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর বিশেষত্ব আছে। এরা শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। সেবা এখনো বাকি আছে তো, তাই না? যদি মানচিত্র নিয়ে দেখো, তা' ভারতে হোক বা বিদেশে, যদি মানচিত্রে এক একটা জায়গায় রাইট (টিক চিহ্ন) দিতে থাকো তো দেখা যাবে এখনও বাকি রয়ে গেছে। সেইজন্য বাপদাদা খুশিও হন এবং বলেনও - বেশি ক্লান্ত করিও না। তোমরা সবাই সেবাতে খুশি তো না! এখন এই সব কুমারীও তো টিচার হবে, তাই না! যারা টিচার তারা তো আছেই, কিন্তু যারা টিচার নয় তারা টিচার হয়ে কোনো না কোনো সেন্টার সামলাবে তো না! হ্যান্ডস হবে, হবে তো না! ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দুটো কাজ করার অভ্যাস তো আছেই। জবও করে, সেন্টারও সামলায়। সেইজন্য বাপদাদা ডবল অভিনন্দনও জানান। আত্মা -

চতুর্দিকের অতি স্নেহী, আদিকাল থেকে এখনো পর্যন্ত অতি সমীপ সদা রয়্যালটির অধিকারী, যারা সদা নিজের মুখমন্ডল আর আচার আচরণ দ্বারা পিওরিটির ঝলক দেখায়, সদা নিজেকে সেবা আর স্মরণে তীব্র পুরুষার্থের দ্বারা নম্বর ওয়ান হয়, সদা বাবার সমান সর্ব শক্তি, সর্ব গুণ সম্পন্ন স্বরূপে থাকে, এরকম সর্ব তরফের প্রত্যেক বাচ্চাকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বিদেশের মুখ্য টিচার বোনেদের প্রতি — সবাই সেবার ভালো ভালো প্ল্যান বানিয়েছো তো না, কেননা সেবা সমাপ্ত হবে তবে তো তোমাদের রাজ্য আসবে। সুতরাং সেবার সাধনও আবশ্যিক। কিন্তু মন্ডাও হবে, বাচাও হবে, একসাথে হবে। সেবা আর স্ব-উন্নতি দুইই একসাথে হওয়া উচিত। এমন সেবা সফলতাকে সমীপে নিয়ে আসে। তোমরা তো সেবার নিমিত্ত আছই তাছাড়া সবাই তোমরা নিজের নিজের স্থানে ভালো সেবা করছ। বাকি যা কাজ দেওয়া হয়েছে, তার প্ল্যান বানাও। তার জন্য নিজের মধ্যে কিংবা সেবাতে কী কী বৃদ্ধি প্রয়োজন, অ্যাডিশন প্রয়োজন সেই প্ল্যান বানাও। আর বাপদাদা সেবাধারীদের দেখে খুশি তো হনই। সব সেবাকেন্দ্র উত্তম উন্নতি প্রাপ্ত করছে তো না! উন্নতি হচ্ছে না? এটা ভালো। ভালো হচ্ছে, তাই না! হচ্ছে আর হতেও থাকবে। এখন শুধু যারা এদিকে ওদিকে আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে আছে, তাদের সংগঠিত করে পাকাপোক্ত করো। প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ সেবার সামনে দেখাও। হতে পারে সেটা কোনো সেবা করছ, তোমরা

ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্ল্যান বানাও, সেটা করছও তোমরা, ভালোভাবে এগিয়ে চলছও, এখন সেই সবাইকে এক গ্রুপে বাবার সামনে নিয়ে এসো, যাতে সেবার প্রমাণ সমগ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সামনে এসে যায়। ঠিক আছে তো না! আর তো তোমরা সবাই ভালো, ভালো হতে ভালো। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

বরদান:- তিন স্মৃতির তিলকের দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থিতি বানিয়ে অটল-অনড় ভব
বাপদাদা সব বাচ্চাকে তিন স্মৃতির তিলক দিয়েছেন, এক স্ব এর স্মৃতি, তারপরে বাবার স্মৃতি এবং শ্রেষ্ঠ
কর্ম করার জন্য ড্রামার স্মৃতি। যাদের এই তিন স্মৃতি সদা থাকে তাদের স্থিতিও শ্রেষ্ঠ। আত্মার স্মৃতির
সাথে বাবার স্মৃতি, বাবার স্মৃতির সাথে ড্রামার স্মৃতি আবশ্যিক, কর্মে যদি ড্রামার জ্ঞান থাকে তবে
দোলাচল হবে না। বিভিন্ন রকমের যে সব পরিস্থিতি আসে তাতে অটল-অনড় থাকবে।

স্লোগান:- দৃষ্টিকে অলৌকিক, মনকে শীতল আর বুদ্ধিকে করুণাকর বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের দুর্বলতা গুলি যদি দূর করতে হয় তবে তা মনের (হৃদয়ের) সততার মাধ্যমে বাবাকে শোনাও, বাবা-ই তোমাদের দুর্বলতা গুলোকে দূর করে দেওয়ার যুক্তি বলে দেবেন"

*প্রশ্নঃ - বাবার কারেন্ট কোন্ বাচ্চারা প্রাপ্ত করে?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা সততার সাথে সার্জেনকে নিজেদের রোগের কথা বলে দেয়, বাবা তাদেরকে দৃষ্টি দেন। ওই বাচ্চাদের উপরে বাবার অত্যন্ত দয়া থাকে। অন্তর থেকেই তাঁর মনে হয় যে, বাচ্চাদের মধ্য থেকে এই ভূত যেন দূর হয়ে যায়। বাবা তাদের কারেন্ট (শক্তি) দেন।

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের প্রশ্ন করতে থাকেন। প্রতিটি বাচ্চা যেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার কাছ থেকে কিছু পেয়েছো কী? এখনও কোনো জিনিসের অভাব রয়েছে কী? প্রত্যেকেই নিজ মনের গভীরে উঁকি দিতে হবে। যেমন, নারদের উদাহরণ রয়েছে যে - তাকে বলা হয়েছে যে, তুমি নিজের চেহারা আয়নায়ে দেখো -- লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য (বিবাহযোগ্য) হয়েছে কী? তাই বাবাও বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন - কি মনে করছো, লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছে কী? যদি তা না হয়ে থাকে, তবে দেখো কী কী খুঁত আছে? যেগুলোকে দূর করে ফেলার জন্য বাচ্চারা পুরুষার্থ করে। দুর্বলতা গুলোকে দূর করার পুরুষার্থ করে কী করে না? কেউ-কেউ পুরুষার্থ করতেই থাকে। নতুন বাচ্চাদের একথা বোঝান হয় - দেখো, নিজের ভিতরে কোনো কমজোরী নেই তো? কারণ তোমাদের সকলকে পারফেক্ট হতে হবে। বাবা আসেনই পারফেক্ট বানানোর জন্য, তাই এইম অবজেক্টের চিত্রও সম্মুখে রাখা উচিত। নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করো যে, আমরা কী এদের মতন নিখুঁত হয়েছি? লৌকিক টিচাররা যারা লৌকিক বিদ্যা পড়ায়, এইসময় সকলেই বিকারী। এঁনারা (লক্ষ্মী-নারায়ণ) সম্পূর্ণ নির্বিকারীর উদাহরণ। আধাকল্প তোমরা এঁনাদের মহিমা করেছো। তাহলে এখন নিজেদের প্রশ্ন করো - আমাদের মধ্যে কী-কী দুর্বলতা রয়েছে, যেগুলোকে নিষ্কাশিত করে নিজেদের উন্নতি করবো? আর বাবাকে বলো যে - বাবা, এই দুর্বলতা আছে যা আমাদের মধ্য থেকে দূরীভূত হয় না, কোনো উপায় বলো। একমাত্র সার্জেনই তোমাদের রোগমুক্ত হওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারেন। কিছু কম্পাউন্ডার অত্যন্ত হুশিয়ার হয়। কম্পাউন্ডার ডাক্তারের কাছে শেখে, আর হুশিয়ার ডাক্তার হয়ে যায়। তাই সততার সাথে যাচাই করো - আমার মধ্যে কী-কী দুর্বলতা রয়েছে? যারজন্য আমি মনে করছি যে - এই পদ পেতে পারবো না। বাবা বলবেন, তাই না যে - তোমরা এঁদের মতন হতে পারো। কমজোরী যদি বলো, তবেই বাবা রায় দেবেন। রোগ তো অনেক রয়েছে। অনেকের মধ্যেই দুর্বলতা রয়েছে। কারোর মধ্যে অত্যন্ত ক্রোধ আছে, লোভ আছে..... তাদের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা থাকতে পারে না যে অন্য কাউকে তারা জ্ঞানের ধারণা করতে পারবে। বাবা প্রত্যহ অনেক বোঝান। বাস্তবে এত বোঝানোর প্রয়োজনই দেখা যাচ্ছে না। মন্ত্রের অর্থ বাবা বুঝিয়ে দেন, বাবা তো একজনই। অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর ওঁনার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করে আমাদের এমন হতে হবে। আর অন্যসব স্কুলে ৫ বিকারকে জয় করার জন্য কোনো কথাই বলা হয় না। এইকথা এখনই হয়, আর যেকথা এসে বাবা বোঝান। আমাদের মধ্যে যে ভূত রয়েছে, যা আমাদের দুঃখ দেয়, তার (বাবার কাছে) বর্ণনা করলে বাবা তা দূর করার যুক্তি বলে দেবেন। বাবা এই-এই ভূত আমাদের বিরক্ত করে। যেমন ভূত-প্রেত দূর করার পূর্বে তার বর্ণনা করা হয়, তাই না। তোমাদের মধ্যে তেমন কোনো ভূত (প্রেতাত্মা) নেই। তোমরা জানো যে, এই ৫ বিকারুপী ভূত জন্ম-জন্মান্তর ধরে রয়েছে। দেখা উচিত যে, আমাদের মধ্যে কী-কী ভূত আছে? তা দূর করার জন্য আবার (বাবার) রায় নিতে হবে। চোখও অনেক ধোঁকা দেবে, তাই বাবা বোঝান নিজেকে আত্মা মনে করে অন্যকেও আত্মা মনে করার প্র্যাকটিস করো। এই যুক্তির দ্বারা তোমাদের এই রোগ দূর হয়ে যাবে। আমরা সব আত্মারাই হলাম আত্মিক ভাই। এতে শরীরের কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা এও জানো যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সকলকেই (ঘরে) ফিরে যাবে। তাই নিজেকে দেখতে হবে যে, আমরা কী সর্বগুণসম্পন্ন হয়েছি? তা নাহলে আমাদের মধ্যে কী-কী অবগুণ রয়েছে? বাবাও বসে সেই আত্মাকে দেখেন, এরমধ্যে এই দুর্বলতা আছে, তখন তাকে কারেন্ট (শক্তি) দেন। এই বাচ্চার যেন এই বিদ্য দূর হয়ে যায়। যদি সার্জেনের কাছে লুকিয়ে রাখবে তাহলে (বাবা) কি আর করবেন? তোমরা নিজেদের অবগুণ যখন বলবে তখন বাবাও রায় দেবেন। যেমন তোমরা অর্থাৎ আত্মারা বাবাকে স্মরণ করো - বাবা, তুমি কত মিষ্টি! আমাকে কী থেকে কী বানিয়ে দাও। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে, ভূতও পালিয়ে যেতে থাকবে। কোনো না কোনো ভূত তো অবশ্যই রয়েছে। বাবা সার্জেন, তাঁকে বলো - বাবা, আমাদের এর যুক্তি বলো। তা নাহলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। শোনালে বাবারও দয়া আসবে - মায়ার এই ভূত এদের বিরক্ত করছে। একমাত্র বাবা-ই ভূতদের দূর করতে

পারেন। যুক্তির মাধ্যমে দূর করা হয়। বোঝানো হয় যে - এই ৫ ভূতকে দূর করো। তথাপি সব ভূত তো দূর হয় না। কারোর মধ্যে খুব কড়া ভাবে থাকে, আর কারোর মধ্যে কম। কিন্তু আছে অবশ্যই। বাবা দেখেন এঁনার মধ্যে ভূত (বিকার) আছে। দৃষ্টিদানের সময় ভিতরে কি চলছে তা বোঝা যায়, তাই না। এ তো অত্যন্ত ভালো বাচ্চা, তাহলে তো এর মধ্যে ভালো-ভালো গুণ রয়েছে, কিন্তু অন্যকে কিছুই বলে না, কাউকে বোঝাতেও পারে না। যেন মায়া কর্তৃকদ্ধ করে দিয়েছে, এর গলা যদি খুলে যায় তখন অপরের সেবায় ব্রতী হবে। অপরের সেবাতেই স্ব-সেবা, শিববাবার সেবা করে না। শিববাবা তো স্বয়ং সেবা করতে এসেছেন, তিনি বলেন - জন্ম-জন্মান্তরের এই ভূতদের দূর করতে হবে।

বাবা বসে বোঝান, তোমরা এও তো জানো যে, বৃক্ষ (ঝাড়) ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাতা ঝড়ে পড়তে থাকে। মায়া বিঘ্ন ঘটায়। বসে-বসেই মন পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন, সন্ন্যাসীরা (মায়েকে) ঘৃণা করে, তাই একদম হারিয়ে যায়। না কোনো কারণ, না কোনো কথাবার্তা। বাবার সঙ্গে তো সকলেরই কানেকশন (যোগ) রয়েছে, বাচ্চারাও তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়। যদি বাবাকে সত্যকথা বলে তবেই সেই দুর্বলতা দূর হতে পারে এবং উচ্চপদ পেতে পারে। বাবা জানেন - কেউ-ই (বাবাকে) না বলার কারণে নিজেদের অনেক লোকসান করে। যতই বোঝাও কিন্তু সেই কাজই করতে শুরু করে দেবে। মায়া গ্রাস করে নেয়। মায়া-রূপী অজগর সকলকে পেটে পুরে বসে রয়েছে। পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছে। বাবা কত বোঝান। আর কোনো কথা নয়, শুধু বলা তোমাদের দুজন পিতা। একজন লৌকিক পিতা যা সর্বদাই থাকে, সত্যযুগেও পাও, আর কলিযুগেও পাও। এমন নয় যে, সত্যযুগে পুনরায় পারলৌকিক পিতাকে পাও। পারলৌকিক পিতা একবারই আসেন। পারলৌকিক পিতা এসে নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। ভক্তিমার্গে ওঁনাকে কত পূজা করা হয়, স্মরণ করা হয়। শিবের মন্দির তো অনেক রয়েছে। বাচ্চারা বলে কোনো সেবা নেই। আরে, শিবের মন্দির তো যত্র-তত্র রয়েছে, ওখানে গিয়ে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে, ওঁনার পূজা কেন করো? ইনি তো দেহধারী নন। ইনি কে? তখন বলবে, পরমাত্মা। ওঁনাকে ছাড়া আর কাউকে তো বলবে না। তাহলে বলা, ইনি তো পরমপিতা পরমাত্মা, তাই না। ওঁনাকে খুদা-ও বলা হয়, আল্লাহ-ও বলা হয়। সর্বদা ওঁনাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। ওঁনার কাছ থেকে কি পাওয়া যায়, তা কিছু জানো কী? ভারতে শিবের অনেক নাম, শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয়। কাউকে বোঝানো অতি সহজ। বাবা বিভিন্ন রকমভাবে অনেক বোঝান। তোমরা যেকোনো কারোর কাছে যেতে পারো। কিন্তু অত্যন্ত শান্ত ভাবে, নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে। ভারতে তোমাদের নাম অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত। একটু বললেই তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে যে - এরা বি.কে.। গ্রামের দিকে অনেক ইনোসেন্ট মানুষ আছে। মন্দিরে গিয়ে সেবা করা অত্যন্ত সহজ। এসো, আমরা তোমাদের শিববাবার জীবন কাহিনী শোনাই। তোমরা শিবের পূজা করো, ওঁনার কাছে কী চাও? বলা, আমরা তোমাদের এঁনার সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী বলে দিতে পারি। আবার দ্বিতীয় দিনে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাও। তোমাদের অন্তরে যেন খুশী থাকে। বাচ্চারা চায়, গ্রামে সার্ভিস করতে। সকলের নিজ-নিজ বোধ শক্তি রয়েছে, তাই না। বাবা বলেন, সর্বপ্রথমে যাও শিববাবার মন্দিরে। পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো - এঁনারা এই উত্তরাধিকার কীভাবে পেয়েছেন? এসো, আমরা তোমাদের এই দেবী-দেবতাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। গ্রামের মানুষজনকেও জাগাতে হবে। তোমরা গিয়ে সকলকে ভালোবেসে বোঝাবে। তোমরা হলে আত্মা, আত্মাই কথা বলে, এই শরীর নিঃশেষ হয়ে যাবে। এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পবিত্র হয়েই বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। তাহলে একথা শুনলেই তারা আকৃষ্ট হবে। যত তোমরা দেবী-অভিমানী হবে, ততই তোমাদের মধ্যে আকর্ষণ আসবে। এখনও এতটা দেহাদি থেকে, পুরানো দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আসেনি। এ তো জানো যে, এই পুরানো বস্ত্র যা পরিত্যাগ করতে হবে, এর (শরীর) প্রতি আর কী মোহ রাখবে। শরীর থাকলেও শরীরের কোনো মোহ থাকা উচিত নয়। ভিতরে-ভিতরে এদের এমন এক উৎকর্ষ রয়েছে যে এখন আমরা অর্থাৎ আত্মারা পবিত্র হয়ে নিজেদের ঘরে যাব। আবার এমনও মনে হয় - এমন বাবাকে কীভাবে ত্যাগ করব? এমন পিতাকে তো পুনরায় আর কখনো পাবো না। এমন-এমনভাবে চিন্তা করলে বাবাও স্মরণে আসবে, ঘরও স্মরণে আসবে। এখন আমরা ঘরে (ফিরে) যাচ্ছি। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। দিনে অবশ্যই কাজ-কর্মাদি কর। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতেই হবে। এর মধ্যে থেকেও তোমরা বুদ্ধিতে একথা রাখো যে, এই সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেছেন - গৃহস্থ ব্যবহারেও অবশ্যই থাকতে হবে। তা নাহলে কোথায় যাবে? কাজ-কর্মাদি করো, বুদ্ধির দ্বারা একথা যেন স্মরণে থাকে। এই সবকিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। প্রথমে আমরা ঘরে ফিরে যাবো, পুনরায় সুখধামে আসব। যেটুকু সময় পাবে, সেসময়ে নিজের সঙ্গে কথা বলা উচিত। সময় অনেক আছে, ৮ ঘন্টা কাজ-কর্মাদি (চাকরী বা ব্যবসায়) করো, ৮ ঘন্টা বিশ্রামও করো, বাকি ৮ ঘন্টা এই বাবার সঙ্গে আত্মিক বার্তালাপ (কনসার্বেশন) করে পুনরায় আধ্যাত্মিক সার্ভিস করতে হবে। যতটা সময় পাবে শিববাবার মন্দিরে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে সেবা করো। মন্দির তোমরা অনেক পাবে। তোমরা যেকোন স্থানেই যাও শিববাবার মন্দির অবশ্যই পাবে। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে প্রধান হলো - স্মরণের যাত্রা। স্মরণে যদি সঠিকভাবে থাকতে

পারো, তবে তোমরা যাকিছু চাইবে তাই-ই পেতে পারো। প্রকৃতি দাসী হয়ে যাবে। ঔনার স্বরূপাদিও (চেহারা) এমন আকর্ষণ করার মতন থাকে যে কিছুর চাওয়ার প্রয়োজনই পড়ে না। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও কেউ-কেউ পাকা থাকে। ব্যস, এমন নিশ্চয়ের সঙ্গে (তপস্যায়) বসে - আমরা ব্রহ্ম-তে গিয়ে বিলীন হয়ে যাব। এই নিশ্চয়ের সম্পূর্ণ পাকা থাকে। ওনারা অভ্যাস করে, আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করে যাবো। কিন্তু তারা ভুল পথে রয়েছে। অত্যন্ত পরিশ্রম করে ব্রহ্ম-তে বিলীন হওয়ার জন্য। ভক্তিতে একটু সাক্ষাৎকারের জন্য কত পরিশ্রম করে। জীবনও দিয়ে দেয়। আত্মহত্যা হয় না, হয় জীবহত্যা। আত্মা তো বর্তমান, সে গিয়ে পুনরায় দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করে।

বাচ্চারা, ভালোভাবে তোমরা সার্ভিসের শখ রাখো তাহলেই বাবা স্মরণে আসবে। এখানেও মন্দিরাদি অনেক রয়েছে। তোমরা সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হয়ে কাউকে বললে, তখন তাদের অন্য কোনো ভাবনা আসবে না। যোগীর তীর সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ হবে। তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। চেষ্টা করে দেখ, কিন্তু প্রথমে নিজের অন্তরকে দেখতে হবে - আমাদের মধ্যে কোনো মায়ার ভূত নেই তো? মায়ার ভূতের বশে যারা রয়েছে, তারা কী সাফল্য পেতে পারে, না পারে না। সেবা তো অনেক আছে। বাবা তো কোথাও যেতে পারবেন না, কারণ বাবা তো সঙ্গেই রয়েছেন। বাবাকে আমরা কোথায় পাঁকে মধ্যে নিয়ে যাবো ! কার সঙ্গে কথা বলব ! বাবা তো বাচ্চাদের মাধ্যমেই বলতে চান। তাই বাচ্চাদের সার্ভিস করতে হবে। কথায়ও আছে - সন শো'জ ফাদার (সন্তানের মাধ্যমেই বাবার প্রত্যক্ষতা) । বাবা বাচ্চাদের হৃদয়ের (চতুর) বানান। ভালো ভালো বাচ্চারা যাদের সার্ভিসের শখ আছে, তারা বলে, আমরা গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করব। বাবা বলেন, অবশ্যই করো। শুধু ফোন্ডিং চিত্রগুলি যেন সঙ্গে থাকে। চিত্র ব্যতীত কাউকে বোঝানো অসুবিধাজনক। রাত-দিন এই চিন্তাই থাকে - অন্যদের জীবন কীভাবে তৈরী করবো? আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে, তা কীভাবে দূর করে উন্নতি করতে পারবো। তোমাদের খুশীও থাকে। বাবা এ ৮-৯ মাসের বাচ্চা। এমন অনেক বেরোয়। অতি শীঘ্র সেবার যোগ্য হয়ে যায়। প্রত্যেকের এও চিন্তা থাকে যে, আমরা নিজেদের গ্রামকে জাগাবো, সমগোত্রীয় (হামজিন্স) ভাইদের সেবা করে। চ্যারিটি বিগ্যান্স অ্যাট হোম। সার্ভিসের শখ থাকা উচিত। এক জায়গায় থেমে যাওয়া উচিত নয়। পরিক্রমা করতে থাকো। সময় অতি অল্প, তাই না। কত বড়-বড় আখড়া তৈরী হয়ে যায়। এমন আত্মা এসে প্রবেশ করে, কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়, আর তখন বিখ্যাত হয়ে যায়। কল্প-পূর্বের মতন এখানে অসীম জগতের পিতা শিক্ষা দেন। এই আধ্যাত্মিক কল্প-বৃক্ষ বৃদ্ধি পাবে। নিরাকারী বৃক্ষ থেকে নব্বরের ক্রমানুসারে আত্মারা আসে। শিববাবার বড় লক্ষ্য মালা তো তৈরী হয়েই রয়েছে। এইসব কথাকে স্মরণ করলেও বাবা-ই স্মরণে আসবে। উন্নতিও শীঘ্র হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বাবার সাথে বার্তালাপ করে অত্যন্ত শান্তভাবে বা নম্রতার সাথে আধ্যাত্মিক সেবা করতে হবে। সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করতে হলে ভিতরে যেন কোনো মায়ার ভূত না থাকে।

২) নিজের সঙ্গে এ'কথাই বলতে হবে যে, আমরা যাকিছু দেখছি এইসবই বিনাশ হয়ে যাবে। আমরা আমাদের ঘরে ফিরে যাব, পুনরায় সুখধামে আসব।

বরদান:- অটল নিশ্চয়ের দ্বারা সহজ বিজয়ের অনুভবকারী সদা হাসিখুশী, নিশ্চিন্ত ভব নিশ্চয়ের লক্ষণ হলো সহজ বিজয়। কিন্তু সব বিষয়ে নিশ্চয় চাই। কেবল বাবাকে নিশ্চয় নয়, নিজের প্রতি, ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি আর ড্রামার প্রত্যেক দৃশ্যতে সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকবে, ছোটো কোনও কথাতেও যেন নিশ্চয় না নড়ে যায়। সদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে বিজয় নিশ্চিত, এর অন্যথা হবে না। এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চারা - কি হয়েছে, কেন হয়েছে... এইসব প্রশ্নের থেকেও দূরে সদা নিশ্চিন্ত, সদা হাসিখুশী থাকে।

স্লোগান:- সময়কে নষ্ট করার পরিবর্তে শীঘ্রই নির্ণয় করে নির্ধারণ করো।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ড্রামার শ্রেষ্ঠ নলেজ বাচ্চারা তোমাদের কাছেই রয়েছে, তোমরা জানো যে এই ড্রামা একইরকম ভাবে রিপিট হচ্ছে"

*প্রশ্নঃ - প্রবৃত্তিতে থাকা আত্মারা বাবাকে কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং বাবা তাদেরকে কি রায় শোনান?

*উত্তরঃ - কোনো কোনো বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে - বাবা আমি কোনো ব্যবসা শুরু করতে পারি? বাবা বলেন - বাচ্চা, ব্যবসা করতে পারো। কিন্তু উচ্চমানের ব্যবসা করো। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ছিঃ ছিঃ ব্যবসা অর্থাৎ মদ, সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদির ব্যবসা করে না, কেননা এই ব্যবসার মধ্যে বিকারের আকর্ষণ থাকে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন এক হলো আত্মিক বাবার শ্রীমং, দ্বিতীয় হলো রাবণের আসুরী মত। আসুরী মত বাবার বলা যায় না। রাবণকে বাবা তো বলা হয় না, তাই না। সেটা হলো রাবণের আসুরী মত। এখন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করছো। রাত-দিনের পার্থক্য, তাইনা। বুদ্ধিতে আছে যে ঈশ্বরীয় মতের দ্বারা দৈবী গুণ ধারণ করতে এসেছি। এসব কিছু কেবলমাত্র তোমরা বাচ্চারাই বাবার থেকে শুনতে থাকো, অন্য কেউ এসব বিষয় জানতেই পারে না। বাবাকে তোমরা পাও সম্পত্তির জন্য। রাবণের দ্বারা সম্পত্তি তো ক্রমশ কম হতেই থাকে। ঈশ্বরীয় মত কোথায় নিয়ে যায়, আর আসুরী মত কোথায় নিয়ে যায়, এটা তোমরাই জানো। আসুরী মত যবে থেকে প্রাপ্ত করছো, তোমরা নিচে নামতেই থেকেছো। নতুন দুনিয়াতে তো আস্তে আস্তে নামতে থাকো। অধঃপতন কি করে হয়, পুনরায় উর্ধ্ব গমন কিভাবে হয় - এটাও তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো। এখন শ্রীমং বাচ্চারা তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে পুনরায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। তোমরা এখানে এসেছো-ই শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। তোমরা জানো যে - আমরা পুনরায় শ্রেষ্ঠ মত কিভাবে পাবো। অনেকবার তোমরা শ্রেষ্ঠ মত দিয়ে উঁচু পদ প্রাপ্ত করেছো, পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে নিতে নিচে নামতে থেকেছো। পুনরায় একবারই তোমরা উল্লতিকলায় উপর দিকে উঠবে। নশ্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ হতে থাকে। বাবা বোঝান যে, সময় লাগে। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেরও নির্দিষ্ট সময় আছে তাই না, একদম সঠিক সময়। ড্রামা একেবারে অ্যাকুরেট নিয়মে চলতে থাকে এবং তা অত্যন্ত ওয়ান্ডারফুল। বাচ্চারা খুব সহজেই সব বুঝতে পেরে যায় - বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। ব্যস্। কিন্তু পুরুষার্থ করতে কারো কারো আবার ডিফিকাল্টিও লাগে। এত শ্রেষ্ঠ পদ পাওয়া কোনো সহজ বিষয় নয়। খুব সহজ বাবার স্মরণ আর সহজ আশীর্বাদ হলো বাবার। এক সেকেন্ডের ব্যাপার। পুনরায় পুরুষার্থ করতে লেগে যায় তো মায়ার বিঘ্নও পড়তে থাকে। রাবণের উপরে জিৎ প্রাপ্ত করতে হয়। সমগ্র সৃষ্টির উপরে এই রাবণের রাজত্ব চলছে। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমরা যোগবলের দ্বারা রাবণের ওপরে প্রত্যেক কল্পে জয় প্রাপ্ত করেছি। এখনও প্রাপ্ত করছি। এসব শিক্ষা দিচ্ছেন অসীম জগতের বাবা। ভক্তি মার্গেও তোমরা বাবা-বাবা বলে এসেছো। কিন্তু প্রথমে বাবাকে জানতে না। আত্মাকে জানতে। বলতে - ক্রকুটির মাঝে ঝলমল করে এক আশ্চর্য তারা....।" আত্মাকে জানলেও বাবাকে জানতে না। কিরকম বিচিত্র ড্রামা। বলতে - পরমপিতা পরমাত্মা, স্মরণও করতে, তবুও কিছুই জানতে না। না আত্মার কর্তব্যকে, না পরমাত্মার কর্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে জানতে। বাবাই নিজে এসে সবকিছু বোঝান। বাবা ছাড়া কেউই এসব বিষয়ে অনুভব করাতে পারে না। কারোর পাট-ই নেই। গায়ন-ই আছে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, আসুরী সম্প্রদায় আর দৈবী সম্প্রদায়। আছে খুব সহজ। কিন্তু এই কথাটি স্মরণ করতে হবে যে - এতেই মায়া বিঘ্ন দেয়। সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। বাবা বলেন যে নশ্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ আর স্মরণ করতে করতে যখন ড্রামা শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ার অন্ত হয়ে যাবে তখন নাস্বারের ক্রমানুসারে পুরুষার্থের দ্বারা রাজধানী স্থাপন হয়েই যাবে। শাস্ত্র দ্বারা এই সমস্ত কথা কেউ বুঝতে পারে না। গীতা আদি তো ইনি অনেক পড়েছেন তাই না। এখন বাবা বলছেন যে এসবের কোন মূল্য নেই। কিন্তু ভক্তিতে কীর্তন, ভজন শুনতে সকলেরই বেশ ভালো লাগে, তাই তাকে ছাড়তে পারে না।

তোমরা এখন জেনে গেছো যে, সবকিছুই নির্ভর করছে তোমাদের পুরুষার্থের উপরে। ব্যবসা আদিও কারোর কারোর খুব উচ্চ মানের হয়, আবার কারোর কারোর একদম ছিঃ ছিঃ নোংরা ব্যবসা। কিছু ব্যবসা হয় মদ, বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতি বিক্রি করে, এই ব্যবসা তো খুবই খারাপ। মদ সমস্ত বিকারকে আকর্ষণ করে। কাউকে মদাসক্ত বানানো - এই ব্যবসা ভালো নয়। বাবা রায় দিচ্ছেন, যুক্তি দিয়ে এই ব্যবসাকে পরিবর্তন করে নাও। না হলে উঁচু পদ পাবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ব্যবসা না করে এইসব ব্যবসা করাতে তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। ইনিও হীরে জহরতের

ব্যবসা করতেন, কিন্তু লাভ তো কিছু হয়নি, এই ব্যবসা করে হয়তো লাখপতি হয়েছে, কিন্তু এই ব্যবসা (অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ব্যবসা) করে তোমরা কি হতে পারো? বাবা পত্রে প্রায়ই লেখেন যে - পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হতে পারো, সেটাও আবার ২১ জন্মের জন্য। এটা বুঝে গেছো যে, বাবা একদম ঠিক কথা বলছেন। আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম, পুনরায় চক্র পরিক্রমা করে নিচে এসে গেছি। তোমরা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকেও জেনে গেছো। জ্ঞান তো বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পুনরায় দৈবগুণও ধারণ করতে হবে। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে যে - আমার মধ্যে কোনো আসুরী গুণ নেই তো? এই বাবারও গর্ব রয়েছে যে আমি বাবাকে নিজের শরীররূপী গৃহকে ভাড়া দিয়েছি। এটা তো গৃহ, তাই না। এর মধ্যে আত্মা থাকে। আমাকে এই ঈশ্বরীয় নেশায় থাকতে হবে যে - ভগবানকে আমি এই গৃহ ভাড়া দিয়েছি। ডামার নিয়ম অনুসারে অন্য কোনো গৃহ তিনি নেন না। কল্প-কল্প এই গৃহকেই তিনি ভাড়া নেন। এঁনার তো খুব আনন্দ হয়, তাইনা। কিন্তু অনেক সমস্যার সম্মুখীনও হতে হয় এঁনাকে। এই বাবা হাসতে হাসতে কোনো একদিন বাবাকে বলেছিলেন যে, - বাবা তোমার রথ হয়েছে বলে আমাকে এত গালিগালাজ শুনতে হয়েছে। বাবা বলেন, সবথেকে বেশি গালিগালাজ তো আমি পেয়েছি। এখন তোমার পালা। রক্ষাকে কখনো কেউ গালি দেয়নি। এখন সেই সময় এসেছে। রথ দিয়েছো তো এটা তো বোঝো যে অবশ্যই বাবা তোমাকে সাহায্য করবেন, তাই না। তবুও বাবা বলেন যে, বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকো। এই স্মরণের যাত্রাতেই বাচ্চারা, তোমরা এঁনার থেকেও বেশি তীব্র গতিতে যেতে পারবে। কেননা এঁনার উপর অনেক দায়িত্ব ভার রয়েছে। যদিও ডামা বলে সবকিছু ছেড়ে দেন, তবুও কিছু সমস্যা তো কিছু না কিছু আসেই। কোনো এক বেচারী খুব ভালো সার্ভিস করছিলো, কিন্তু সঙ্গদোষে এসে খারাপ হয়ে গেছে। কত বদনাম হয়ে যায়। এমন এমন কাজ করে যে বদনাম আসতে থাকে। সেই সময় বোঝেনা যে এটা ডামাতে তৈরি ছিল। এসব পরবর্তীকালে খেয়াল আসে। এটাই তো ডামাতে নিহিত আছে, তাই না। মায়া স্থিতিকে একদম খারাপ করে দেয়। তাই খুব বদনাম করতে থাকে। কত অবলা নারীদের উপরে অত্যাচার হয়ে থাকে। এখানে তো নিজের বাচ্চারাই কত বদনাম করতে থাকে। উল্টো-পাল্টা বলতে থাকে।

এখন বাচ্চারা, তোমরা জানতে পেরেছো যে, বাবা কী শোনাচ্ছেন? বাবা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি শোনান না। এখন আমরা শ্রীমতে চলে কত শ্রেষ্ঠ তৈরি হচ্ছি। আসুরী মতে চলে কত ব্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। সময় লাগে তাই না। মায়ার সাথে যুদ্ধ চলতেই থাকবে। এখন তোমাদের বিজয় তো অবশ্যই হবে। এটা তোমরা বোঝো যে, শান্তিধাম সুখধামে আমাদের বিজয় আছেই। কল্প-কল্প আমরা বিজয় প্রাপ্ত করেছি। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই স্থাপনা আর বিনাশ হয়। এই সমস্ত জ্ঞান বিস্তারিতভাবে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। নিশ্চিত ভাবেই বাবা আমাদের দ্বারা স্থাপনার কাজ করিয়ে থাকেন। পুনরায় আমরাই রাজত্ব করবো সেখানে। বাবাকে ধন্যবাদ জানানোর দরকার নেই। বাবা বলেন - এটাও ডামাতে নিহিত আছে। আমিও এই ডামার মধ্যে অ্যাক্ট করে চলেছি। ডামার মধ্যে সকলের পাট নিহিত রয়েছে। শিব বাবার পাট রয়েছে, আমাদেরও পাট রয়েছে। ধন্যবাদ জানাবার ব্যাপার নেই। শিব বাবা বলেন যে - আমি তোমাদেরকে শ্রীমৎ দিয়ে রাস্তা বলে দিই। আর অন্য কেউ তা বলতে পারে না। যারাই আসুক, বলো - সতোপ্রধান নতুন দুনিয়া - স্বর্গ ছিল, তাই না! এই পুরানো দুনিয়াকে তমোপ্রধান বলা হয়ে থাকে। পুনরায় সতোপ্রধান হওয়ার জন্য দৈবগুণ ধারণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মন্ত্র তো হলো - "মন্মনা ভব", আর "মধ্যাজী ভব"। ব্যস্। তিনি এটাও বলে দেন যে, "আমি হলাম পরম গুরু"।

তোমরা বাচ্চারা এখন স্মরণের যাত্রায় থেকে সমগ্র সৃষ্টিকে সঙ্গতি প্রদান করছো। জগদ্রুহ হলে এক শিব বাবা-ই, যিনি তোমাদেরকেও শ্রীমৎ প্রদান করে থাকেন। তোমরা জানো যে - প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে আমরা এই শ্রীমৎ প্রাপ্ত করি। চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। আজ পুরানো দুনিয়া, কাল নতুন দুনিয়া হয়ে যাবে। এই চক্রকে বোঝা খুব সহজ। কিন্তু এটাও যেন স্মরণে থাকে যে, অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। অনেকে এটা ভুলে যায়। কেউ যদি মায়ার বশ হয়ে যায়, তখন তার সমস্ত জ্ঞান শেষ হয়ে যায়। কলাকৌশল, শরীর সবকিছুই মায়া গ্রহণ করে নেয়। সমস্ত কলাকে বের করে কলাহীন করে দেয়। এমন ভাবে ফেঁসে যায় যে সেসব কথা জিজ্ঞাসা করো না। এখন তোমাদের সমগ্র চক্র স্মরণে আছে। তোমরা জন্ম-জন্মান্তর বেশ্যালয়ে থেকে এসেছো। হাজার হাজার পাপ করে এসেছো। সকল দেবী দেবতার সামনে গিয়ে বলেছো যে আমি হলাম জন্ম জন্মের পাপী। আমি-ই প্রথমে পূণ্য আত্মা ছিলাম, পুনরায় পাপাত্মা হয়ে গেছি। এখন পুনরায় পূণ্যাত্মা হচ্ছি। এই জ্ঞান-ই তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করছো। পুনরায় তোমরা এই জ্ঞান অপরকে শুনিয়ে নিজের সমান তৈরি করো। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকার জন্য পার্থক্য তো কিছুটা থাকে, তাইনা। তারা এতটা বুঝতে পারে না, যেভাবে তোমরা বুঝেছো। কিন্তু সবাই তো ছাড়তে পারে না। বাবা নিজে বলছেন যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্মফুলের সমান হতে হবে। সব ছেড়েছুড়ে এখানে এসে, এত সবাই বসবে কোথায়? বাবা বলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েন না। ইনি

(ব্রহ্মাবাবা) শাস্ত্রাদি পড়েছিলেন। আমার বিষয়ে তো বলা হয়ে থাকে, "গডফাদার ইজ নলেজফুল"। মানুষ তো এটাও জানে না যে বাবার মধ্যে কি জ্ঞান আছে। এখন তোমাদের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টিচক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে। তোমরা জানো যে এই ভক্তি মার্গের শাস্ত্র অনাদি আছে। ভক্তিমার্গে এই সকল শাস্ত্র অবশ্যই বের হয়। তারা বলে থাকে যে পাহাড় ভেঙে গেলে পুনরায় তেরী হবে কি করে? কিন্তু এটা তো ড্রামা তাইনা। শাস্ত্র আদি এই সব শেষ হয়ে যাবে। পুনরায় নিজের সময় অনুসার এইরকমই তেরি হবে। আমিও প্রথমে প্রথমে শিব বাবাকে পূজা করতাম, এটাও শাস্ত্রে আছে তাই না। শিবের ভক্তি কিভাবে করা হয়? কত শ্লোকাদি গাইতে থাকে। তোমরা শুধু স্মরণ করতে থাকো। শিব বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এখন তোমাদের নলেজ প্রদান করছেন। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে - এই সৃষ্টি চক্রের কিভাবে রিপিট হচ্ছে। শাস্ত্রের মধ্যে এতোই লম্বা-চওড়া গল্প লেখা আছে যে কখনোই স্মৃতিতে থাকে না। তাহলে বাচ্চাদের মধ্যে কত খুশি হওয়া চাই। অসীম জগতের বাবা আমাকে পড়াচ্ছেন। গাওয়া হয়ে থাকে, "স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট"। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজারও রাজা বানাচ্ছি। অন্য কোনো শাস্ত্রে এই সকল কথা লেখা নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হল এটা। বাস্তব ক্ষেত্রে গুরু তো হলো একজনই, যিনি সকলকে সঙ্গতি প্রদান করেন। হয়তো ধর্ম স্থাপকদেরও গুরু বলা হয়ে থাকে কিন্তু গুরু তিনিই, যিনি সঙ্গতি প্রদান করেন। এরা তো নিজেরা আসার পরে তাদেরকে (নিজের ফলোয়ারদের) পার্টে নিয়ে আসে। বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা তো বলেন না। বরযাত্রী তো শিবেরই গাওয়া হয়, অন্য কোনো গুরুর নয়। মানুষ আবার শিব-শঙ্করকে এক করে ফেলেছে। কোথায় সেই সূক্ষ্মবতন-বাসী, কোথায় সেই মূলবতন-বাসী। দুজনে কী করে এক হতে পারে? এটাই ভক্তি মার্গে লিখে দিয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর হলেন তাঁর সন্তান, তাই না। ব্রহ্মার ক্ষেত্রেই তোমরা বুঝতে পারো। এঁনাকে অ্যাডস্ট করেছি তাই তো উনি শিব বাবার বাচ্চাই হলেন, তাইনা। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন বাবা। বাকি সবই হলো তাঁরই রচনা। এ'সব কতো বোঝার মতো বিষয়! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের আদান প্রদান করে ২১ জন্মের জন্য পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হতে হবে। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে যে, আমার মধ্যে কোনো আসুরী গুণ নেই তো? আমি এমন কোনো ব্যবসা তো করিনা, যার দ্বারা বিকারের উৎপত্তি হয়?

২) স্মরণের যাত্রায় থেকে সমগ্র সৃষ্টিকে সঙ্গতিতে পৌঁছাতে হবে। এক সংগুরু বাবার শ্রীমতে চলে নিজ সম বানানোর সেবা করতে হবে। স্মরণে থাকে যেন, মায়া কখনো কলাহীন বানিয়ে না দেয়।

বরদানঃ:- খারাপের মধ্যেও ভালো অনুভবকারী নিশ্চয়বুদ্ধি নিশ্চিন্ত বাদশাহ ভব
সদা এই স্নোগান স্মরণে যেন থাকে যে - যা হয়েছে ভালো হয়েছে, ভালো হচ্ছে আর ভালোই হবে। খারাপকে খারাপের রূপে দেখবে না। খারাপের মধ্যেও ভালো অনুভব করবে, খারাপের থেকে শিক্ষা নেবে। যদি কোনও পরিস্থিতি আসে তখন “কি হবে” এই সংকল্প যেন না আসে, পরিবর্তে শীঘ্রই যেন সংকল্পে আসে যে “ভালোই হবে”। পাস্ট হয়ে গেছে, ভালো হয়েছে। যেখানে ভালো হবে সেখানে সদাই নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে থাকবে। নিশ্চয়বুদ্ধির অর্থই হল সদা বেফিকর (নিশ্চিন্ত) বাদশাহ।

স্নোগানঃ:- যে নিজেকে এবং অন্যদেরকে রিগার্ড দেয় তার রেকর্ড সদা ঠিক থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার দৃষ্টি সীমিত জগৎ ও অসীম জগতের (হৃদ ও বেহৃদ) উর্ধ্বে যায়, তোমাকেও হৃদ (সত্যযুগ) আর বেহৃদের (কলিযুগ) ওপারে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - উচ্চ থেকেও উচ্চ জ্ঞান রত্নের ধারণা কোন্ বাচ্চাদের ভালো হয়?

*উত্তরঃ - যাদের বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথে থাকে, যারা পবিত্র হয়েছে, তাদের এই রত্নের ধারণা ভালো হবে। এই জ্ঞানের জন্য শুদ্ধ পাত্র চাই। উল্টো পাল্টা সঙ্কল্প বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। বাবার সাথে যোগ যুক্ত হতে হতে পাত্রটি যখন সোনার হয়ে যায় তখন রত্ন টিকতে পারে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চাদের আত্মিক পিতা বসে রোজ-রোজ বোঝান। এই কথা তো বুঝিয়েছেন বাচ্চাদেরকে - জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্যের এই সৃষ্টি চক্র তৈরি হয়ে রয়েছে। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকা উচিত। বাচ্চারা, তোমাদের দৈহিক জগৎ এবং অসীম জগতের (হৃদ ও বেহৃদের) পারে যেতে হবে। বাবা তো হৃদ ও বেহৃদের উর্ধ্বে আছেন। সেসবের অর্থও বোঝানো উচিত, তাই না। আত্মিক পিতা বসে বোঝাচ্ছেন। সেই বিষয়টিও বোঝাতে হবে যে জ্ঞান, ভক্তি, পরে হয় বৈরাগ্য। জ্ঞানকে বলা হয় দিন, যখন নতুন দুনিয়া থাকে। সেখানে এই ভক্তি অজ্ঞানতা থাকে না। ওটা হলো জাগতিক দুনিয়া কারণ সেখানে সংখ্যা খুব কম। তারপরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। অর্ধেক সময় পার হলে ভক্তি শুরু হয়। সেখানে সন্ন্যাস ধর্ম থাকে না। সন্ন্যাস বা ত্যাগ হয় না। তারপরে সৃষ্টির বৃদ্ধি হয়। উপর থেকে আত্মারা আসে। বৃদ্ধি হতে থাকে। হৃদ দিয়ে শুরু হয়, বেহৃদে পৌঁছায়। বাবার দৃষ্টি তো হৃদ ও বেহৃদের থেকে পারে যায়। জানেন যে হৃদ বা সীমিত রাজ্যে বাচ্চারা কম থাকে যদিও রাবণের রাজ্যে কত বৃদ্ধি হয়ে যায়। এখন তোমাদের হৃদ ও বেহৃদের থেকে পারে যেতে হবে। সত্যযুগে কত ছোট থাকে দুনিয়া। সেখানে সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য ইত্যাদি থাকে না। পরবর্তীকালে দ্বাপর থেকে অন্য ধর্ম শুরু হয়। সন্ন্যাস ধর্মও হয় যেখানে ঘর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস করা হয়। সবার জানা উচিত, তাইনা। তার নাম হল হঠ যোগ এবং সীমিত জাগতিক সন্ন্যাস। শুধুমাত্র ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে গমন করে। দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয়। জ্ঞান তো হয় না। জ্ঞান অর্থাৎ সত্যযুগ - ত্রেতা সুখ। ভক্তি অর্থাৎ অজ্ঞান ও দুঃখ। এই কথা ভালো রীতি বোঝাতে হয় তারপরে দুঃখ ও সুখের পারে যেতে হবে। হৃদ বেহৃদের পারে। মানুষ পরীক্ষা করে, তাই না। কত দূর পর্যন্ত সমুদ্র আছে, আকাশ আছে। অনেক চেষ্টা করেও এর অন্ত পাওয়া অসম্ভব। বিমানে করে যায়। তাতেও এত তেল চাই তাইনা, যাতে ফিরেও আসা যায়। অনেক দূর পর্যন্ত যায়, কিন্তু বেহৃদে যেতে পারে না। হৃদ পর্যন্তই যাবে। তোমরা তো হৃদ ও বেহৃদের ওপারে যাও। এখন তোমরা বুঝতে পারো প্রথমে নতুন দুনিয়া হল সীমিত (হৃদের)। মানুষের সংখ্যা কম থাকে। তার নাম হলো সত্যযুগ। বাচ্চারা তোমাদের রচনার আদি, মধ্য, অন্তের নলেজ তো থাকা উচিত, তাই না। এই নলেজ অন্য কারো মধ্যে নেই। তোমাদের যিনি বোঝান তিনি হলেন বাবা, যিনি হৃদ ও বেহৃদের পারে থাকেন। তাই অন্য কেউ তা বোঝাতে পারে না। তিনিই রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান, তারপরে বলেন এর উর্ধ্বে যাও। সেখানে তো কিছুই থাকে না। যত দূরেই যাও শুধু আকাশ আর আকাশ। একেই বলে হৃদ বেহৃদের পার। কোনো সীমা পাওয়া যায় না। বলবে অসীম। অসীম বলা তো সহজ কিন্তু অন্তের অর্থ বোঝা উচিত। এখন বাবা তোমাদের বোধশক্তি দিচ্ছেন। বাবা বলেন আমি হৃদের কথাও জানি বেহৃদের কথাও জানি। অমুক ধর্ম অমুক সময়ে স্থাপন হয়েছে ! দৃষ্টি যায় সত্যযুগের হৃদের দিকে। তারপরে কলিযুগের বেহৃদের দিকে। তারপরে আমরা পারে চলে যাব। যেখানে কিছু নেই। সূর্য চন্দ্রের উপরে যাই আমরা, যেখানে আমাদের শান্তিধাম, সুইট হোম রয়েছে। যদিও সত্যযুগও হল সুইট হোম। সেখানে শান্তিও আছে তো রাজ্য-ভাগ্য সুখও আছে - দুটিই আছে। ঘর অর্থাৎ পরমধামে গেলে সেখানে শুধুই শান্তি থাকবে। সুখের নাম নেবে না। এখন তোমরা শান্তিও স্থাপন করছো এবং সুখ-শান্তিও স্থাপন করছো। সেখানে তো শান্তিও আছে, সুখের রাজ্যও আছে। মূল বতনে তো সুখের কথা নেই।

অর্ধকল্প তোমাদের রাজ্য চলে তারপরে অর্ধকল্প পরে রাবণের রাজ্য আসে। অশান্তি হয়ই ৫ বিকারের দ্বারা। ২৫০০ বছর তোমরা রাজত্ব করো, তারপরে ২৫০০ বছর রাবণের রাজ্য হয়। তারা তো লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। একেবারে যেন বুদ্ধিহীন করে দিয়েছে। পাঁচ হাজার বছরের কল্পকে লক্ষ বছর বলা হয়েছে একে বুদ্ধিহীন বা বোধহীন বলা হবে, তাইনা। একটুও সন্তোষ নেই। দেবতাদের মধ্যে কতখানি দিব্য সন্তোষ ছিল। সেসব এখন অসন্তোষ হয়েছে। কিছুই জানেনা। অসুরী গুণ এসেছে। আগে তোমরাও কিছু জানতে না। কাম কাটারী চালিয়ে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখী বানিয়েছে তাই তাদের

বলাই হয় রাবণ সম্প্রদায়। দেখানো হয়েছে বানরের সৈন্য রাম নিয়েছিল। এবারে রামচন্দ্র হলো ত্রেতার, সেখানে বানর আসবে কোথা থেকে তারপরে বলা হয়েছে রামের সীতা হরণ করা হয়েছে। এমন কথা তো সেখানে হয়ই না। জীব জন্তু ইত্যাদি ৮৪ লক্ষ যোনি যত এখানে আছে তত সত্যযুগ - ত্রেতায় কি হবে। এই সম্পূর্ণ বেহদের ড্রামা বাবা বসে বোঝান। বাচ্চাদের খুবই দূর দৃষ্টি হতে হবে। এর আগে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। মানুষ হয়েও নাটকের কথা জানতে না। এখন তোমরা বুঝেছো সবচেয়ে বড় কে? উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন ভগবান। শ্লোক ইত্যাদিও গাওয়া হয় যে উচ্চ তোমার নাম, উচ্চ তোমার ধাম.... এখন এই কথা তোমরা ছাড়া কারো বুদ্ধিতে নেই। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। বাবা সীমিত আর অসীমিত (হদ ও বেহদ) দুইয়ের রহস্য বলে দেন। এর পারে আর কিছুই নেই। ওটা হলো তোমাদের নিবাস স্থান, যাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। যেমন এখানে তোমরা আকাশ তলে বসে আছো, তাতে কিছু দেখতে পাও কি? রেডিওতে বলা হয় আকাশবাণী। এই আকাশ তো সীমাহীন। সীমা নেই যার। তাহলে আকাশবাণী বললে মানুষ কি বুঝবে। এই মুখটি হল শূন্য (পোলার)। মুখ দিয়ে বাণী বের হয়। এই কথা তো খুবই কমল। মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হওয়া যাকে আকাশবাণী বলা হয়। বাবাকেও আকাশ দ্বারা বাণী চালাতে হয়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নিজের সম্পূর্ণ রহস্য বলেছেন। তোমাদের নিশ্চয় আছে। খুবই সহজ। যেমন আমরা আত্মা তেমন বাবাও হলেন পরম আত্মা। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো আত্মা, তাই না। সবার নিজের নিজের পার্ট রয়েছে। সবচেয়ে উঁচুতে ভগবান তারপরে প্রবৃত্তি মার্গের যুগল মেরু। তারপরে নম্বর অনুযায়ী মালা দেখো সংখ্যা কত কম পরে সৃষ্টি বৃদ্ধি হয়ে কত বিশাল হয়ে যায়। কত কোটি দানা অর্থাৎ আত্মাদের মালা রয়েছে। এই সব হলো পড়াশোনা। বাবা যা কিছু বোঝান সেসব ভালো ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করো। বৃষ্টির ডিটেল তো তোমরা শুনতেই থাকো। বীজ রয়েছে উপরে। এ হল ভ্যারাইটি বৃক্ষ। এর আয়ু কত। বৃষ্টির বৃদ্ধি হতে থাকে সারা দিন বুদ্ধিতে যেন এই কথাই থাকে। এই সৃষ্টি রূপী কল্প বৃষ্টির আয়ু একেবারে অ্যাকুরেট। ৫ হাজার বছর থেকে এক সেকেন্ডের তফাৎ হয় না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন কত নলেজ রয়েছে, যারা খুব মজবুত। মজবুত তখন হবে যখন পবিত্র হবে। এই নলেজ ধারণ করার জন্য বুদ্ধিটি সোনার পাত্র সম হওয়া উচিত। তখন এমন সহজ হয়ে যাবে যেমন সহজ বাবার জন্য। তখন তোমাদেরও বলা হবে মাস্টার নলেজফুল। তারপরে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে মালার দানা বা পুঁতি হয়ে যাবে। এমন কথা বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারে না। এই আত্মাও বোঝাচ্ছে। বাবাও এই দেহ দ্বারাই বোঝান, দেহতাদের দেহ দ্বারা নয়। বাবা মাত্র একবারই গুরু রূপে আসেন তবুও বাবাকেই পার্ট প্লে করতে হয়। ৫ হাজার বছর পরে এসে আবার পার্ট প্লে করবেন।

বাবা বোঝান উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো আমি। যারা আদিতো মহারাজা - মহারানী হয়, তারা শেষের দিকে আদি দেব, আদি দেবী হবে। এই পুরো জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা যেখানে গিয়ে বোঝাবে তারা আশ্চর্য হবে যে এরা তো ঠিক কথাই বলে। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ-ই হলেন নলেজফুল। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই নলেজ দিতে পারে না। এই সব কথা ধারণ করতে হবে কিন্তু বাচ্চাদের ধারণা হয় না। যদিও খুব সিম্পল। কোনো ডিফিকাল্টি নেই। এক তো স্মরণের যাত্রা চাই এতে, যাতে পবিত্র পাত্রে স্থির থাকে। এই হল উঁচু থেকে উঁচু রত্ন। বাবা তো জহরী ছিলেন। ভালো হীরে মানিক এলে রূপের বাস্তবে তুলোর মধ্যে ভালোভাবে রাখতেন। যাতে কেউ দেখে বলবে এইটি তো ফার্স্ট ক্লাস জিনিস। এও এমনই। ভালো জিনিস ভালো পাত্রে শোভা পায়। তোমাদের কান শোনে। তাতে ধারণা হয়। পবিত্র হবে, বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে হলে ধারণাও ভালো হবে। তা নাহলে সব বেরিয়ে যাবে। আত্মাও কত ছোট। তাতে কত জ্ঞান ভরা আছে। কতখানি শুদ্ধ পাত্র চাই। কোনো রকম সঙ্কল্প যেন না চলে। উল্টো সঙ্কল্প সব বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। সব দিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরাতে হবে। আমার সঙ্গে যোগ লাগাতে লাগাতে বুদ্ধি রূপী পাত্রটিকে সোনায়ে পরিণত করো যাতে জ্ঞান রূপী রত্ন টিকতে পারে। তারপরে অন্যদের দান করতে থাকবে। ভারতকে মহাদানী মান্য করা হয়, তারা ধন দান তো অনেক করে। কিন্তু এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান। দেহ সহ যা কিছু আছে সেসব ত্যাগ করে একের সঙ্গে বুদ্ধি যেন যোগ যুক্ত থাকে। আমরা তো বাবার, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য তো বাবা বলে দিয়েছেন। পুরুষার্থ করা বাচ্চাদের কাজ। এখনই উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারবে। কোনো রকম উল্টো সঙ্কল্প বা বিকল্প যেন না আসে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সীমা আর অসীমের উর্ধ্বে তিনি। সবকিছু বসে বোঝান। তোমরা ভাবো বাবা আমাদের দেখেন কিন্তু আমি তো সীমা আর অসীমের ওপারে চলে যাই। আমি হলো সেখানকার নিবাসী। তোমরাও সীমা আর অসীমের ওপারে চলে যাও। সঙ্কল্প বিকল্প যেন কিছুই না আসে। এতেই পরিশ্রম চাই। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতন হতে হবে। হাত কাজ করবে, মন থাকবে বাবার স্মরণে (হাত কর ডে দিল ইয়ার ডে)। গৃহস্থ তো অনেক। গৃহস্থরা যত জ্ঞান ধারণ করে বাবার ঘরে থাকা বাচ্চারা তত করে না। যারা সেন্টার চালায়, যারা মুরলী ক্লাস করায় তারা ফেল হয়ে যায় এবং যারা পড়াশোনা করে তারা উঁচুতে ওঠে। ভবিষ্যতে তোমরা সবকিছু জানবে। বাবা সঠিক বলেন। যারা আমাদের পড়াতে তাদের মায়া গ্রাস করেছে। মহারথীদের মায়া একদম হপ করে গিলে নিয়েছে। তারা নেই। মায়ার ট্রেটর হয়ে যায়। বিদেশেও ট্রেটর হয়ে যায়, তাই

না। কোথায় কোথায় গিয়ে শরণ নেয়। যারা পাওয়ারফুল হয় তারা ওই দিকে চলে যায়। এই সময় তো মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে তাইনা, তাই শক্তিশালীদের কাছে যাবে। এখন তোমরা বুঝেছো বাবা হলেন পাওয়ারফুল। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। আমাদের শেখাতে শেখাতে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। সেখানে সবকিছু প্রাপ্ত হয়ে যায়। কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, যার জন্য আমরা পুরুষার্থ করি। সেখানে এমন কোনো জিনিস নেই যা তোমাদের কাছে হবে না। তাও নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী পদ প্রাপ্ত হয়। বাবা ছাড়া এমন কথা কেউ জানে না। সবাই হলো পূজারী। যদিও বড় বড় শঙ্করাচার্য ইত্যাদি রয়েছে, বাবা তাদের মহিমাও শোনান। তারা প্রথমে পবিত্রতার শক্তি দিয়ে ভারতকে খুব ভালো ভাবে থামিয়ে রাখতে নিমিত্ত হয়। তাও যখন সতাপ্রধান থাকে। এখন তো তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে সেই শক্তি কি আর আছে! এখন তোমরা যারা পূজারী ছিলে তোমরাই আবার পূজ্য হওয়ার পুরুষার্থ করছো। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। বুদ্ধিতে ধারণ করো এবং তোমরা বোঝাতে থাকো। বাবাকেও স্মরণ করো। বাবা-ই সম্পূর্ণ বৃক্ষের রহস্য বুঝিয়ে দেন। বাচ্চাদেরকে এমন মিষ্টিও হতে হবে। যুদ্ধ তাইনা। মায়ার ঝড়ও অনেক আসে। সব সহ্য করতে হয়। বাবার স্মরণে থাকলে ঝড় ঝাপটা সব চলে যাবে। হাতিমতাই -এর খেলা দেখানো হয়, তাইনা। চুম্বিকাঠি (মুহলরা) মুখে দিলে, মায়া চলে যেত। চুম্বিকাঠি বের করলেই মায়া এসে যেত। লজ্জাবতী লতার মতো। হাত লাগালেই নিস্বেজ হয়ে যায়। মায়া খুব প্রবল, এত উঁচু পড়াশোনা করার সময় একেবারে নীচে নামিয়ে দেয়। তাই বাবা বোঝাতে থাকেন - নিজেদেরকে ভাই-ভাই নিশ্চয় করো, তাহলে সীমা আর অসীমের উর্ধ্বে চলে যাবে। শরীর যদি না থাকে তাহলে দৃষ্টি কোথায় যাবে? এত পরিশ্রম করতে হবে শুনে অবাক হয়ে যেও না। প্রতি কল্পেই তোমাদের পুরুষার্থ চলে আর তোমরা নিজের ভাগ্য লাভ করো। বাবা বলেন, এ যাবৎ যা যা পড়েছো, সব ভুলে যাও। বাকি যা কিছু পড়োনি সেসব শোনো এবং স্মরণ করো। ওটার নাম হল ভক্তি মার্গ। আর তোমরা হলে রাজাশ্বষি, তাই না। জটা খুলে মুরলী চালাও। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি যা শোনায় সেসব হলো মানুষের মুরলী। এ হলো অসীম জগতের বাবার মুরলী। সত্যযুগ-ত্রৈতায় তো জ্ঞানের মুরলীর দরকার নেই। সেখানে না জ্ঞানের দরকার, না ভক্তির দরকার থাকে। এই জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত করো এই সঙ্গম যুগে এবং বাবা স্বয়ং প্রদান করেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্ন ধারণ করে দান করতে হবে। সীমা আর অসীমের থেকে ওপারে এমন স্থিতিতে থাকতে হবে যে কখনও উল্টো সঙ্কল্প না আসে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই স্মৃতি যেন থাকে।

২) মায়ার ঝড় থেকে রক্ষা পেতে মুখে বাবার স্মরণের গুলি-স্বরূপ চুম্বিকাঠি রাখতে হবে। সব কিছু সহ্য করতে হবে। এত স্পর্শকাতর হবে না। মায়ার কাছে হার মানবে না।

বরদানঃ:- সদা এক-এর স্নেহে সমাহিত থেকে এক বাবাকে অবলম্বন বানিয়ে সর্ব আকর্ষণমুক্ত ভব যে বাচ্চারা এক বাবার স্নেহে সমাহিত থাকে, তারা সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট থাকে। তাদেরকে কোনও প্রকারের অবলম্বন আকৃষ্ট করতে পারে না। তাদের খুব সহজই 'এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই' - এই অনুভূতি হয়। তাদের কাছে এক বাবা-ই হল সংসার, এক বাবার দ্বারাই সর্ব সম্বন্ধের রসের অনুভব হয়। তাদের কাছে সকল প্রাপ্তির আধার হল এক বাবা, নাকি বৈভব বা সাধন! এইজন্য তারা সহজেই আকর্ষণমুক্ত হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- প্রকৃতিকে পবিত্র বানাতে হলে সম্পূর্ণ রূপে বন্ধনমুক্ত হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা এসেছেন তোমাদের সব ভান্ডার ভরপুর করতে, বলাও হয়ে থাকে - ভান্ডারা ভরপুর, তো কাল কন্টক দূর"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানবান বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কোন্ একটি বিষয়ে নিশ্চয় সুদূত?

*উত্তরঃ - তাদের এই নিশ্চয় সুদূত হবে যে, আমাদের যে পার্ট আছে সেটা কখনো ঘষে যায় না বা মুছে যায় না। আমি অর্থাৎ এই আত্মাতে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, এই জ্ঞানই বুদ্ধিতে থাকলে তবে জ্ঞানবান হবে। না হলে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি থেকে উড়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । বাবা এসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে কি বলছেন? কি সেবা করছেন? এই সময় বাবা এই আধ্যাত্মিক পার্ট পড়ানোর সেবা করেন। তোমরা এটাও জানো যে, এখানে বাবারও পার্ট রয়েছে, টিচারের পার্টও রয়েছে আর গুরুর পার্টও রয়েছে । এই তিনটি পার্ট তিনি খুব সুন্দর ভাবেই পালন করছেন। তোমরা জানো যে, তিনি হলেন বাবা, সঙ্গতি প্রদানকারী গুরুও এবং সকলেরই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের জন্যই তিনি সুপ্রিম বাবা, সুপ্রিম টিচার। তিনি অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করেন । তোমরা কনফারেন্সেও বোঝাতে পারো যে, আমরা সকলের বায়োগ্রাফী (জীবনী) জানি। পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার জীবন-কাহিনীও জানি। নম্বর অনুযায়ী সব স্মরণে আসা চাই। সমগ্র বিরাট রূপ অবশ্যই বুদ্ধিতে থাকবে। আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি, আবার আমরা দেবতা হবো, তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবো। এটা তো বাচ্চাদের মনে আছে। বাচ্চারা, তোমরা ব্যাভীত এই কথা আর কারোর স্মরণে থাকে না। উত্থান আর পতনের সমস্ত রহস্য বুদ্ধিতে থাকে। আমাদের উত্থান হয়েছিলো, তারপর আবার পতন হতে শুরু হয়েছে, এখন মধ্যবর্তী অবস্থা। আমরা এখন শূদ্রও নই, সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণও হয়ে উঠিনি। এখন যদি পাঞ্চা ব্রাহ্মণ হয় তো এরপর আর শূদ্রপনার অ্যাক্ট হবে না। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আবার শূদ্রত্ব এসে যায়। তোমরা এটাও জানো- কবে থেকে পাপ শুরু করা হয়েছে? যেদিন থেকে কাম চিতার উপরে উঠেছো। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র চক্র আছে। উপরে থাকেন পরমপিতা পরমাত্মা বাবা, তারপর হলে তোমরা অর্থাৎ আত্মারা। এই কথা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই স্মরণে থাকা উচিত। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, দেবতা হচ্ছি আবার বৈশ্য, শূদ্র ডিনায়েস্টিতে (বংশে) আসবো। বাবা এসে আমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তৈরী করেন, আবার আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবো। ব্রাহ্মণ হয়ে কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত করে আবার ফিরে যাবো। তোমরা বাবাকেও জানো। ডিগবাজি বা ৮৪ জন্মের চক্রকেও তোমরা জানো। ডিগবাজির উদাহরণ দিয়ে তোমাদের খুব ইজি করে বোঝানো হয়। বাবা তোমাদেরকে খুব হাঙ্কা করে দেন, যাতে তোমরা নিজেকে বিন্দু মনে করো আর তাড়াতাড়ি নিজ নিকেতনের দিকে ছুটে যেতে পারো। স্টুডেন্ট ক্লাসে বসে থাকে তো বুদ্ধিতে স্টাডিই স্মরণে থাকে। তোমাদেরও এই পড়াশুনা স্মরণে থাকা উচিত। আমরা এখন সঙ্গমযুগে আছি, এরপর ওরকম ভাবে চক্রে আবর্তিত হবো। এই চক্র সর্বদা বুদ্ধিতে আবর্তিত হওয়া উচিত। এই চক্র ইত্যাদির নলেজ তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই আছে, নয়তো কি শূদ্রদের কাছে ! দেবতাদের মধ্যেও এই জ্ঞান নেই। এখন তোমরা বুঝতে পারো ভক্তি মার্গে যে যে চিত্র তৈরী হয়েছে সব হলো ডিফেক্টেড। তোমাদের কাছে অ্যাকুইরেট চিত্র আছে, কারণ তোমরা অ্যাকুইরেট তৈরী হচ্ছে। তোমরা এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো, তবেই বুঝতে পারছো ভক্তি কাকে বলা যায়, জ্ঞান কাকে বলা যায়? জ্ঞান প্রদানকারী জ্ঞানের সাগর বাবাকে এখন তোমরা পেয়েছো। স্কুলে পড়ার সময় স্টুডেন্টদের তাদের এইম অবজেক্ট তো জানা থাকে। ভক্তি মার্গে তো এম অবজেক্ট থাকে না। তোমাদের কি আর এটা জানা ছিলো যে আমরা উচ্চ দেবী-দেবতা ছিলাম আবার নীচে পড়ে গিয়েছি। এখন যখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, তখন জ্ঞাত হয়েছো। ব্রহ্মাকুমার - কুমারী অবশ্যই আমরা আগেও হয়েছিলাম। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো বিখ্যাত । প্রজাপিতা তো মানুষ, তাই না ! ওনার এতো বাচ্চা আছে যখন তো অবশ্যই তারা অ্যাডপ্টেড হবে। কতো কতো অ্যাডপ্টেড হয়েছে । আত্মার রূপে তোমরা সকলে তো হলে ভাই-ভাই। তোমাদের বুদ্ধি এখন বহু দূরে যায়। তোমরা জানো যেমন উপরে তারারা রয়েছে, দূর থেকে কতো ছোট দেখা যায়। তোমরাও হলে অনেক ছোট আত্মা। আত্মা কখনো ছোটো-বড় হয় না। হ্যাঁ, তোমাদের পদ-মর্যাদা অনেক উচ্চ। তাদেরও সূর্য দেবতা, চন্দ্রমা দেবতা বলে। সূর্য বাবা, চন্দ্রমা মা বলে। এছাড়া সব আত্মারা সকলে হলো নক্ষত্র-তারার। তাই আত্মারা সব একরকম, ছোট। এখানে এসে পার্টধারী হয়ে ওঠে। তোমরাই তো দেবতায় পরিণত হও।

আমরা অত্যন্ত পাওয়ারফুল তৈরী হচ্ছি। বাবাকে স্মরণ করার ফলে আমরা সতোপ্রধান দেবতা হয়ে যাবো। নম্বর

অনুযায়ী কিছু-কিছু তো পার্থক্য থাকেই। কোনো আত্মা পবিত্র হয়ে সত্বোপধান দেবতা হয়ে যায়, কোনো আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয় না। জ্ঞান তো এতটুকুও জানা নেই। বাবা বুঝিয়েছেন যে, বাবার পরিচয় অবশ্যই যেন সকলের পাওয়া উচিত। সর্বশেষে তো বাবাকে চিনবেই, তাই না ! বিনাশের সময় সকলে জানতে পারবে যে বাবা এসেছেন। এখনো কেউ-কেউ বলে ভগবান অবশ্যই কোথাও এসেছেন কিন্তু জানা যাচ্ছে না। মনে করে যে কোনো না কোনো রূপে এসে যাবেন। মনুষ্য মত যে অনেক তাই না ! তোমাদের হলো একই ঈশ্বরীয় মত। তোমরা ঈশ্বরীয় মতের দ্বারা কি হচ্ছে? এক হলো মনুষ্য মত, দ্বিতীয় হলো ঈশ্বরীয় মত আর তৃতীয় হলো দেবী মত। দেবতাদেরও মত কে দিয়েছেন? বাবা। বাবার শ্রীমং হলোই শ্রেষ্ঠ করে তোলা। শ্রী-শ্রী বাবাকেই বলবে, না কি মানুষকে ! শ্রী-শ্রী এসেই শ্রী করে তোলেন। দেবতাদের শ্রেষ্ঠ তৈরী করার জন্য একমাত্র বাবা আছেন, তাঁকেই শ্রী-শ্রী বলা হয়। বাবা বলেন, আমি তোমাদের ঐরকম যোগ্য করে তুলি। তারা তো আবার নিজেদের উপর শ্রী-শ্রীর টাইটেল রেখে দিয়েছে। তোমরা কনফারেন্সেও বোঝাতে পারো। বোঝানোর জন্য তোমরাই নিমিত্ত হয়েছো। শ্রী শ্রী তো হলেন একমাত্রই শিববাবা, যিনি ঐরকম শ্রী দেবতা তৈরী করেন। সেইসব লোক তো শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ণ করে টাইটেল নিয়ে আসে। তোমাদের তো শ্রী শ্রী বাবা-ই শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তৈরী করছেন। এটা হলোই তমোপ্রধান ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। ব্রষ্টাচার থেকে জন্ম নেয়। কোথায় বাবার টাইটেল, কোথায় এই পতিত মানুষ নিজেদের উপর রেখে থাকে। সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ মহান আত্মারা তো হল দেবী-দেবতারা ! সত্বোপধান দুনিয়াতে একজনও তমোপ্রধান মানুষ হতে পারে না। রজোতে রজো মানুষই থাকবে, না কি তমোগুণী। বর্ণের বিষয়েও তো বলা হয়, তাই না। তোমরা এখন বুঝতে পারো, পূর্বে তো আমরা কিছুই বুঝতাম না। বাবা এখন কতো বিচক্ষণ করে তুলছেন। তোমরা কতো ধনবান হচ্ছে। শিববাবার ভান্ডারা হলো ভরপুর। শিববাবার ধন-ভান্ডার কোনটি?(অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের) শিববাবার ভান্ডারা ভরপুর, তো কাল(মৃত্যু) কন্টক দূর। বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জ্ঞান রত্ন দিতে থাকেন। তিনি নিজেই হলেন সাগর। জ্ঞান রঞ্জের সাগর। বাচ্চাদের বুদ্ধি অসীম জগতের প্রতি হওয়া উচিত। কতো কোটি কোটি আত্মা নিজ নিজ শরীর রূপী আসনের উপর বিরাজমান। এটা হলো অসীম জগতের নাটক। আত্মা এই আসনের উপর বিরাজমান হয়ে থাকে। এই আসন (শরীর) একটা দ্বিতীয়টার সাথে মেলে না। সকলের আলাদা-আলাদা ফিচার্স হয়, একে বলা হয় নেচার। প্রত্যেকের কেমন অবিনাশী পার্ট। এতো ছোট আত্মায় ৮৪ জন্মের রেকর্ড ভরা থাকে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এর থেকে সূক্ষ্ম ওয়ান্ডার হতে পারে না। এতো ছোট আত্মাতে সমগ্র পার্ট ভরা আছে, যা কিনা এখানেই পার্ট প্লে করছে। সূক্ষ্মবতনে তো কেউ পার্ট প্লে করে না। বাবা কতো ভালো করে বোঝান। বাবার দ্বারা তোমরা সব কিছু জেনে যাও। এটাই হলো নলেজ। ঐরকম নয় যে, সকলের অন্তরকে জানার জন্য তিনি রয়েছেন। তিনি এই নলেজ জানেন, যে নলেজ তোমাদের মধ্যেও ইমার্জ (সুস্পষ্ট) হচ্ছে। যে নলেজের জন্যই তোমরা এতো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। এটাও মনে থাকে যে না ! বাবা হলেন বীজরূপ। তাঁর মধ্যে বৃক্ষের আদি, মধ্য, অন্তের নলেজ আছে। মানুষ তো লক্ষ বছর আয়ু দিয়ে দিয়েছে, তাই তাদের মধ্যে জ্ঞান আসতে পারে না। এখন তোমাদের সঙ্গমে এই সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবার দ্বারা তোমরা সমগ্র চক্রকে জেনে যাও। এর আগে তোমরা কিছুই জানতে না। তোমরা এখন সঙ্গমে আছে। এটা হলো তোমাদের শেষের জন্ম। পুরুষার্থ করতে করতে আবার তোমরা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। এখন হওনি। এখন তো ভালো-ভালো বাচ্চারাও ব্রাহ্মণ থেকে আবার শূদ্র হয়ে যায়। একে বলা হয় মায়ার কাছে হার মানা। বাবার কোল থেকে হার মেনে রাবণের কোলে চলে যায়। কোথায় বাবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার কোল, কোথায় ব্রষ্ট হওয়ার কোল। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। সেকেন্ডে পুরো দুর্দশা হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ভালো ভাবে জানে- কীভাবে দুর্দশা হয়ে যায়। আজ বাবার হলে, কাল আবার মায়ার খাবায় এসে রাবণের হয়ে যায়। আবার তোমরা বাঁচানোর চেষ্টা করলে কেউ-কেউ আবার বেঁচেও যায়। ডুবে যাচ্ছে দেখলে তোমরা বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকো। কতো টানা-পোড়েন হয়।

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। এখানে তোমরা স্থলে পড়ো, তাই না ! তোমাদের জানা আছে যে কীভাবে আমরা এই চক্র আবর্তিত করি। বাচ্চারা তোমাদের শ্রীমং প্রাপ্ত হতে থাকে এইরকম-এইরকম করো। ভগবানুবাচ তো অবশ্যই আছে। এ হলো ওঁনার শ্রীমত ! বাচ্চারা, আমি তোমাদের এখন শূদ্র থেকে দেবতা বানাতে এসেছি। এখন কলিযুগে হলো শূদ্র সম্প্রদায়। তোমরা জানো যে, কলিযুগ সম্পূর্ণ হচ্ছে। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে বসে আছে। এটা বাবার দ্বারা তোমাদের নলেজ প্রাপ্ত হয়। যা কিছু শাস্ত্র তৈরী হয়েছে তার সব কিছুতেই হলো মনুষ্য মত। ঈশ্বর তো শাস্ত্র তৈরী করেন না। এক গীতার উপরেই কতো নাম লিখে দিয়েছে। গান্ধী গীতা, টেগোর গীতা ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক নাম আছে। গীতাকে মানুষ কেন এতো পড়ে? বুঝতে তো কিছুই পারে না। কিছু অধ্যায় তুলে নিয়ে নিজের নিজের মতো অর্থ করতে থাকে। সেটাই তো সব মানুষদের তৈরী হয়ে গেল, তাই না ! তোমরা বলতে পারো মানুষের মতে তৈরী গীতা পড়ার ফলে আজ এই হাল হয়েছে। গীতাই তো প্রথম নব্বরের শাস্ত্র। সেটা হলো দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। এটা হলো তোমাদের ব্রাহ্মণ কুল। এটাও ব্রাহ্মণ ধর্ম যে না। কতো ধর্ম, যারা-যারা যে ধর্ম রচনা করেছে তার সেই নাম রেখে চলে। জৈনরা মহাবীর বলে। তোমরা

অর্থাৎ বাচ্চারা হলে মহাবীর-মহাবীরঙ্গনা। মন্দিরে (দিলওয়ারা মন্দির) তোমাদের স্মারক আছে। রাজযোগ যে। নীচে যোগ তপস্যায় বসে আছে, উপরে রাজস্বের চিত্র। রাজযোগের অ্যাকুউরেট মন্দির। আবার কারা- কারা কোন-কোন সব নাম রেখে দিয়েছে। স্মারক একদম অ্যাকুউরেট, বুদ্ধি সহযোগে কাজ করে ঠিক তৈরী করেছে, তবে যে যা নাম বলেছে সেই সব রেখে দিয়েছে। এটা মডেল রূপে তৈরী করেছে। স্বর্গ আর রাজযোগ সঙ্গমযুগের তৈরী। তোমরা আদি, মধ্য, অন্তকে জানো। আদিকেও তোমরা দেখেছো। আদি সঙ্গমযুগকে বলা বা সত্যযুগকে বলা। সঙ্গমযুগের সীন (দৃশ্য) নীচে দেখানো হয় আবার রাজস্ব উপরে দেখানো হয়েছে। সুতরাং সত্যযুগ হলো আদি আবার মধ্যতে হলো দ্বাপর। অন্তকে তোমরা দেখছই। এই সব শেষ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ স্মরণিক তৈরী হয়ে আছে। দেবী-দেবতারাই আবার বাম মার্গে যায়। তাদের দিয়েই বাম মার্গ শুরু হয়। স্মরণিক সম্পূর্ণ অ্যাকুউরেট (সঠিক)। স্মরণিক রূপে অনেক মন্দির তৈরী হয়েছে। এখানেই সব চিহ্ন আছে। মন্দিরও এখানেই তৈরী হয়। দেবী-দেবতা ভারতবাসীই, তারাই রাজস্ব করে গেছে। তারাই পরে আবার কতো কতো মন্দির বানায়। শিখ-রা, অনেকে একত্রিত হলে তারা নিজেদের জন্য মন্দির বানিয়ে ফেলবে। মিলিটারীর লোকেরাও নিজেদের মন্দির তৈরী করে। ভারতবাসী নিজেদের কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তৈরী করবে। হনুমান, গণেশের তৈরী করবে। এই সমগ্র সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, কীভাবে স্থাপনা, বিনাশ, প্রতিপালন হয়- এটা তোমরাই জানো। একে বলা হয় ব্রহ্মকারণা রাত। ব্রাহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাতই গাওয়া হয়, কারণ ব্রহ্মাই চক্রে (জন্ম-মরণের) আসে, এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ আবার দেবতা হবে। মুখ্য তো ব্রহ্মা হলেন যে না! ব্রহ্মাকে রাখবে না বিষ্ণুকে রাখবে! ব্রহ্মা হলেন রাতের আর বিষ্ণু হলেন দিনের। তিনিই রাত্রি থেকে আবার দিনে আসেন। দিন থেকে আবার ৮৪ জন্ম পরে রাতে আসেন। কতো সহজ বোঝানো। এটাও সম্পূর্ণ স্মরণ করতে পারো না। সম্পূর্ণ নিয়মে অধ্যয়ন না করলে নস্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে পদ প্রাপ্ত হয়। যতো স্মরণ করবে সতোপ্রধান হবে। সতোপ্রধান ভারতই তমোপ্রধান হবে। বাচ্চাদের মধ্যে কতো জ্ঞান আছে। এই নলেজ মন্বন করতে হয়। এই জ্ঞান হলোই নূতন দুনিয়ার জন্য, যা অসীম জগতের পিতা এসে দেন। সমস্ত মানুষ অসীমজগতের পিতাকে স্মরণ করে। ইংরেজ লোকেরাও বলে ওহ্ গড ফাদার লিট্রের, গাইড অর্থ তো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবা এসে দুঃখের দুনিয়া আইরন এজ্ থেকে বের করে গোল্ডেন এজে নিয়ে যান। অবশ্যই গোল্ডেন এজ পাস করে যায়, তাই তো স্মরণ করে যে না! বাচ্চারা, তোমাদের ভিতরে-ভিতরে অনেক খুশী থাকা উচিত আর দৈবী কর্মও করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার থেকে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের অক্ষয় ভান্ডার প্রাপ্ত হচ্ছে - তাকে মনে রেখে বুদ্ধিকে অসীম জগতে নিয়ে যেতে হবে। এই অসীম জগতের নাটকে আত্মারা কীভাবে নিজের-নিজের আসনে বিরাজমান- এমন প্রকৃতির বিস্ময়কে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে।

২) সর্বদা বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে, আমরা হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ, বাবার শ্রেষ্ঠ কোল আমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা রাবণের কোলে যেতে পারি না। আমাদের কর্তব্য হলো - যে ডুবে যাচ্ছে তাকেও বাঁচানো।

বরদানঃ:- ব্যর্থ সংকল্পরূপী পিলার গুলিকে আধার বানানোর পরিবর্তে সকল সম্বন্ধের অনুভবকে বৃদ্ধি করে সত্যিকারের স্নেহী ভব
মায়া দুর্বল সংকল্পগুলিকে মজবুত বানানোর জন্য অত্যন্ত রয়্যাল পিলার্স লাগায়, বার-বার এই সংকল্প দেয় যে এরকম তো হতেই থাকে, বড়-রাও এরকমই করে, এখনও তো সম্পূর্ণ হই নি, অবশ্যই কোনও না কোনও দুর্বলতা তো থাকবেই, এইসব ব্যর্থ সংকল্পরূপী পিলার্স দুর্বলতাকে আরও মজবুত করে দেয়। এখন এইরকম পিলার্সের আধার নেওয়ার পরিবর্তে সর্ব সম্বন্ধের অনুভবকে বৃদ্ধি করো। সাকার রূপে সাথের অনুভব করে সত্যিকারের স্নেহী হও।

স্লোগানঃ:- সন্তুষ্টতা হলো সবথেকে বড় গুণ, যারা সদা সন্তুষ্ট থাকে তারাই প্রভু-প্রিয়, লোক প্রিয় বা স্বয়ং প্রিয় হয়।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা রাজযোগের পাঠ পড়ছো রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য, এ হলো তোমাদের নুতন পড়াশুনা"

*প্রশ্নঃ - এই পড়াশুনায় কোনো কোনো বাচ্চা ফেল হয়ে যায় কেন?

*উত্তরঃ - কারণ এই পড়াশুনাতে মায়ার সাথে বক্সিং করতে হয়। মায়ার সাথে বক্সিং হলে বুদ্ধিতে ভীষণ আঘাত লাগে। আঘাত লাগলে বাচ্চারা বাবার কাছে আন্তরিক ভাবে সৎ থাকে না। যারা আন্তরিক ভাবে সৎ থাকে, তারা সর্বদাই সেফ থাকে।

ওম্ শান্তি । সকল বাচ্চারা তো অবশ্যই নিশ্চিত যে আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পরমাত্মা পিতা পড়াচ্ছেন। ৫ হাজার বছর পরে কেবল একবার অসীম জগতের পিতা আসেন এবং অসীম জগতের বাচ্চাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন। যদি নতুন কেউ এটা শোনে, তাহলে বুঝতে পারবে না। আত্মিক পিতা এবং আত্মিক সন্তান বলতে কি বোঝায় সেটাও বুঝবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। তিনি হলেন আমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু। বাচ্চারা, এটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ভাবেই তোমাদের মনে থাকে। এখানে বসে থাকার সময়ে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারো যে সকল আত্মার আত্মিক পিতা তো একজনই। যে ধর্মেরই হোক না কেন, সকল আত্মারা তো তাঁকেই স্মরণ করে। সকল মানুষই তাঁকে স্মরণ করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে আত্মা তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। এখন বাবা বলছেন - দেহের সকল ধর্মকে পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। তোমরা আত্মারা এখন এখানে নিজেদের পাঁট প্লে করছো। কেমন পাঁট প্লে করছো সেটাও বোঝানো হয়েছে। তবে বাচ্চারা তাদের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারেই বুঝতে পারে। তোমরা হলে রাজযোগী। আসলে সকল শিক্ষার্থীই যোগী। কারণ যিনি পড়ান, অর্থাৎ শিক্ষকের সাথে তো অবশ্যই যোগ রাখতে হয়। লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকে যে এই পড়াশুনার দ্বারা আমরা এইরকম হব। এটা তো এক ধরনের পড়াশুনা, এটাকে বলা হয় রাজাদের রাজা হওয়ার শিক্ষা। তাই এটা হল রাজযোগ অথবা রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য বাবার সাথে যোগ। কোনো মানুষ কখনোই এই রাজযোগ শেখাতে পারবে না। তোমাদেরকে কোনো মানুষ এটা শেখাচ্ছে না। তোমাদের মতো আত্মাদেরকে স্বয়ং পরমাত্মা শেখাচ্ছেন। তারপর তোমরা আবার অন্যদেরকে শেখাও যে তোমরাও নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। আমাদের সকলের আত্মিক পিতা এটা শেখাচ্ছেন। এটা স্মরণে না থাকলে বুদ্ধি ক্ষুরধার হয় না। তাই এই জ্ঞান অনেকের বুদ্ধিতেই ধারণ হয় না। তাই বাবা সর্বদাই বলেন - যোগযুক্ত হয়ে, স্মরণের যাত্রাতে থেকে বোঝাও। আমরা নিজ ভাইকে বোঝাচ্ছি - তোমরাও হলে আত্মা, তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু। এইভাবে আত্মাকেই দেখতে হবে। হয়তো এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন রয়েছে, কিন্তু এতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। আত্ম-অভিমानी না হওয়ার জন্য তোমাদের বাণীতে শক্তি থাকে না। কারণ বাবা যেভাবে বোঝান, সেইভাবে অন্য কেউ বোঝায় না। কেউ কেউ খুব ভালো বোঝায়। কে কাঁটা আর কে ফুল - সবই তো বোঝা যায়। স্কুলে বাচ্চারা ৫-৬টা শ্রেণী পড়ার পরে ট্রান্সফার হয়ে যায়। যখন ভালো ভালো বাচ্চারা ট্রান্সফার হয়ে যায়, তখন সেই অন্য শ্রেণীর টিচাররাও ঝট করে বুঝে যায় যে এই বাচ্চা খুব ভালো পুরুষার্থী। এ নিশ্চয়ই ভালো পড়াশুনা করেছে, তাই ভালো নম্বর পেয়েছে। টিচাররা তো অবশ্যই বুঝতে পারে, তাই না? ওগুলো সব লৌকিক পড়াশুনা। এখানে ঐরকম কোনো ব্যাপার নেই। এটা হলো পারলৌকিক পড়াশুনা। এখানে তো কেউ এইরকম বলবে না যে এই স্টুডেন্ট আগের ক্লাসে ভালো পড়াশুনা করে এসেছে বলে এখন ভালো ভাবে পড়ছে। না। হয়তো ওই পরীক্ষাতে পাশ করলে টিচার বোঝে যে এই স্টুডেন্ট খুব পড়াশুনা করেছে তাই ভালো নম্বর পেয়েছে। কিন্তু এখানে তো সম্পূর্ণ নুতন পাঠ। আগে থেকে কেউ এটা পড়েনি। শিক্ষাও নতুন এবং শিক্ষকও নতুন। সবকিছুই নতুন। নুতনদেরকেই শেখানো হয়। যে ভালো ভাবে পড়াশুনা করে, তাকে বলা হয় ভালো পুরুষার্থী। এটা হলো নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান। অন্য কেউ এই শিক্ষা দিতে পারবে না। যে যত মনোযোগ দেয়, সে তত ভালো নম্বর পায়। কেউ কেউ তো খুব মিষ্টি এবং বাধ্য হয়। দেখলেই বোঝা যায় যে এই বাচ্চা খুব ভালো ক্লাস করায়, এর মধ্যে কোনো খারাপ গুণ নেই। আচরন কিংবা কথাবার্তার কায়দা দেখেই বোঝা যায়। বাবা সবাইকে জিজ্ঞাসাও করেন যে এই বাচ্চা কেমন ক্লাস করায়, এর মধ্যে কোনো দুর্বলতা রয়েছে কি না। অনেকেই বলে যে আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কখনো বাবাকে কোনো খবর দেবে না। কেউ কেউ ভালো ক্লাস করায়, আবার কেউ কেউ অতটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবান হয় না। মায়ার সাথে খুব যুদ্ধ হয়। বাবাও জানেন যে মায়া এদেরকে অনেক ধোঁকা দেয়। হয়তো কেউ ১০ বছর ধরে ক্লাস করাচ্ছে, কিন্তু মায়া এতটাই শক্তিশালী যে তারপরেও দেহ-অহংকার এসে যায় এবং বশীভূত হয়ে যায়। বাবা বোঝাচ্ছেন - যারা পালোয়ান বাচ্চা, তাদের ওপরে অনেক মায়াবী আঘাত আসে। মায়াও বলবান হয়ে বলবানের সাথে

লড়াই করে।

তোমরা নিশ্চয়ই বোঝো যে বাবা যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তিনি হলেন প্রথম স্থানাধিকারী। তারপরে ক্রমানুসারে অনেকেই রয়েছে। বাবা হয়তো এক-দুইজনের উদাহরণ দেন। ক্রমানুসারে তো অনেকেই রয়েছে। যেমন দিল্লির গীতা খুবই হুঁশিয়ার এবং মিষ্টি সন্তান। বাবা সর্বদাই বলেন যে গীতা হল সত্যিকারের গীতা। মানুষ তো ওই গীতা পাঠ করে কিন্তু ওরা বোঝে না যে ভগবান কিভাবে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানিয়েছিলেন। যখন সত্যযুগ ছিল তখন একটাই ধর্ম ছিল। গতকালের কথা। বাবা বলেন, কালকেই তোমাদেরকে এত ধনী বানিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমরা কত পদমাপদম ভাগ্যবান ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা কেমন হয়ে গেছে। তোমরা নিজেরাও নিশ্চয়ই ফিল করছো। যারা ওই গীতা পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে কি কিছু ফিলিং আসে? কিছুই বোঝে না। সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ ভগবৎ গীতার-ই মহিমা রয়েছে। ওরা তো কেবল বসে বসে গীতা পাঠ করে শোনায়। বাবা কোনো বই পড়েন না। তাই পার্থক্য তো অবশ্যই রয়েছে। ওরা কোনো স্মরণের যাত্রা করে না। ওদের তো ক্রমশঃ অধঃপতন হয়। সর্বব্যাপীর জ্ঞানের দ্বারা সবকিছু কেমন হয়ে গেছে দেখো। তোমরা জানো যে প্রত্যেক কল্পেই এইরকম হবে। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে এই বিষয় সাগর পার করে দিই। কত পার্থক্য। শাস্ত্র অধ্যয়ণ করা তো ভক্তিমার্গের বিষয়। বাবা বলছেন, এইগুলো পড়লে কেউ আমার সাথে মিলিত হতে পারে না। দুনিয়ার মানুষ মনে করে - যে পথেই যাও না কেন সবাই শেষে একই স্থানে পৌঁছাবে। আবার কখনো বলে যে ভগবান কোনো না কোনো রূপ ধারণ করে এসে শিক্ষা দেবেন। যদি সেই বাবাকেই এসে শিক্ষা দিতে হবে, তাহলে তোমরা কি পড়াচ্ছে? বাবা বোঝাচ্ছেন - আটার মধ্যে নুন সমান গীতাতেও অতি সামান্যই রাইট কথা লেখা রয়েছে এবং ঐগুলোকেই তোমরা ব্যবহার করতে পারো। সত্যযুগে কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি থাকবে না। এগুলো সব ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। এইরকম বলা যাবে না যে এগুলো সব অনাদি, শুরু থেকেই প্রচলিত রয়েছে। অনাদি কথাটার অর্থই বোঝে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, এই ড্রামাটা হলো অনাদি। বাবা তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন - এখন তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি, কিন্তু তারপর আবার গুপ্ত হয়ে যাবো। তোমরা বলতে পারো যে আমাদের রাজত্ব অনাদি। রাজ্য তো সেটাই রয়েছে কেবল পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়ে গেছে বলে নামটা পাল্টে গেছে। দেবতার পরিবর্তে হিন্দু বলে। কিন্তু বাস্তবে তো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মেরই, তাই না? অন্যরাও যেমন সত্যপ্রধান থেকে সত্যঃ, রজঃ এবং তমঃ অবস্থায় আসে, সেইভাবে তোমরাও নীচে নামো। রজো অবস্থায় আসলে অপবিত্র হয়ে যাও বলে দেবতার পরিবর্তে হিন্দু বোলো। হিন্দু নামটা তো হিন্দুস্থান থেকে এসেছে। তোমরা তো আসলে দেবী-দেবতা ছিলে। দেবতারা তো সর্বদাই পবিত্র থাকে। এখন তো মানুষ পতিত হয়ে গেছে। তাই হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে হিন্দু ধর্ম কে কবে স্থাপন করেছিল তবে বলতে পারবে না। আগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, ওটাকেই প্যারাডাইস ইত্যাদি অনেক ভালো ভালো নাম দিয়েছে। যেটা পূর্বে হয়েছে, সেটা পুনরায় হবে। এখন তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু জানো। এইভাবে জানতে থাকলেই বেঁচে থাকবে। কেউ কেউ মরে যায়। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর মায়ার সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধ হওয়ার ফলে অনেক ট্রেটার (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়। রাবণের ছিল, তারপর রামের হলো। কিন্তু রাবণ পুনরায় রামের সন্তানকে পরাজিত করে নিজের দিকে নিয়ে চলে যায়। কারোর আবার ব্যাধি হয়ে যায়। তখন সে ওদিকেও থাকে না আর এদিকেও থাকে না। না থাকে সুখ আর না থাকে দুঃখ। মধ্যখানে আটকে থাকে। তোমাদের মধ্যে এইরকম অনেকেই রয়েছে যারা মধ্যখানে আটকে আছে। পুরোপুরি বাবার হয়না, আবার পুরোপুরি রাবণেরও হয়না।

তোমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছে। উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। এই বিষয়গুলো ভালো করে বুঝতে হবে। বাবা যখন জিজ্ঞাসা করে তখন তো খুব ভালোই হাত তোলে। কিন্তু বুঝতে পারা যায় যে অতটা বুদ্ধি নেই। যদিও বাবা বলেন যে সর্বদা উত্তম কথা বোলো। তাই সকলেই বলে যে আমি নর থেকে নারায়ণ হবো। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথাই প্রচলিত রয়েছে। যখন জ্ঞান ছিল না তখন সত্য নারায়ণের কথা শুনতে। ওখানে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারে না। এখানে তো বাবা নিজেই জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা কি মনে করো যে তোমাদের অতটা সাহস রয়েছে? তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যখন কেউ আসে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই জন্মে কোনো পাপ কর্ম করেছে কি না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো পাপী হয়েই রয়েছে। যদি এই জন্মের পাপ গুলো বলে দাও তবে হাল্কা হয়ে যাবে। নাহলে অন্তরে বিবেক দংশন হবে। সত্য কথা বলে দিলে হাল্কা হয়ে যাবে। কোনো কোনো বাচ্চা সত্য কথা বলে না বলে মায়া খুব জোরে ঘুমি মেরে দেয়। তোমাদের সাথে বিশাল বড় বক্সিং চলছে। ওই বক্সিং-এ তো শরীরে আঘাত লাগে, কিন্তু এই বক্সিং-এ বুদ্ধিতে খুব গভীর আঘাত লাগে। বাবাও এটা জানেন। ব্রহ্মাবাবা বলছেন - আমি এখন অনেক জন্মের অন্তিমে রয়েছি। সবথেকে পবিত্র ছিলাম কিন্তু এখন সবথেকে পতিত হয়ে গেছি। এরপর আবার পবিত্র হয়ে যাব। আমি কখনোই বলি না যে আমি কোনো মহাত্মা। বাবাও বলেন যে এখন এ সবথেকে পতিত হয়ে গেছে। বাবা বলেন, আমি

পরের দেশে, পরের শরীরে আসি। যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে, আমি তার মধ্যে অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে প্রবেশ করি। এও এখন পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে। খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়। বাবা তো সবই জানেন। বাবার এই সন্তান তো বাবার অতি নিকটেই থাকে। কখনোই বাবার থেকে আলাদা হয় না। কখনো বাবাকে ছেড়ে যাওয়ার সংকল্পও আসে না। একদম আমার পাশেই বসে আছেন। ইনি তো আমারই পিতা। আমার ঘরেই বসে আছেন। বাবা তো জানতে পারেন এবং শিববাবার সাথে হাসি মজাও করেন - বাবা আজকে আমাকে স্নান করিয়ে দাও, খাইয়ে দাও। আমি ছোট বাচ্চার মতো অনেক রকম ভাবে বাবাকে স্মরণ করি। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও এইরকম ভাবেই স্মরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। বাবা, তুমি কতই না মিষ্টি। আমাদেরকে একেবারে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দাও। এইসব বিষয় তো কারোর চিন্তাতেই আসবে না। বাবা সবাইকে সতেজ করে দেন। সকলেই পুরুষার্থ করছে। কিন্তু তার সাথে আচরণও সেইরকম হওয়া উচিত। কোনো ভুল হয়ে গেলে বাবাকে পত্র লেখা উচিত - বাবা, আমার দ্বারা এইরকম ভুল হয়ে যায়। কেউ কেউ পত্র লেখে - বাবা, আমি এইরকম ভুল করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিও। কিন্তু আমার সন্তান হওয়ার পরে কোনো ভুল করলে সেটা একশো গুন বৃদ্ধি পেয়ে যায়। মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে গেলে যেই কে সেই হয়ে যায়। অনেকেই পরাজিত হয়ে যায়। এটা বিশাল বড় বক্সিং। রাম এবং রাবণের যুদ্ধ। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে বাঁদর সেনা ব্যবহার করেছে। বাবা বলেন - এইসব বাচ্চাদের খেলা তো পূর্ব-নির্মিত। ছোট শিশু যেমন অবোধ হয়, সেইরকম। বাবা বলেন - এইগুলো এদের তুচ্ছ বুদ্ধির পরিণাম। প্রত্যেকেই ঈশ্বরের রূপ বলে দেয়। তাহলে তো প্রত্যেকেই ঈশ্বর হয়ে গিয়ে স্থাপন, পালন, বিনাশ করবে। কিন্তু ঈশ্বর কি কখনো কারোর বিনাশ করতে পারে? এরা ঘোর অজ্ঞানতার মধ্যে রয়েছে। তাই পুতুল পূজা বলা হয়। বড়ই ওয়াল্ডার! মানুষের বুদ্ধি কেমন হয়ে যায়। কত খরচ করে। বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে এত শ্রেষ্ঠ বানিয়ে ছিলাম, আর তোমরা কি করেছ! তোমরাও জানো যে আমরাই দেবতা ছিলাম, আমরাই চক্র ঘুরিয়ে এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি। এরপর আমরা আবার দেবতা হব। এটা তো ভালো ভাবে বুঝেছ, তাই না? যখন এখানে এসে বসো, তখন বুদ্ধিতে এইসব জ্ঞান থাকা উচিত। বাবাও তো নলেজফুল। হয়তো শান্তিধামে থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে নলেজফুল বলা হয়। তোমাদের মতো আত্মাদের মধ্যেও সমগ্র জ্ঞান থাকে। তাই অনেকে বলে এই জ্ঞানের দ্বারা আমার চোখ খুলে গেছে। বাবা তোমাদেরকে জ্ঞানচক্ষু দেন। আত্মারা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তিমের কথাগুলো জেনে গেছে। চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। ব্রাহ্মণরাই স্ব-দর্শন চক্র পায়। দেবতাদেরকে কেউ এইসব শেখাবে না। দেবতাদের এইসব শেখার দরকার-ই নেই। তোমাদেরকেই পড়তে হবে কারন তোমরাই দেবতা হবে। বাবা বসে থেকে এইসব নুতন নুতন কথা বোঝাচ্ছেন। এইসব নুতন পড়া পড়ে তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাও। ফার্স্ট সো লাস্ট, লাস্ট সো ফার্স্ট। এটা তো পড়াশুনা। এখন তোমরা বুঝেছ যে প্রত্যেক কল্পেই বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান। তারপর এই নলেজ আর থাকবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অত্যন্ত বাধ্য এবং মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে। দেহ-অহংকারের আসবে না। বাবার সন্তান হওয়ার পরে কোনো ভুল করা যাবে না। মায়ার সাথে এই বক্সিং-এ খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

২) নিজের বাণীতে শক্তি ভরার জন্য আত্ম-অভিমानी হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। যদি স্মরণে থাকে যে বাবা আমাদেরকে যেসব শিখিয়েছেন সেগুলোই আমি শোনাচ্ছি, তবে সেটাতে ধার ভরতে হবে।

বরদানঃ:- অবিনাশী নেশায় থেকে আত্মিক বার্তালাপের মজা আর পুলক অনুভবকারী ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা ভব তোমরা ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা-রা হলে দেবতাদের থেকেও উচ্চ, দেবত্ব জীবনে বাবার জ্ঞান ইমার্জ হবে না। পরমাত্মা মিলনের অনুভবও হবে না। এইজন্য এখন সদা এই নেশাই যেন থাকে যে আমরা হলাম দেবতাদের থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা। এই অবিনাশী নেশাই আত্মিক মজা আর আনন্দের অনুভব করায়। আর যদি সদা নেশা না থাকে তাহলে কখনও আনন্দে থাকবে, কখনও নিরাশ হয়ে থাকবে।

স্নোগানঃ:- নিজের সেবাকেও বাবার কাছে অর্পণ করে দাও, তখন বলা হবে সমর্পিত আত্মা।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদেরকে (অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদেরকে) ভক্তি তু আত্মা থেকে জ্ঞানী তু আত্মা বানাতে, পতিত থেকে পবিত্র বানাতে”

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানবান বাচ্চারা সদা কোন্ চিন্তনে থাকে?

*উত্তরঃ - আমি হলাম অবিনাশী আত্মা, এই শরীর হল বিনাশী। আমি ৮৪ টা শরীর ধারণ করে এসেছি। এখন এটা হল অন্তিম জন্ম। আত্মা কখনও ছোটো-বড় হয় না। শরীর তো ছোটো বড় হয়। এই চোখ তো শরীরের মধ্যে আছে কিন্তু এর দ্বারা দেখছি আমি আত্মা। বাবা আত্মাদেরকেই জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন। তবে যতক্ষণ আত্মা শরীরের আধার না নেয় ততক্ষণ পড়াতে পারেন না। এইরকম চিন্তন জ্ঞানবান বাচ্চারা সদা করে থাকে।

ওম্ শান্তি । এটা কে বললো? আত্মা। অবিনাশী আত্মা এই শরীরের দ্বারা বললো। শরীর আর আত্মার মধ্যে কত পার্থক্য আছে। ৫ ত্বয়ের তৈরী শরীরের এত বড় পুতুল তৈরী হয়ে যায়। যদিও ছোটোও হয়, তথাপি আত্মার থেকে তো অবশ্যই বড় হবে। শরীর তো প্রথমে একদম ছোটো পিণ্ড হয়, যখন একটু বড় হয় তখন তাতে আত্মা প্রবেশ করে। বড় হতে হতে আবার এত বড় হয়ে যায়। আত্মা তো হল চৈতন্য তাই না। যতক্ষণ আত্মা প্রবেশ না করে ততক্ষণ পুতুল কোনও কাজের থাকে না। কতো পার্থক্য আছে। আত্মাই কথা বলে, চলাফেরা করে। আত্মা হল একদম ছোটো বিন্দুর মতো। আত্মা কখনও ছোটো বড় হয় না। বিনাশ হয়ে যায় না। এই পরম আত্মা বাবা বুঝিয়েছেন যে আমি হলাম অবিনাশী আর এই শরীর হল বিনাশী। এই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে আমি পার্ট প্লে করি। এইসব কথা তোমরা এখন চিন্তনে নিয়ে আসো। আগে তো না আত্মাকে জানতে আর না পরমাত্মাকে জানতে, কেবল বলতে হয় তাই বলতে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। 'আত্মা'-ও বুঝতে পারতে, কিন্তু তারপর কেউ বললো যে তুমি হলে পরমাত্মা। এটা কে বলেছিল? এই ভক্তিমার্গের গুরুরা আর শাস্ত্রগুলি। সত্যযুগে তো কেউ বলবে না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা হলে আমার বাচ্চা। আত্মা হল ন্যাচারাল, শরীর হল আন ন্যাচারাল, মাটি দিয়ে তৈরী। যখন আত্মা থাকে তখন শরীর দ্বারা কথা বলতে বা চলাফেরা করতে পারে। বাচ্চারা এখন তোমরা জেনে গেছো যে বাবা এসে আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। নিরাকার শিববাবা এই সঙ্গমযুগেই এই শরীরের দ্বারা এসে শোনান। এই চোখ তো শরীরেই থাকে। এখন বাবা জ্ঞান চক্ষু প্রদান করেছেন। আত্মাতে জ্ঞান নেই তো অজ্ঞান চক্ষু বলা হবে। বাবা আসেন তাই আত্মার জ্ঞান চক্ষু প্রাপ্ত হয়। আত্মাই সবকিছু করে। আত্মা শরীর দ্বারা কর্ম করে। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে বাবা এই শরীর ধারণ করেছেন। নিজেরও পরিচয় দিয়েছেন। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্যও বলে দিয়েছেন। সমগ্র নাটকেরও নলেজ প্রদান করেছেন। আগে তোমরা কিছুই জানতে না। হ্যাঁ, নাটক অবশ্যই চলছে। সৃষ্টিচক্রের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, এটা কেউ জানেনা। রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান এখন তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে। বাদবাকী সবকিছুই তো হল ভক্তি। বাবা-ই এসে তোমাদেরকে জ্ঞানী তু আত্মা বানাচ্ছেন। আগে তোমরা ভক্তি তু আত্মা ছিলে। তোমরা আত্মারা ভক্তি করেছিলে। এখন তোমরা আত্মারা জ্ঞান শুনছো। ভক্তিকে বলা হয় অন্ধকার। এইরকম বলা হয় না যে ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রাপ্ত হয়। বাবা বুঝিয়েছেন ভক্তিরও পার্ট আছে, জ্ঞানেরও পার্ট আছে। তোমরা জানো যে আমরা ভক্তি করতাম, তখন কোনও সুখ ছিলো না। ভক্তি করার সময় ভক্তদের ভীরের ধাক্কা খেতে থাকতে। বাবাকে খুঁজতে। এখন বুঝে গেছো যে যজ্ঞ, তপ, দান, পূণ্য ইত্যাদি যাকিছু করেছিলে, খুঁজতে-খুঁজতে ধাক্কা খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে যেতে। তমোপ্রধান হয়ে গিয়েছিলে কেননা নীচে নামতে হয়েছিল। নোংরা কাজ করে ছিঃ-ছিঃ হতে হয়। পতিতও হয়ে গিয়েছিলে। এমন নয় যে পবিত্র হওয়ার জন্য ভক্তি করতে। ভগবানের দ্বারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আমরা পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারবো না। এমন নয় যে পবিত্র না হলে ভগবানের সাথে মিলিত হতে পারবে না। ভগবানকেই তো বলতে যে - এসে পবিত্র বানাও। পতিতরাই ভগবানের সাথে মিলিত হয় পবিত্র হওয়ার জন্য। পবিত্র আত্মাদের সাথে তো ভগবান মিলিত হন না। সত্যযুগে খোড়াই এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সাথে ভগবান মিলিত হবেন। ভগবান এসে তোমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানান আর তখন তোমরা এই শরীর ছেড়ে দাও। পবিত্র আত্মা তো এই তমোপ্রধান পতিত সৃষ্টিতে থাকতে পারবে না। বাবা তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে গুপ্ত হয়ে যান, ড্রামাতে তার পার্টই হলো ওয়ান্ডারফুল। যেরকম আত্মা চোখে দেখা যায় না। যদিও সাক্ষাৎকার হয় তথাপি বুঝতে পারে না। বাদবাকী সব দেবী-দেবতাকে তো বুঝতে পারে যে ইনি অমুক, ইনি অমুক। স্মরণ করে। শুধু চায় যে চৈতন্যরূপে তাদের সাক্ষাৎকার হোক, আর তো ইচ্ছে নেই। আত্মা চৈতন্য রূপে দেখো, তারপর কি করো? সাক্ষাৎকার হয়ে গেলে

পুনরায় তো গুপ্ত হয়ে যায়। অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখের আশা পূর্ণ হয়ে যায়। তাকে বলা হয় অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ। সাক্ষাৎকারের চাহিদা ছিল, সেটা পূর্ণ হলো। ব্যস, এখানে তো মূল কথা হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। পবিত্র হলে তো দেবতা হয়ে যাবে অর্থাৎ স্বর্গে চলে যাবে।

শান্ত্রে তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। মনে করে কলিযুগে এখনও ৪০ হাজার বছর বাকী আছে। বাবা তো বোঝাচ্ছেন যে সমগ্র কল্পই হল ৫ হাজার বছরের। তো মানুষ অন্ধকারে আছে তাই না। তাকে বলা হয় ঘোর অন্ধকার। জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই। সেসবই হল ভক্তি। যবে থেকে রাবণ আসে তো ভক্তিও তার সাথে থাকে আর যখন বাবা আসেন তখন তাঁর সাথে জ্ঞান থাকে। বাবার থেকে একবারের জন্যই জ্ঞানের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বার বার প্রাপ্ত হয় না। সেখানে তো তোমরা কাউকে জ্ঞান দেবে না। দরকারই পরবে না। জ্ঞান তার প্রাপ্ত হয় যে অজ্ঞানে থাকে। বাবাকে কেউই জানে না। বাবাকে গালি দেওয়া ছাড়া কোনও কথাই বলে না। এটাও তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছো। তোমরা বলো যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন, তিনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আমাদের বাবা আর তারা বলে যে - না, পরমাত্মা নুড়ি-কাঁকড়ের মধ্যে আছে। তোমরা বাচ্চারা ভালোভাবে বুঝে গেছো - ভক্তি একদম আলাদা জিনিস, সেখানে একটুও জ্ঞান থাকে না। পুরো সময়টাই বদলে যায়। ভগবানেরও নাম বদলে যায় আবার মানুষেরও নাম বদলে যায়। প্রথমে বলা হত দেবতা তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। তারা হলেন দিব্যগুণ যুক্ত মানুষ আর এরা হল আসুরিক গুণযুক্ত মানুষ। একদমই ছিঃ-ছিঃ। গুরুনানকও বলেছিল অশুচি চোর... সাধারণ মানুষ যদি এরকম বলে তো তাকে তৎক্ষণাৎ বলবে যে তুমি এটা কিরকম গালি দিচ্ছ! কিন্তু বাবা বলেন যে এইসব হল আসুরিক সম্প্রদায়। তোমাদেরকে ক্রিয়ার করে বোঝাচ্ছেন। তারা হল রাবণ সম্প্রদায় আর তারা হল রাম সম্প্রদায়। গান্ধীজিও বলতেন যে আমাদের রামরাজ্য চাই। রামরাজ্যে সবাই নির্বিকারী ছিল, রাবণ রাজ্যে সবাই হল বিকারী। এর নামই হল বেশ্যালয়। রৌরব নরক তাই না। এইসময় মানুষ বিষয় বৈতরণী নদীতে পড়ে আছে। মানুষ, জানোয়ার ইত্যাদি সবাই হল এক সমান। মানুষের কোনও মহিমা নেই। বাচ্চারা তোমরা ৫ বিকারকে জয় করে মানুষ থেকে দেবতা পদ প্রাপ্ত করো, বাকী সবকিছু শেষ হয়ে যায়। দেবতার সত্যযুগে থাকে। এখন এই কলিযুগে অসুর আছে। অসুরদের লক্ষণ কি? ৫ বিকার। দেবতাদেরকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী আর অসুরদের বলা হয় সম্পূর্ণ বিকারী। তারা হলেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ আর এখানে হল নো (no) কলা। সকলের কলা কায়া শেষ হয়ে গেছে। এখন এই বাবা বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। বাবা আসেনই পুরানো আসুরিক দুনিয়াকে চেঙ্গ করতে। রাবণরাজ্য বেশ্যালয়কে শিবালয় বানাতে। তারা তো এখানেই নাম রেখে দিয়েছে ত্রিমূর্তি হাউস, ত্রিমূর্তি রোড... আগে থোড়াই এইসব নাম ছিল। এখন কি হওয়া উচিত? এই সমগ্র দুনিয়া কার? পরমাত্মার, তাই না। পরমাত্মার দুনিয়া অর্ধেক কল্প পবিত্র, অর্ধেক কল্প অপবিত্র থাকে। ক্রিয়েটর তো বাবাকেই বলা হয় তাই না। তো এই দুনিয়া হলো তাঁরই, তাই না। বাবা বোঝাচ্ছেন - আমিই হলাম মালিক। আমি হলাম বীজরূপ, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। আমার মধ্যে সমগ্র জ্ঞান আছে আর কারো মধ্যে নেই। তোমরা বুঝতে পারো এই সৃষ্টিচক্রের আদি মধ্য অন্তের নলেজ বাবার মধ্যেই আছে। বাদবাকী সব তো হল সাজানো গল্প। মুখ্য সাজানো কথাটি খুব খারাপ, যার জন্য বাবা অভিযোগ করেন। তোমরা আমাকে নুড়ি-কাঁকড় কুকুর বিড়াল সবকিছুতে ভেবে বসে আছো। তোমাদের কি দুর্দশা হয়ে গেছে!

নতুন দুনিয়ার মানুষ আর পুরানো দুনিয়ার মানুষের মধ্যে রাতদিনের পার্থক্য আছে। অর্ধেক কল্প থেকে অপবিত্র মানুষ পবিত্র দেবতাদের সামনে মাথা নত করতো। এটাও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে সর্বপ্রথম পূজা শুরু হয় শিববাবার। যে শিববাবাই তোমাদেরকে পূজারী থেকে পূজ্য বানাচ্ছেন। রাবণ তোমাদেরকে পূজ্য থেকে পূজারী বানায়। পুনরায় বাবা ড্রামা প্ল্যান অনুসারে তোমাদেরকে পূজ্য বানাচ্ছেন। রাবণ ইত্যাদি এইসব নাম তো আছে তাই না। যখন দশহরা মানায় তখন কতো মানুষকে বাইরে থেকে আহ্বান করে। কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। দেবতাদের কত নিন্দা করে। এইরকম কথা তো একদমই নেই। যেমন বলে যে ঈশ্বর হলেন নাম রূপ থেকে পৃথক অর্থাৎ নেই। এরা যা কিছু খেলা ইত্যাদি বানায় বাস্তবে এসব কিছুই নেই। এইসব হল মানুষের বুদ্ধি। মনুষ্যমতকে আসুরীক মত বলা হয়। যথা রাজা-রাণী তথা প্রজা। সবাই এইরকম হয়ে যায়। একে বলাই হয় ডেভিল ওয়ার্ল্ড। সবাই একে-অপরকে গালি দিতে থাকে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, যখন বসো, তখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা যখন অজ্ঞানী ছিলে তখন পরমাত্মাকে উপরে মনে করতে, এখন তো জেনে গেছো যে বাবা এখানে এসেছেন, তাই আর উপরের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করবে না। তোমরা বাবাকে এখানে আহ্বান করেছো, এই তনে। তোমরা যখন নিজের নিজের সেন্টারে বসো তখন মনে করবে শিববাবা মধুবনে এনার (ব্রহ্মাবাবার) তনে আছেন। ভক্তিমার্গে তো পরমাত্মাকে উপরে মনে করতে। হে ভগবান... এখন তোমরা বাবাকে কোথায় স্মরণ করছো? বসে কি স্মরণ করছো? তোমরা জানো ব্রহ্মা তনে আছেন তো অবশ্যই এখানে স্মরণ করতে হবে। উপরে তো নেই। এখানে এসেছেন - পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। বাবা

বলছেন তোমাদেরকে এত শ্রেষ্ঠ বানাতে আমি এখানে এসেছি। বাচ্চারা তোমরা এখানে স্মরণ করবে। ভক্তরা উপরের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করবে। তোমরা যদি বিদেশেও থাকো তথাপি বলবে ব্রহ্মা তনে শিববাবা আছেন। তন তো অবশ্যই চাই তাই না। যেখানেই তোমরা বসে থাকো, স্মরণ এখানেই করবে। ব্রহ্মার তনেই স্মরণ করতে হবে। কোনও বুদ্ধিহীন-ই হবে যে ব্রহ্মাকে মান্য করবে না। বাবা এরকম বলেন না যে ব্রহ্মাকে স্মরণ করো। ব্রহ্মা ছাড়া শিববাবা কিভাবে স্মরণে আসবে। বাবা বলছেন আমি এনার তনে আছি। এনার মধ্যে থাকা আমাকে স্মরণ করো এইজন্য তোমরা বাবা আর দাদা দুজনকে স্মরণ করো। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে, এনার নিজস্ব আত্মা আছে। শিববাবার তো নিজের শরীর নেই। বাবা বলছেন - আমি এই প্রকৃতির আধার নিই। বাবা বসে সমগ্র ব্রহ্মান্ড আর সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন, আর কেউ ব্রহ্মাণ্ডকে জানেই না। ব্রহ্ম, যেখানে আমি আর তোমরা থাকো, সুপ্রীম বাবা, ননসুপ্রীম আত্মাদের বাসস্থান ব্রহ্মলোক-ই হল শান্তিধাম। শান্তিধাম হলো খুব মিষ্টি নাম। এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। আমরা আসলে ব্রহ্ম মহাত্মের অধিবাসী, যাকে নির্বাণধাম, বাণপ্রস্থ বলা হয়ে থাকে। এসব কথা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, যখন ভক্তি থাকে তখন জ্ঞানের শব্দ থাকে না। একে বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, এই সময়েই চৈত্র হয়। পুরানো দুনিয়াতে অসুর থাকে, নতুন দুনিয়াতে দেবতারা থাকে, তো তাকে চৈত্র করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। সত্যযুগে তোমাদের কোনও জ্ঞান স্মরণে থাকবে না। এখন তোমরা কলিযুগে আছো, এখনও কিছু জানা নেই। যখন নতুন দুনিয়াতে থাকবে তখনও এই পুরানো দুনিয়ার কিছু মনে থাকবে না। এখন পুরানো দুনিয়াতে আছো তাই নতুন দুনিয়ার বিষয়ে জানা নেই। নতুন দুনিয়া কবে ছিল, জানো না। তারা তো লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। বাচ্চারা তোমরা জানো বাবা প্রত্যেক কল্পের সঙ্গম যুগেই আসেন, এসে এই ভ্যারাইটি ঝাড়ের রহস্য বোঝান আর এই চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয় সেটাও তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের ধান্দাই হল এটা অন্যদেরকে বোঝানো। এখন এক-একজনকে বোঝাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে এইজন্য এখন তোমরা অনেককে একসাথে বোঝাচ্ছে। অনেকেই বোঝে। এই মিষ্টি মিষ্টি কথা পুনরায় অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। তোমরা প্রদর্শনীতে বোঝাও তাইনা, এখন শিব জয়ন্তীতে আরও ভালোরীতিতে অনেককে আহ্বান করে বোঝাতে হবে। খেলার ডিউরেশন কত সময়। তোমরা তো অ্যাকুইরেট বলবে। এটা হল টপিক্স। আমিও এটা বোঝাবো। তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন তাই না - যার দ্বারা তোমরা দেবতা হয়ে যাও। যেরকম তোমরা এই জ্ঞান বুঝে দেবতা হচ্ছে সেইরকম অন্যদেরকেও বানাচ্ছে। বাবা আমাদেরকে এটা বুঝিয়েছেন। আমরা কারো নিন্দা ইত্যাদি করি না। আমরা বলি যে জ্ঞানকে সঙ্গতি মার্গ বলা হয়, পার করার জন্য এক সঙ্কল্পই আছেন। এইরকম এইরকম মুখ্য পয়েন্টস বের করে বোঝাও। এই সমস্ত জ্ঞান বাবা ব্যতীত কেউ শোনাতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। জ্ঞানবান হয়ে নিজেকে নিজেই চৈত্র করতে হবে। অল্পকালের সুখের পিছনে যাবে না।

২) বাবা আর দাদা দুজনকেই স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মা ব্যতীত শিববাবা স্মরণে আসতে পারবে না। ভক্তিতে উপরের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করেছে, এখন ব্রহ্মা তনে এসেছেন তাই দুজনকেই স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- প্রত্যেক কর্মে বিজয়ের অটল নিশ্চয় আর নেশায় থাকা অধিকারী আত্মা ভব
বিজয় হলো আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার - এই স্মৃতিতে সদা উড়তে থাকো। যা কিছু হয়ে যাক - এটা স্মৃতিতে নিয়ে আসো যে আমি সদা বিজয়ী। যা কিছু হয়ে যাক - এই নিশ্চয় যেন অটল থাকে। নেশার আধার হলোই নিশ্চয়। নিশ্চয় কম তো নেশাও কম, সেইজন্য বলা হয় নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী। নিশ্চয়ে 'কখনও-কখনও' হয়ো না। অবিনাশী বাবা আছেন তাই অবিনাশী প্রাপ্তির অধিকারী হও। প্রত্যেক কর্মে বিজয়ের নিশ্চয় আর নেশা থাকবে।

স্নোগান:- বাবার স্নেহের ছত্রছায়ায় নীচে থাকো তাহলে কোনও বিঘ্ন আসতে পারবে না।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন এবং সফলতার আধার - নিশ্চয়বুদ্ধি"

আজ শক্তিমান বাবা চতুর্দিকে তাঁর নিজের যোগ্য বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চা সমর্থ হয়ে বাবা সমান হওয়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থে নিয়োজিত রয়েছে। বাচ্চাদের এই নিষ্ঠা দেখে বাপদাদাও আনন্দিত হতে থাকেন। বাচ্চাদের এই দৃঢ় সংকল্প বাপদাদারও প্রিয় লাগে। বাপদাদা তো বাচ্চাদের এটাই বলে থাকেন যে, বাবার থেকেও তোমরা এগিয়ে যেতে পারো, কেননা, স্মারক রূপে বাবার পূজাও সিঙ্গেল হয়, তোমরা সব বাচ্চার পূজা হয় ডবল। বাপদাদার মাথার মুকুটও তোমরা। বাপদাদা বাচ্চাদের স্বপ্ন দেখে সদা এটাই বলেন, বাহ্ শ্রেষ্ঠ স্বপ্নাধারী, স্বরাজ্যধারী বাচ্চারা বাঃ! বাবার প্রত্যেক বাচ্চার বিশেষত্ব তাদের প্রত্যেকের মাথায় ঝলমলে প্রতীয়মান হয়। তোমরাও নিজেদের বিশেষত্ব জেনে, চিনে বিশ্ব সেবায় প্রয়োগ করে এগিয়ে চলো। চেক করো - আমি প্রভু-পছন্দ, পরিবার-পছন্দ কতটা হয়েছি! কারণ সঙ্গমযুগে বাবা ব্রাহ্মণ পরিবার রচনা করেন, সুতরাং প্রভু-পছন্দ এবং পরিবারের-পছন্দ দুইই আবশ্যিক।

আজ বাপদাদা সকল বাচ্চার ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন দেখছিলেন। ফাউন্ডেশন হলো নিশ্চয়বুদ্ধি। সেইজন্য যেখানে প্রতিটা সংকল্পে, প্রতিটা কার্যে নিশ্চয় আছে সেখানে বিজয় হয়েই আছে। সফলতা জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে আপনা থেকেই সহজভাবে প্রাপ্ত হয়েছে। জন্মসিদ্ধ অধিকারের জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে না। সফলতা ব্রাহ্মণ জীবনের গলার হার। ব্রাহ্মণ জীবন হয়ই সফলতা স্বরূপ। সফলতা হবে কি হবে না সেটা ব্রাহ্মণ জীবনের কোশ্চেনই নয়। নিশ্চয়বুদ্ধি সদা বাবার কন্সাইন্ড, সুতরাং যেখানে বাবা কন্সাইন্ড সেখানে সফলতা সদা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তো চেক করো - কতটা সফলতা স্বরূপ হয়েছে? যদি সফলতায় পার্সেন্টেজ থাকে তবে তার কারণ, নিশ্চয়ে পার্সেন্টেজ আছে। নিশ্চয় শুধু বাবাতে থাকে, সেটা তো খুব ভালো। কিন্তু নিশ্চয় হবে - বাবাতে নিশ্চয়, স্ব-এ নিশ্চয়, ড্রামাতে নিশ্চয় এবং সেইসঙ্গে পরিবারে নিশ্চয়। এই চার নিশ্চয়ের আধারে সফলতা সহজভাবে আপনা থেকেই হয়।

বাবাতে নিশ্চয় সব বাচ্চার রয়েছে, তবেই তো এখানে এসেছে। বাবারও তোমাদের সবার প্রতি নিশ্চয় আছে, তবে তিনি নিজের বানিয়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনে সম্পন্ন কিংবা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য স্ব-এর মধ্যেও নিশ্চয় আবশ্যিক। বাপদাদার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ স্বপ্নাধারী যেন সদা স্মৃতিতে থাকে যে, আমি পরমাত্মা দ্বারা স্বপ্নাধারী শ্রেষ্ঠ আত্মা। সাধারণ আত্মা নই, পরমাত্মা স্বপ্নাধারী আত্মা। তখন স্বপ্নাধারী প্রতিটা কর্মে তোমাদের সফলতা সহজেই প্রাপ্ত করাবে। সুতরাং স্ব-এর মধ্যে নিশ্চয়বুদ্ধির লক্ষণ হলো - সফলতা বা বিজয়। একইভাবে, বাবাতে তোমাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে, তার লক্ষণ হলো - "আমি নিরন্তর বাবার আর বাবা আমার।" এটা নিরন্তর বিজয়ের আধার। "আমার বাবা" শুধু বাবা নয়, আমার বাবা। 'আমার'- এর ভিত্তিতে তোমাদের অধিকার থাকে। তো যে আত্মা বলে আমার বাবা, তেমন নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মা সদা অধিকারী হয় - সফলতার, বিজয়ের। একইভাবে, ড্রামাতেও সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকতে হবে। সফলতা আর সমস্যা দু প্রকারের বিষয় ড্রামাতে আসে। কিন্তু সমস্যার সময় নিশ্চয়বুদ্ধির লক্ষণ হলো - সমাধান স্বরূপ। সমস্যাকে সেকেন্ডে সমাধান স্বরূপের দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া। সমস্যার কাজ হলো আসা, নিশ্চয়বুদ্ধির কাজ হলো সমাধান স্বরূপ দ্বারা সমস্যার পরিবর্তন করা। কেন?

তোমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা ব্রাহ্মণ জন্ম নিয়ে মায়াকে চ্যালেঞ্জ করেছে। করেছে তো না, নাকি ভুলে গেছে? চ্যালেঞ্জ করেছে যে আমি মায়াজিৎ হবো। সুতরাং সমস্যার স্বরূপ - মায়ার স্বরূপ। যখন চ্যালেঞ্জ করেছে তখন মায়া মোকাবিলা করবে তো না! সে বিভিন্ন রকমের সমস্যা রূপে তোমাদের চ্যালেঞ্জকে সম্পূর্ণ করার জন্য আসে। তোমাদের নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী স্বরূপ দ্বারা পার করতে হবে, কেন? নাথিং নিউ। কতবার বিজয়ী হয়েছে! হচ্ছ আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। এ' হলো ড্রামায় নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী। আরেক হলো - ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি নিশ্চয়, কেন? ব্রাহ্মণ পরিবারের অর্থই হলো সংগঠন। ছোট পরিবার নয়, ব্রহ্মা বাবার ব্রাহ্মণ পরিবার সর্ব পরিবারের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং বড়। তো পরিবারের মাঝে, পরিবারের সম্প্রীতি-শৈলীর দায়িত্ব পালনেও বিজয়ী। এরকম নয় যে, বাবা আমার, আমি বাবার, সবকিছু হয়ে গেছে, বাবার সঙ্গে কাজ, পরিবারের সঙ্গে কী কাজ! কিন্তু এটাও নিশ্চয়ের বিশেষত্ব। চার বিষয়েই নিশ্চয়, বিজয় আবশ্যিক। পরিবারও সবাইকে অনেক বিষয়ে পাকাপোক্ত বানায়। শুধু পরিবারের মধ্যে যেন এই স্মৃতি বজায় থাকে যে, সবাই নিজের নিজের নম্বরক্রম অনুসারে ধারণা স্বরূপ। ভ্যারাইটি রয়েছে। এর স্মারক ১০৮-এর মালা। ভাবো - কোথায় এক

নম্বর আর ১০৮তম নম্বর, কেন হয়েছে? সবাই এক নম্বর কেন হয়নি? ১৬ হাজার কেন হয়েছে? কারণ? ভ্যারাইটি সংস্কারকে বুঝে নলেজফুল হয়ে চলা, দায়িত্ব পালন করা - এটাই সাকসেসফুল স্টেজ। চলতে তো হবেই। পরিবার ছেড়ে কোথায় যাবে!

ডবল ফরেনার্স বিজয়ী তোমরা? হাত তো খুব ভালোই নাড়াচ্ছে। খুব ভালো। বাপদাদা খুশি হন। আচ্ছা - টিচার্স বিজয়ী তোমরা? নাকি অল্প অল্প ভাবনা হয় - কী করবো! এটা নয় তো! "কীভাবে"- এর পরিবর্তে 'এভাবে' শব্দ ইউজ করো, কীভাবে করবো এটা নয়, এভাবে করবো। ২১ জন্মের পরিবারের সঙ্গে কানেকশন রয়েছে। সেইজন্য যারা পরিবারের বিষয়ে পাশ, তারা সব কিছুতে পাশ।

সুতরাং চার ধরনের নিশ্চয় চেক করো, কেননা প্রভু-পছন্দের সাথে পরিবারের-পছন্দ হওয়াও অতি আবশ্যিক। এই চার নিশ্চয়ের পার্সেন্টেজ অনুসারে নম্বর পেতে হবে। এমন নয় আমি বাবার, বাবা আমার, ব্যস হয়ে গেল। এরকম নয়। 'আমার বাবা' তো খুব ভালোই বলো আর সদা এই নিশ্চয়ে তোমরাও অনড়, এর জন্য অভিনন্দন, কিন্তু আরও তিন রয়েছে। টিচার্স, চারটেই আবশ্যিক নাকি না? এমন নয় তো যে তিনটে আবশ্যিক আরেকটা দরকার নেই? যারা মনে করো চারটেই নিশ্চয় আবশ্যিক তারা এক হাত তোলো। সবার চারটে বিষয়ই পছন্দ? যাদের তিন বিষয় পছন্দ হয় তারা হাত তোলো। কেউ নেই। এই দায়িত্ব পূরণ করা কঠিন নয়? খুব ভালো। যদি হৃদয় থেকে হাত তুলেছো তো সবাই পাশ হয়ে গেছো। আচ্ছা।

দেখো, বিভিন্ন দেশের কোথা কোথা থেকে শাখা-প্রশাখাসমূহ এসে মধুবনে এক বৃক্ষ হয়ে যায়। মধুবনে মনে থাকে কি, আমি দিল্লির, আমি কর্নাটকের, আমি গুজরাটের...! সবাই মধুবন নিবাসী। সুতরাং এক বৃক্ষ হয়ে গেল তো না। এই সময় সবাই কী মনে করো, মধুবন নিবাসী, নাকি নিজের নিজের দেশের নিবাসী? সবাই তোমরা মধুবন নিবাসী? সবাই মধুবন নিবাসী, খুব ভালো। বাস্তবেও প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস তো মধুবনই। তোমাদের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস কোনটা? বম্বে (মুম্বই)? দিল্লি? পাঞ্জাব? মধুবন তোমাদের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস। তোমাদের যে সেবাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে সেটা তো সেবার জন্য। ওটা সেবাস্থান, মধুবন তোমাদের নিবাস-স্থান। শেষ পর্যন্ত তোমরা সবচাইতে সুরক্ষিত স্থান কোথায় পাবে? মধুবনেই পাবে। সেইজন্য বড়-বড়ো স্থান বানানো হচ্ছে, তাই না!

সবার লক্ষ্য বাবা সমান হওয়ার। তো সারাদিনে এই ড্রিল করো - মনের ড্রিল। শরীরের ড্রিল তো স্বাস্থ্যের জন্য করো, করতে থাকো কেননা, আজকাল ওষুধের থেকেও এক্সারসাইজ আবশ্যিক। টাইমলি সেটা তো করো আর খুব করো। সেবার টাইমে এক্সারসাইজ করতে থাকো না। এছাড়া, টাইমলি এক্সারসাইজ করা ভালো। কিন্তু সাথে সাথে মনের এক্সারসাইজ বারবার করো। তোমরা বাবা সমান হতে চাও, তো এক হলো - নিরাকার আর দ্বিতীয় হলো - অব্যক্ত ফরিস্তা। সুতরাং যখনই সময় পাবে সেকেন্ডে বাবা সমান নিরাকারী স্টেজে স্থিত হয়ে যাও, বাবা সমান যদি হতে হয় তবে নিরাকার স্থিতি হওয়াই বাবা সমান হওয়া। কার্য করাকালীন ফরিস্তা হয়ে কর্ম করো, ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট। কার্যের বোঝা থাকবে না। কার্যের ভার অব্যক্ত ফরিস্তা হতে দেবে না। সুতরাং মাঝে মাঝে নিরাকারী এবং ফরিস্তা স্বরূপের মনের এক্সারসাইজ করো, তবে পরিশ্রান্ত হবে না। ঠিক যেমন ব্রহ্মা বাবাকে সাকার রূপে দেখেছো - ডবল লাইট। সেবার ভারও নেই। অব্যক্ত ফরিস্তা রূপ। তাহলে সহজেই বাবা সমান হয়ে যাবে। আত্মা নিরাকার, আর আত্মা নিরাকার স্থিতিতে স্থিত থাকলে নিরাকার বাবার স্মরণ সহজভাবে সমান বানিয়ে দেবে। এই মুহূর্তে এক সেকেন্ডে নিরাকারী স্থিতিতে স্থিত হতে পারো তোমরা? হতে পারো? (বাপদাদা ড্রিল করালেন) এই অভ্যাস আর অ্যাটেনশন ঘুরতে ফিরতে, কর্ম করতে করতে মধ্যে মধ্যে করে যেতে হবে। সুতরাং এই প্র্যাক্টিস মন্সা সেবা করতেও সহযোগ দেবে এবং পাওয়ারফুল যোগের স্থিতিতেও অনেক সহায়তা পাওয়া যাবে। আচ্ছা -

ডবল ফরেনার্স এর সাথে - দেখো, ডবল ফরেনার্স-এর এই সিজনে কারণে অকারণে সব গ্রুপে চান্স প্রাপ্ত হয়েছে। তারা সব গ্রুপে আসতে পারে, তাদের ফ্রিডম আছে। তো এটা ভাগ্য তো না! ডবল ভাগ্য। তো এই গ্রুপেও বাপদাদা দেখছেন কিছু এসেছে প্রথম বার, কিছু এসেছে আগের বারেরও। সব ফরেনারের প্রতি বাপদাদার দৃষ্টি রয়েছে। তোমাদের যতটা ভালোবাসা বাবার প্রতি আছে, তোমাদের প্রতি বাবার ভালবাসা তার পদ্মগুণ আছে। ঠিক আছে তো না! পদ্মগুণ আছে? তোমাদের ভালোবাসাও হৃদয়ের ভালোবাসা, তবেই তো এখানে পৌঁছেছো। ডবল ফরেনার্স এই ব্রাহ্মণ পরিবারের শোভা। স্পেশাল শোভা। বাপদাদা দেখছেন সব দেশে স্মরণে বসে আছে, শুনছেও তো স্মরণেও বসে আছে। খুব ভালো।

টিচার্স : - টিচার্স এর দলও বড়। বাপদাদা টিচার্সকে একটি টাইটেল দেন। কোন টাইটেল দেন? (ফ্রেন্ডস) ফ্রেন্ডস তো সবাইই। ডবল ফরেনার্স তো প্রথম ফ্রেন্ডস। এদের ফ্রেন্ডের সম্বন্ধ ভালো লাগে। টিচার্স যারা যোগ্য, সবাইকে নয়, যোগ্য টিচার্সকে বাপদাদা বলেন - এরা গুরুভাই। বরিষ্ঠ বাচ্চারা যেমন বাবার সমান হয়ে যায়, তেমনই টিচার্সও গুরুভাই হয়, কেননা সদা বাবার সেবার নিমিত্ত হয়ে আছে, তারা বাবা সমান সেবাধারী। দেখো, টিচারদের বাবার সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, মুরলী শোনানোর জন্য। গুরুর আসন লাভ হয় তো না! সেইজন্য টিচার্স অর্থাৎ নিরন্তর সেবাধারী। এইরকমই তো না! আরাম পছন্দ নয়, তাই না! সেবাধারী। সেবা, সেবা আর সেবা। ঠিক আছে তো না! আচ্ছা।

সেবাতে দিল্লি, আগ্রার টার্ন : - আগ্রা হলো সাথী। দিল্লির দল তো অনেক বড়। আচ্ছা - স্থাপনের ফাউন্ডেশন হয়েছে, এ'তো খুব ভালো। এখন, বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর ফাউন্ডেশন কোথা থেকে হবে? দিল্লি থেকে নাকি মহারাষ্ট্র থেকে? কর্ণাটক থেকে, লন্ডন থেকে... কোথা থেকে হবে? দিল্লি থেকে হবে? করো নিরন্তর সেবা আর তপস্যা। সেবা আর তপস্যা দুইয়ের ব্যালেন্সের দ্বারা প্রত্যক্ষতা হবে। যেমন, সেবার জন্য ডায়লগ তৈরি করেছো না, ঠিক তেমনই দিল্লিতে তপস্যার বর্ণন করার ডায়লগ বানাও, তখন বলা হবে দিল্লি, দিল্লিই। দিল্লি বাবার দিল (মন) তো বটে, কিন্তু বাবার মনপছন্দ কার্য করেও দেখাও। পাল্‌ব করতে হবে তো না? তোমরা এটা করবে, অবশ্যই করবে। তপস্যা এমন করো যাতে সব পতঙ্গ বাবা, বাবা বলতে বলতে দিল্লির বিশেষ স্থানে পৌঁছে যায়। সমূহ পতঙ্গ যখন বাবা বাবা বলতে বলতে আসবে তখন তোমরা বলতে পারবে প্রত্যক্ষতা। সুতরাং এটা করতে হবে, আগামী বছরে এই ডায়লগ বানাও। এই রেজাল্ট তোমাদের জানাতে হবে যে, কত পতঙ্গ বাবা বাবা বলে স্বাহা হয়েছে! ঠিক আছে না? খুব ভালো, মাতারাও অনেক।

কুমার-কুমারীরা : - কুমার এবং কুমারীরা, অর্ধেক হল (hall) কুমার- কুমারীতে ভরে আছে। শাবাশ কুমার- কুমারীরা। কেবল কুমার-কুমারীরা জ্বালা রূপ হয়ে আত্মাদের পবিত্র বানায়। আজকের কুমার-কুমারীদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত, তারা কত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো তোমাদের সাথীদের সঠিক পথে নিয়োজিত করো। আচ্ছা, কুমার কুমারী যারাই এসেছো, তাদের মধ্যে থেকে সারা বছরে যারা আত্মাদের সেবায় নিজের সমান বানিয়েছো তারা বড় করে হাত তোলো। কুমারীরা নিজেদের সমান বানিয়েছো? ভালো প্ল্যান বানাচ্ছে। হোস্টেলের এরা হাত তুলেছে। এখন সেবার প্রমাণ নিয়ে আসেনি। সুতরাং কুমার-কুমারীদের সেবার প্রমাণ নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে!

দাদিজীর সাথে : - আপনার প্রতি সবার ভালোবাসা আছে, বাবারও আপনার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। (রতনমোহিনী দাদির সাথে) সহযোগী হওয়াতে অনেক কিছু সূক্ষ্ম রূপে প্রাপ্ত হয়। এইরকম হয় তো, তাই না! আদি রত্ন তুমি। আদি রত্ন, তুমি এখনও নিমিত্ত। আচ্ছা -

বরদান:- সব কিছু 'তোমার তোমার' করে আমিষ্ব বোধের লেশমাত্রও সমাপ্ত করে ডবল লাইট ভব
যে কোনো ধরনের আমিষ্ববোধ - আমার স্বভাব, আমার সংস্কার, আমার নেচার... কোনও কিছু যদি আমার থাকে তবে বোঝা হবে, যার বোঝা থাকবে সে উডতে পারবে না। এই আমার আমার-ই ময়লা বানায়, সেইজন্য এখন তোমার তোমার বলে স্বচ্ছ হও। ফরিস্তা মানেই আমার ভাবের অংশ মাত্রও নেই। সংকল্পেও যদি আমিষ্বভাবের বোধ আসে তবে বুঝতে হবে ময়লা হয়েছে। সুতরাং ময়লা ভাবের ভার সমাপ্ত করে ডবল লাইট হও।

স্লোগান:- বিশ্বের আলোক সে, যে বাপদাদাকে নিজের নয়নে সমাহিত করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid

1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের উপরে সম্পূর্ণ নজর রাখো, কোনোরকম বেকায়দা আচরণ করবে না (শ্রীমতের বিপরীত) ।
শ্রীমতের উলঙ্ঘন করলে পতন নিশ্চিত"

*প্রশ্নঃ - পদ্মপদমপতি হওয়ার জন্য কীরূপ সতর্কতার প্রয়োজন?

*উত্তরঃ - সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে - যেমন কর্ম আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যরাও করতে শুরু করবে। কোনো বিষয়েই যেন মিথ্যা অহংকার না আসে। মানসে - বচনে - কর্মে সতর্কতা অবলম্বন করো। এই চোখ যদি ধোঁকা না দেয়, তবে পদম গুণ জমা করতে পারবে। এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো আর বিকর্ম করা থেকে বেঁচে যাও।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝিয়েছেন - এখানে বাচ্চারা তোমাদের এই ভাবনা নিয়ে অবশ্যই বসতে হয় যে, ইনি যেমন বাবা, তেমনই তিনি টিচারও আবার সঙ্করও। আর এটাও অনুভব করো যে - বাবাকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে, পরমধামে গিয়ে উপস্থিত হবো। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, পরমধাম থেকেই তোমরা নীচে নামো। তার নামই হল পবিত্র ধাম। সতোপ্রধান থেকে তারপর সতঃ, তমঃ, রজঃ... । এখন তোমরা বুঝেছো যে, আমাদের পতন হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এখন বেশ্যালয়ে রয়েছো। যদিও তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছো, কিন্তু জ্ঞান প্রাপ্ত করে তোমরা জেনেছো যে, আমরা দূরে সরে এসেছি, তবুও যদি আমরা শিববাবার স্মরণে থাকি, তবে শিবালয় দূরে নয়। শিববাবাকে স্মরণ না করলে শিবালয় অনেক দূরে। সাজা যদি খেতে হয়, তবে তো শিবালয় অনেক দূর হয়ে যাবে। অতএব বাবা বাচ্চাদেরকে বেশি কষ্ট ভোগ করতে দেন না। এক তো বলেন, মানসে - বাচা-তে - কর্মে পবিত্র হতে হবে। এই চোখও খুব ধোঁকা দিয়ে দেয়। এর থেকে অত্যন্ত সামলে চলতে হবে। বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, ধ্যান আর যোগ হল সম্পূর্ণ আলাদা। যোগ অর্থাৎ স্মরণ। চোখ খোলা রেখেও তোমরা স্মরণ করতে পারো। ধ্যানকে যোগ বলা যাবে না। ভোগ নিয়েও যদি যাও, সে-ও ডাইরেকশান অনুসারেই যেতে হবে। এতে মায়ারও খুব প্রবেশ ঘটে। মায়া এমনই যে একেবারে ব্যাতিব্যস্ত করে ছাড়ে। যেমন বাবা বলবান, তেমনি মায়ারও কম বলবান নয়। এতই বলবান যে, সমগ্র দুনিয়াটাকেই বেশ্যালয়ে ঠেলে দিয়েছে। সেইজন্য এতে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। বাবাকে যথাযথ ভাবে নিয়মিত ভাবে স্মরণ করতে হবে। বেকায়দায় কোনো কাজ করলে একেবারে নীচে ফেলে দেবে। ধ্যান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার ইত্যাদির কোনো ইচ্ছা রাখা উচিত নয়। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা.... বাবা তোমাদের সকল ইচ্ছা চাইবার পূর্বেই পূর্ণ করে দেন, যদি তোমরা বাবার আশ্রয় অনুসারে চলো। আর যদি বাবার আশ্রয় না মেনে উল্টো পথে চলো, তবে দেখা যাবে স্বর্গের পরিবর্তে নরকেই এসে পড়বে। কথায়ও আছে, "গজকে কুমীর গিলে ফেলেছিল" (কিন্তু গজ পরমাত্মাকে শেষ মুহূর্তে কায়মনোবাক্যে স্মরণ করায় বেঁচে যায়) । অনেক আত্মাকে জ্ঞান শুনিয়েছে, ভোগ নিবেদন করেছে, তারা এখন কোথায় ! কারণ যথাযথ নিয়ম অনুসারে না চলার কারণে মায়ার কবলে পড়ে যায়। দেবতা হতে গিয়েও দানব হয়ে যায়। বাবা জানেন যে, ভালো ভালো পুরুষাখী, যাদের মধ্যে দেবতা হওয়ার সম্পূর্ণ গুণ ছিল, তারা এখন অসুর হয়ে অসুরদের সাথেই থাকে। ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়। বাবার হওয়ার পরে আবার মায়ার হয়ে যায়, তাদেরকে ট্রেটর বলা হয়। নিজের প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। শ্রীমতের উলঙ্ঘন করলেই পতন। বুঝতেও পারবে না। বাবা তো বাচ্চাদেরকে সাবধান করতে থাকেন যে, এমন আচরণ কোরো না যে রসাতলে পৌঁছে যাও।

গতকালও বাবা বুঝিয়েছেন - অনেক গোপ (ভাই) নিজেরাই কমিটি ইত্যাদি গঠন করে, বা যা কিছুই করুক, শ্রীমৎ অনুসরণ করে করে না, ফলে সেটা ডিস-সার্ভিস হয়ে যায়। শ্রীমৎ অনুসারে না করলে পতন হতেই থাকবে। বাবা প্রথমে কমিটি গঠন করেছিলেন, তা ছিল মাতা-দের নিয়ে। কেননা কলস তো মাতাদেরই প্রাপ্ত হয়। "বন্দে মাতরম্" বলা হয় না ! যদি গোপেরা (কেবল ভাইরা) কমিটি গঠন করে, তবে বন্দে গোপ তো বলা হবে না। শ্রীমৎ অনুসারে না থাকলে মায়ার জেলে ফেঁসে যাবে। বাবা মাতাদের নিয়ে কমিটি বানিয়েছিলেন, তাদেরকেই সব কিছু সঁপে দিয়েছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষরাই দেউলিয়া হয়, নারীরা নয়। তাই বাবাও কলস মাতাদের উপরেই রাখেন। এই জ্ঞান মার্গে মাতা-রা দেউলিয়া হতে পারে। পদ্মপদমপতি যারা হতে চায়, তারা মায়ার কাছে হেরে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। এই নারী - পুরুষ উভয়ই চাইলে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে আর হয়ও। কত কত মায়ার কাছে হেরে গিয়ে চলে গেছে, অর্থাৎ কিনা দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাবা বোঝান যে, ভারতবাসী তো একেবারেই দেউলিয়া হয়ে গেছে। মায়া যে কী সাংঘাতিক, মানুষ

বুঝতেও পারে না যে আমরা কোথায় ছিলাম, কোথা থেকে একদম নীচে এসে পড়েছি। এখানেও উর্ধ্ব যেতে যেতে শ্রীমতকে ভুলে নিজের মতে চলতে থাকে, তারপর দেউলিয়া হয়ে যায়। তারা তো দেউলিয়া হয়ে গিয়ে তারপর ৫-৭ বছর পর আবার উঠে দাঁড়ায়। এখানে তো ৮৪ জন্মের জন্য দেউলিয়া হয়ে যায়। উঁচু পদ লাভ করতে পারে না। দেউলিয়া হয়ে যেতে থাকে। বাবার কাছে ছবি থাকলে দেখাতে পারতেন। তোমরা বলবে, বাবা তো ঠিক বলছেন। ইনি কত বড় মহারথী ছিলেন, অনেক আত্মাকে উপরে উঠতে অনুপ্রাণিত করতেন, কিন্তু আজ তারা নেই। দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাবা পুনঃ পুনঃ বাচ্চাদেরকে সতর্ক করতে থাকেন। নিজেদের মত অনুযায়ী কমেটি ইত্যাদি বানানো, এতে কোনো লাভ নেই। নিজেরা মিলে পরনিন্দা পরচর্চা করা, এ এটা করতো, অমুকে ওটা করতো ইত্যাদি ইত্যাদি সারাদিন এই সবই করতে থাকে। বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ স্থাপন করলে তবেই সতোপ্রধান হতে পারবে। বাবার হলে তারপর যদি বাবার সাথে যোগ না থাকে, বারে বারে পতন হতে থাকবে। তারপর কানেকশনই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। লিঙ্ক যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তাতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। মায়া আমাদের কেন এত বিরক্ত করে! বারংবার চেষ্টা করে বাবার সাথে লিঙ্ক জোড়া উচিত। নইলে ব্যাটারী চার্জ হবে কীভাবে। বিকর্ম হলে ব্যাটারী ডিস্-চার্জড হয়ে যায়। যজ্ঞের প্রারম্ভিক কালে কত কত জন এসে বাবার হয়েছিল। ভাঙিতে এসেছিল, তারা আজ কোথায়। তাদের পতন ঘটেছে, কারণ পুরানো দুনিয়ার কথা মনে পড়ে গেছে। এখন বাবা তোমাদেরকে বলেন, আমি তোমাদের অসীমের বৈরাগ্য প্রদান করি, এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি হৃদয় দিও না। হৃদয় যদি দিতে হয় স্বর্গের প্রতি স্থাপন করো। যদি এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চাও, তবে তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সাথেই যেন থাকে। পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। সুখধাম আর শান্তিধামকে স্মরণ করো। যতটা সম্ভব উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। এটা তো একেবারেই সহজ। তোমরা এখানে এসেছোই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। সবাইকে বলতে হবে - এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। কেননা রিটার্ন জার্নি হয়ে থাকে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রিপোর্ট হওয়ার অর্থ হল নরক থেকে স্বর্গ, আবার স্বর্গ থেকে নরক। এই চক্র আবর্তিতই হতে থাকে।

বাবা বলছেন এখানে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসো। এ'কথা স্মরণ করে বসো যে, আমরা কতো বার এই চক্র পরিক্রমণ করেছি। এখন পুনরায় দেবতা হতে চলেছি। এই দুনিয়ার কেউই এই রহস্যটিকে বুঝতে পারে না। এই জ্ঞান দেবতাদেরও নেই। তারা তো হলই পবিত্র। তাদের মধ্যে তো জ্ঞানই নেই যে শঙ্খধ্বনি করবে। তারা হলেন পবিত্র, তাদের হাতে এই সব দেওয়ার প্রয়োজনই নেই। সিম্বল হাতে দেওয়ার প্রয়োজন তখনই পড়ে, যখন দুটোই (জ্ঞান ও যোগ) একসাথে থাকে। তোমাদের (ব্রাহ্মণদের হাতে) হাতেও সিম্বল দেওয়া হয় না, কারণ তোমরা আজ দেবতা হতে হতে কাল অসুর হয়ে যাও। বাবা দেবতা বানান আর মায়া অসুর বানিয়ে দেয়। বাবা যখন বোঝান, তখনই জানতে পারা যায় যে, সত্যি সত্যিই আমাদের অবস্থার পতন ঘটেছে। কত কত জন শিববাবার খাজানায় জমা করবার পরে, সেগুলো আবার ফেরত চেয়ে অসুর হয়ে যায়। এর পিছনে কারণই হল যোগ একেবারেই কম। যোগের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। আহ্বানও করে থাকে বাবাকে - বাবা এসো, আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাও, যাতে আমরা স্বর্গে যেতে পারি। স্মরণের যাত্রাই হল পবিত্র হয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য। যাদের মৃত্যু হয়, তাও তারা যেটুকু শুনেছে, তাতে শিবালয়ে অবশ্যই যাবে। তা পদ যেমনই পাক। এক বার স্মরণ করলে স্বর্গে অবশ্যই যাবে। উঁচু পদ হয়ত পাবে না। স্বর্গের নাম শুনে তো আনন্দ হওয়ার কথা। ফেল করে পাই পয়সার পদ পেলাম, এতে খুশি থাকা উচিত নয়। ফিলিংস তো আসবেই যতই হোক আমি চাকর। পরে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে কে কী হবে, আমাদের দ্বারা কী কী বিকর্ম হয়েছে, যার ফলে এমন পরিণতি হয়েছে। আমি তবে মহারানী কী হবো না! পদে পদে সাবধানে পা ফেললে তোমরা পদ্মপদমপতি হতে পারো। মন্দিরে দেবতাদের চরণের চিহ্ন রাখা হয়। একের সাথে অন্যের পদ মর্যাদার তফাৎ হয়ে যায়। বর্তমানে যারা ক্ষমতার গদিতে বসে, তাদের কতই না রাজকীয়তা, তাও কেবল অল্পকালের জন্য। চিরকালের জন্য রাজা তো হতে পারবে না! অতএব, বাবা এখন বলেন - তোমরা যদি লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চাও, তবে পুরুষার্থও তেমনই চাই। আমরা কতটা অন্যদের কল্যাণ করি? অন্তর্মুখী হয়ে কতটা সময় বাবার স্মরণে থাকি? এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের সুইট হোমে। আবার আসবো সুখধামে। এই সব জ্ঞানের মন্তন যেন ভিতরে চলতে থাকে। বাবার মধ্যে জ্ঞান ও যোগ দুই-ই রয়েছে। তোমাদের মধ্যেও তাই-ই থাকা উচিত। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের পড়ান, তাহলে জ্ঞানও হল আর স্মরণও হল। জ্ঞান আর যোগ একসাথে চলে। এমন নয় যে, যোগে বসলে, বাবাকে স্মরণ করছো অথচ নলেজ ভুলে গেছো। বাবা যোগ শেখান, তো নলেজ ভুলে যান নাকি? সমগ্র নলেজ ওঁনার মধ্যেই থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নলেজ থাকা উচিত। পঠন-পাঠন অবশ্যই করতে হবে। যেমন কর্ম আমি করবো, আমাকে দেখে অন্যরাও করবে। আমি মুরলী না পড়লে অন্যরাও পড়বে না। মিথ্যা অহংকার এসে গেলে মায়া সাথে সাথে আক্রমণ করে বসবে। কদমে কদমে বাবার শ্রীমং নিতে হবে। নচেৎ কিছু না কিছু বিকর্ম হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চাই ভুল করার পর বাবাকে বলে না, ফলে নিজেরই ক্ষতি করে বসে। গাফিলতি হলে মায়া

থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। ওয়ার্থ নট এ পেনি (অপদার্থ) বানিয়ে দেয়। অহংকারে এলে মায়া অনেক বিকর্ম করাতে থাকে। বাবা কী কখনো বলেছেন যে, এমন এমন কমিটি বানাও? কমিটিতে অবশ্যই দুই একজন সুবুদ্ধি সম্পন্ন কন্যাদের রাখতে হবে, যাদের মতানুসারেই অগ্রচালিত হতে হবে। কলস তো লক্ষ্মীর হাতেই রাখা হয়, তাই না ! গাওয়াও হয় - অমৃত পান করানো হচ্ছিল, কোথা থেকে আবার সেই যন্তু বিঘ্নও চলে আসতো। নানান ভাবে বিঘ্ন আসে। সারাদিন তারাই পরনিন্দা পরচর্চা করতে থাকে। এসব হলো অত্যন্ত খারাপ। যা কিছুই হবে, বাবাকে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে। সংশোধন করে দেওয়ার জন্য সেই একজনই রয়েছেন। তোমরা আইন নিজেদের হাতে তুলে নেবে না। তোমরা বাবার স্মরণে থাকো। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো, তবেই এমন হতে পারবে। মায়া বড়ই কড়া। কাউকেই ছাড়ে না। সব সময় বাবাকে সমাচার লেখা উচিত। বাবার কাছ থেকে সব সময় ডাইরেকশান নেওয়া উচিত। এমনিতে তো ডাইরেকশান তো তোমরা পেয়েই থাকো। তখন তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা তো নিজেই আমাকে এ বিষয়ে বুঝিয়ে দিলেন, বাবা তো অন্তর্যামী। বাবা কিছু বলেন না। বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের পড়াই। এতে অন্তর্যামী হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। তবে হ্যাঁ, এটা জানি যে, এরা সবাই হল আমার সন্তান। প্রত্যেকটি শরীরের ভিতরে আমার বাস্কারা রয়েছে। তবে এ'কথা কখনোই ঠিক নয় যে, বাবা সবার মধ্যে বিরাজমান। মানুষ তো উল্টোই বুঝে নেয়। বাবা বলেন, আমি জানি যে, সকলেই নিজ নিজ ব্রহ্মকুটি রূপী সিংহাসনে বিরাজমান। এটা তো একেবারেই সহজ ব্যাপার। সকল চৈতন্য আত্মারা নিজ নিজ (ব্রহ্মকুটি রূপী) সিংহাসনে বসে আছে। তা সত্ত্বেও বলে দেয় পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। এ হল এক বিরাট ভুল। সেই কারণেই ভারতের এতো পতন ঘটেছে। বাবা বলেন, তোমরা আমার অনেক গ্লানি করেছে। যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান, তাকেই তোমরা অপমান করেছ (গালি দিয়েছ)। সেই কারণেই বাবা বলেন - "যদা যদাহি..."। বাইরের লোকেরা এই সর্বব্যাপীর জ্ঞান ভারতবাসীর থেকেই শেখে। যেমন ভারতীয়রা তাদের থেকে কারিগরি বা শিল্প কৌশল শেখে, তারা আবার উল্টোটা শেখে। তোমাদের তো কেবল একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে। তোমরা হলে অন্ধের লাঠি। লাঠির সাহায্যে পথ দেখানো হয়, তাই না ! আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাস্কারদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাস্কারদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার আশ্রয় অনুসারে প্রতিটি কাজ করতে হবে। কখনোই যেন শ্রীমতের উলঙ্ঘন না হয়, তবেই সকল মনোকামনা প্রার্থনার পূর্বেই পূরণ হয়ে যাবে। ধ্যান বা সাক্ষাতের ইচ্ছা রাখবে না। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হতে হবে।

২) নিজেরা মিলে পরনিন্দা পরচর্চা করবে না। অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে যাচাই করতে হবে যে, আমি বাবার স্মরণে কতটা সময় থাকি? ভিতরে ভিতরে কী জ্ঞানের মন্ডন চলতে থাকে?

বরদান:- প্রত্যেক আত্মার সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে সবাইকে দান দিয়ে মহাদানী বরদানী ভব সারাদিনে যেসমস্ত আত্মা সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসে তাদেরকে কোনও না কোনও শক্তির, জ্ঞানের, গুণের দান করো। তোমাদের কাছে জ্ঞানের খাজানাও আছে, তো শক্তি আর গুণের খাজানাও আছে। তো কোনও দিন কাউকে কিছু দান না করে থাকবে না, তবেই বলা হবে মহাদানী। ২) দান শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ হলো সহযোগ দেওয়া। তো নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির বায়ুমন্ডল দ্বারা আর নিজের বৃত্তির ভায়ব্রেশন দ্বারা প্রত্যেক আত্মাকে সহযোগ দাও তখন বলা হবে বরদানী।

স্নোগান:- যারা বাপদাদা আর পরিবারের সন্নিহিত থাকে, তাদের চেহারা সন্তুষ্টতা, আশ্বিকতা আর প্রসন্নতার স্মিত হাসি লেগে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন বাচ্চারা, তোমাদের শৃঙ্গার (সুসজ্জিত) করতে, পবিত্রতার সাজ হলো সর্বোত্তম শৃঙ্গার"

*প্রশ্নঃ - যারা পুরো ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করবে, তাদের প্রধান লক্ষণ কি হবে?

*উত্তরঃ - ১) তারা বাবার সাথে সাথে টিচার এবং সঙ্গুরু - তিনজনকেই স্মরণ করবে। এমন নয় যে, বাবাকে স্মরণ করলে টিচারকে ভুলে যাবে। তিনজনকে স্মরণ করলেই কৃষ্ণপুরীতে যেতে পারবে, অর্থাৎ আদিকাল থেকে পার্ট প্লে করতে পারবে। ২) কোনো মায়াবী তুফান তাদেরকে কখনো হারাতে পারবে না।

ওম্ শান্তি । সবার আগে বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন - তোমরা এটা ভুলে যাও না তো যে, তোমরা বাবার সামনে, টিচারের সামনে এবং সদগুরুর সামনে বসে আছো? বাবা মনে করেন যে, সবাই এইরকম স্মৃতিতে বসে নেই। তবুও বাবার কর্তব্য হলো বোঝানো। এটাই হলো অর্থ সহ স্মরণ করা। আমাদের বাবা একদিকে যেমন অসীম জগতের পিতা, সেইরকম টিচারও। আবার সদগুরু রূপে বাচ্চাদেরকে সাথে করে নিয়েও যাবেন। বাবা বাচ্চাদেরকে সাজানোর জন্যই এসেছেন। পবিত্রতার সাজে সাজানোর জন্যই তিনি আসেন। অসীম ধন-সম্পত্তিও দেন। যেখানে তোমাদেরকে যেতে হবে, সেই নূতন দুনিয়ার জন্যই ধন-সম্পত্তি দেন। এইসব কথা বাচ্চাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা গাফিলতি করার জন্য ভুলে যায়। যতটা খুশি হওয়া উচিত, ততটা হয় না। এইরকম বাবা তো কখনোই পাওয়া যাবে না। তোমরা জানো যে আমরা তো অবশ্যই বাবার সন্তান। তিনি আবার আমাদেরকে শিক্ষাও দেন। তাই তিনি হলেন আমাদের টিচার। আমাদের এই পড়াশুনা নূতন দুনিয়া অর্থাৎ অমরপুরীর জন্য। এখন আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। এটা অবশ্যই বাচ্চাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে। যথাযথ ভাবে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে, এখন তোমরা কংসপুরী অর্থাৎ আসুরি দুনিয়াতে রয়েছ। ধরে নাও কারোর সাক্ষাৎকার হলো। কিন্তু সাক্ষাৎকার হলেই তো কেউ কৃষ্ণপুরী অর্থাৎ তার সাম্রাজ্যে যেতে পারবে না। বাবা, টিচার এবং গুরু তিনজনকে একসাথে স্মরণ করলেই যেতে পারবে। এইসব কথা তো আত্মাদেরকেই বলা হচ্ছে। আত্মারাই বলে - হ্যাঁ বাবা, তুমি তো ঠিকই বলছ। তুমি একদিকে যেমন পিতা, সেইরকম আবার শিক্ষক বা টিচার। সুপ্রিম আত্মাই শিক্ষা দেন। লৌকিক পড়াশুনাও তো আত্মাই শরীরের দ্বারা করে। কিন্তু ওই আত্মাও পতিত এবং শরীরটাও পতিত। দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে আমরা আসলে নরকবাসী। তোমরা এখন বুঝেছ যে আমরা তো এবার আমাদের স্বদেশে যাব। এটা তোমাদের স্বদেশ নয়। এটা তো রাবণের দেশ বা বিদেশ। তোমাদের স্বদেশ তো অসীম সুখ থাকে। কংগ্রেসীরা এইরকম মনে করে না যে, পরের রাজত্বে রয়েছে। আগে মুসলমানদের রাজত্বে ছিল, তারপর খ্রীষ্টানদের রাজত্বে ছিল। এখন তোমরা জানো যে আমরা নিজেদের রাজত্বে যাচ্ছি। আগে আমরা রাবণের রাজ্যকে নিজের রাজ্য ভাবতাম। আমরা যে আগে রাম রাজ্যে ছিলাম সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করার ফলে রাবণের রাজ্যে, দুঃখের দুনিয়ায় এসে গেছি। পরের রাজত্বে তো দুঃখই হয়। এইসব জ্ঞানের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে। বাবার কথা তো অবশ্যই মনে থাকবে। কিন্তু তিনজনকেই স্মরণ করতে হবে। এই জ্ঞান তো মানুষই বুঝতে পারবে। জন্তু-জানোয়ার তো পড়বে না। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে ওখানে কেউ ব্যারিস্টার হওয়ার পড়াশুনা করবে না। বাবা এখানেই তোমাদেরকে মালামাল করে দিচ্ছেন। কিন্তু সকলে তো রাজা হবে না। সব রকমের কাজই হবে কিন্তু ওখানে তোমাদের কাছে অসীম সম্পত্তি থাকবে। কারোর কোনো লোকসান হবে না। ওখানে কোনো ছিনতাই হয় না। নামটাই হলো স্বর্গ। বাচ্চারা, এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে আমরা স্বর্গে ছিলাম এবং তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচে নেমেছি। বাবা ওদেরকেই এইসব কাহিনী শোনান। বাবা এটাও বোঝাচ্ছেন যে যারা ৮৪ জন্ম নেয়নি তাদেরকে মায়া হারিয়ে দেবে। মায়াবী তুফান খুবই শক্তিশালী। অনেককেই মায়া হারানোর চেষ্টা করে। ভবিষ্যতে তোমরা এইরকম অনেক দেখবে, অনেক শুনবে। যদি বাবার কাছে সবার ছবি থাকত তবে তোমরা দেখে অবাক হয়ে যেতে যে অমুক বাচ্চা এতদিন ধরে বাবার জ্ঞানে চলার পরেও মায়া খেয়ে নিয়েছে। ওরা মরে গেছে, মায়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এখন কেউ দেহত্যাগ করলে এই দুনিয়াতেই আবার জন্ম নেয়। তোমরা শরীর ছাড়ার পড়ে বাবার সঙ্গে সসীম জগতের উর্ধ্বে যে আত্মাদের ঘর, সেখানে যাবে। ওখানে বাবা, মাম্মা এবং সকল বাচ্চারা থাকবে। পরিবার তো এইরকমই হয়। মূলবতনে তো বাবা এবং ভ্রাতৃস্বের সম্পর্ক। অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই। এখানে বাবা এবং ভাই-বোনের সম্পর্ক থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে চাচা, মাম্মা ইত্যাদি অনেক সম্বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গমযুগে তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হও। তাই তোমরা হলে ভাই-বোন। যখন শিববাবাকে স্মরণ করো, তখন তোমরা হলে ভাই-ভাই। এইসব বিষয়গুলো ভালো ভাবে মনে রাখতে হবে। অনেক বাচ্চাই ভুলে যায়। বাবা তো বোঝাচ্ছেন। বাবার কর্তব্য হলো বাচ্চাদেরকে মাথায় বসানো। সেইজন্যই তিনি নমস্কার করেন। সবকিছু অর্থ

সহ বোঝাচ্ছেন। ভক্তিমার্গের সাধু-সন্তরা তোমাদেরকে জীবনমুক্তির উপায় বলতে পারবে না। ওরা তো কেবল মুক্তিলাভের আশায় পুরুষার্থ করে। ওরা হলো নিবৃত্তি মার্গের পথিক। ওরা কিভাবে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাবে ? রাজযোগ কেবল প্রবৃত্তি মার্গের জন্যই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার চারটে হাত দেখানো হয়। এটা তো প্রবৃত্তি মার্গের-ই প্রতীক। এখানে বাবা এনাদেরকে দত্তক নিয়ে নাম রেখেছেন ব্রহ্মা এবং সরস্বতী। লক্ষ্য করো - ড্রামাতে কেমন সবকিছু পূর্ব-নির্ধারিত রয়েছে। বানপ্রস্থ অবস্থায় ৬০ বছর হয়ে গেলে মানুষ গুরু করে। এনার মধ্যেও ৬০ বছর বয়সে বাবা প্রবেশ করেছেন এবং বাবা, টিচার, গুরু হয়েছেন। আজকাল তো নিয়ম পাল্টে গেছে। ছোটো বাচ্চাদেরকেও গুরু করিয়ে দিচ্ছে। ইনি তো নিরাকার। ইনি হলেন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু। নিরাকার দুনিয়াকে আত্মাদের দুনিয়া বলা হয়। এমন নয় যে কোনো দুনিয়াই নেই। ওটাকে শান্তিধাম বলা হয়। ওখানে আত্মারা থাকে। যদি বলা হয় যে পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল কিছুই নেই তবে তাঁর সন্তানেরা এলো কোথা থেকে ? তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছ যে এই অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কীভাবে আবর্তিত হয়। হিস্ট্রি তো কোনো চৈতন্য ব্যক্তির হয়ে থাকে, আর জিওগ্রাফি হয় জড় বস্তু। তোমরা আত্মারা জানো যে, আমরা কতদিন রাজত্ব করি। পরে কাহিনীর আকারে সেই হিস্ট্রির বর্ণনা করা হয়। জিওগ্রাফি তো কোনো দেশের হয়। কোনো চৈতন্য ব্যক্তিই তো রাজত্ব করেছে। জড় বস্তু তো করেনি। অমুক ব্যক্তির রাজত্ব কতদিন ছিল, খ্রীস্টানরা ভারতে কতদিন রাজত্ব করেছিল... ইত্যাদি। কিন্তু এই অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো কেউই জানে না। বলে দেয় যে, কয়েক লক্ষ বছর আগে সত্যযুগ ছিল। ওখানে কে কত সময় ধরে রাজত্ব করেছিল সেইসব কেউই জানে না। এটাকেই হিস্ট্রি বলা হয়। আত্মা হল চৈতন্য আর শরীর হলো জড়। গোটাটাই জড় আর চৈতন্যের খেলা। মানুষ জন্মকেই সর্বোত্তম জন্ম বলা হয়। মানুষেরই জনগণনা করা হয়। জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা তো গোনাই সম্ভব নয়। গোটা খেলাটাই তোমাদেরকে কেন্দ্র করে। হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির কাহিনীও তোমরাই শোনো। এনার মধ্যে এসে বাবা তোমাদেরকে সকল বিষয় বুঝিয়ে দেন। এইসব হলো অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি। এইসব জ্ঞান ছিল না বলে তোমরা কতো নির্বোধ হয়ে গিয়েছিলে। মানুষ হয়ে যদি দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকেই জানলো না, তবে সেই মানুষ কোনো কাজের নয়। এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শুনছো। এটা খুবই সুন্দর বিষয়। কে পড়াচ্ছেন? বাবা। বাবা-ই তো সর্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করান। লক্ষ্মী-নারায়ণের এবং যারা ওদের সঙ্গে স্বর্গে থাকে তাদের পদ সর্বশ্রেষ্ঠ। ওখানে তো কেউ ওকালতি করবে না। ওখানে কেবল কিছু কৌশল শিখতে হবে। নাহলে ঘর-বাড়ি বানাবে কিভাবে। একে অপরকে কৌশল শেখাবে। নাহলে এত ঘর-বাড়ি কে বানাবে ? নিজে থেকে তো নিশ্চয়ই হবে না। বাচ্চারা, এইসব রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতেও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে রয়েছে। তোমরা জানো যে এই চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হয়। এত সময় ধরে আমরা রাজত্ব করি, তারপর রাবণের রাজত্ব আসি। দুনিয়ার মানুষ জানেই না যে, আমরা রাবণের রাজত্ব রয়েছে। কেবল আকুতি করে - বাবা, আমাকে রাবণের রাজত্ব থেকে উদ্ধার করো। কংগ্রেসীরা তো খ্রীস্টানদের রাজত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে। কিন্তু তারপরেও বলতে থাকে - হে গড ফাদার, আমাকে মুক্তি দাও। সেইসব কথা কি মনে পড়ে? কেউই জানে না যে, সবাই কেন এইরকম বলে। তোমরা এখন বুঝেছো যে, গোটা বিশ্বের ওপরেই রাবণের রাজত্ব। সকলেই রাম রাজ্য চাইছে। তাহলে কে মুক্তি দেবে? ওরা মনে করে গড ফাদার মুক্তি দেবে এবং গাইড হয়ে নিয়ে যাবে। ভারতবাসীদের এতটা বুদ্ধি নেই। একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওরা এত দুঃখও পায় না, আর অত সুখও পায় না। ভারতবাসীরাই সবথেকে বেশি সুখী হয় এবং দুঃখীও হয়। সবই হিসাব অনুসারে। এখন তো কতো দুঃখ। যারা ধার্মিক মনোভাবাপন্ন তারা গড ফাদার, মুক্তিদাতাকে স্মরণ করে। তোমাদের অন্তরেও রয়েছে যে বাবা এসে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখধামে নিয়ে যাবেন। ওরা তো বলে শান্তিধামে নিয়ে চলো। তোমরা বলো যে শান্তিধামে আর সুখধামে নিয়ে চলো। এখন যেহেতু বাবা এসেছেন, তাই অনেক খুশি হতে হবে। ভক্তিমার্গে তো অনেক কানরস রয়েছে। কোনো সত্য ঘটনার বর্ণনা ওখানে নেই। থাকলেও আটা মাথার সময় যেটুকু নুনের প্রয়োজন, সেইটুকুই রয়েছে। চন্ডিকা দেবীর পূজাতেও মেলা হয়। চন্ডিকা দেবীর জন্য মেলা কেন হয়? কাকে চন্ডী বলা হয়? বাবা বুঝিয়েছেন যে এখান থেকেই কেউ চন্ডাল হয়ে জন্ম নেবে। যারা এখানে থেকে সারাদিন ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়া করে, সামান্য কিছু দান করার পর বলে - আমি যা দিয়েছি সেগুলো আমাকে ফেরৎ দাও, আমি এইসব মানি না। যদি সংশয় চলে আসে, তবে সে ওখানে গিয়ে কি হবে? এইরকম চন্ডিকার পূজাতেও মেলা হয়। হাজার হোক, সত্যযুগে তো আসবে, তাই না? সামান্য সময়ের জন্য সহযোগী হলেও স্বর্গে আসতে পারবে। ওইসব ভক্তরা তো এ'সব জানে না। কারোর কাছেই কোনো জ্ঞান নেই। ওদের কাছে যে গীতা রয়েছে তাতে চিত্র রয়েছে। ওইসব থেকে কত রোজকার করে। আজকাল তো মানুষ ছবি খুব ভালোবাসে। ঐগুলোকেই আর্ট মনে করে। কিন্তু মানুষ জানবে কি করে যে দেবী-দেবতাদের চিত্র আসলে কেমন। বাস্তবে তোমরা খুবই সুন্দর ছিলে। কিন্তু এখন কেমন হয়ে গেছো। ওখানে কেউ এইরকম অঙ্ক হবে না। দেবতাদের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকবে। ওখানে সবার এইরকম ন্যাচারাল সৌন্দর্য থাকবে। সবকিছু বোঝানোর পর বাবা বলছেন - বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন পিতা, টিচার এবং

সদগুরু। তিনটে রূপেই স্মরণ করলে তিনটে উত্তরাধিকারই পেয়ে যাবে। অন্তিমে যারা আসবে তারা তিনটে রূপে স্মরণ করতে পারবে না। ওরা কেবল মুক্তিতে যাবে। বাবা বুম্মিয়েছেন, সুক্ষ্মবতনে যাকিছু দেখতে পাও, সেগুলো তো কেবল সাক্ষাৎকার হয়। হিন্দি-জিওগ্রাফি তো পুরোটাই এখানকার। এর আয়ু কত সেটা কেউই জানে না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন বাবা বুম্মিয়েছেন এবং তোমরা এরপর অন্য যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে পারবে। আগে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা বা পরমপিতা। লৌকিক পিতাকে কখনো পরমাত্মা বা সুপ্রীম আত্মা বলা হয় না। সুপ্রীম তো একজনই, ওঁনাকেই ভগবান বলা হয়। তিনি নলেজফুল বলে তোমাদেরকেও শিক্ষা দেন। ঈশ্বরীয় নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। নলেজও উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ হয়। যেহেতু বাবা সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর শিক্ষাও সর্বোত্তম এবং প্রাপ্ত পদটাও শ্রেষ্ঠ। হিন্দি-জিওগ্রাফি তো সহজেই জেনে যায়। কিন্তু স্মরণের যাত্রাতেই যুদ্ধ চলতে থাকে। এই বিষয়ে যদি তোমরা হেরে যাও তবে নলেজের বিষয়তেও হেরে যাবে। হেরে গিয়ে যদি চলে যায় তবে জ্ঞানটাকেও ছেড়ে দেয়। তখন সেই আগের মতোই হয়ে যায়। তার থেকে আরও খারাপ হয়ে যায়। বাবার সামনে বাচ্চার আচরণ দেখেই বোঝা যায় কার মধ্যে দেহ-অভিমান রয়েছে। যদিও ব্রাহ্মণদেরও মালা আছে, কিন্তু কেউ কেউ তো একেবারে বোঝেই না যে আমি এখানে কিভাবে ক্রমানুসারে বসে আছি। অনেক দেহ-অভিমান রয়েছে। যার নিশ্চয় আছে, সে খুব খুশি হবে। কে কে নিশ্চিত যে আমি এই শরীরটা ছাড়ার পরেই প্রিন্স হবো? (সকলেই হাত তুলেছে) বাচ্চারা খুব খুশি হয়। যখন তোমরা নিশ্চিত, তাহলে তো তোমাদের সবার মধ্যেই সকল দিব্যগুণ থাকা উচিত। নিশ্চিত হওয়ার অর্থ বিজয় মালায় স্থান পাওয়া অর্থাৎ শাহজাদা হওয়া। এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন অন্য সব তীর্থ ত্যাগ করে ফরেনাররা সবথেকে বেশি আবুতে আসবে। ওরা ভারতের রাজযোগ শিখতে আগ্রহী। প্যারাডাইস কে স্থাপন করেছিল। পুরুষার্থ করা হয়। যদি আগের কল্পে হয়েছিল তবে অবশ্যই এই কল্পেও মিউজিয়াম তৈরি হবে। বোঝাতে হবে যে আমরা সবদিনের জন্য এইরকম প্রদর্শনী লাগিয়ে রাখতে চাই। ৪-৫ বছরের জন্য লিজে বাড়ি নিয়েও করতে পারো। সুখধাম বানানোর জন্য আমরা ভারতের সেবা করছি। এতে অনেকের কল্যাণ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অসীম খুশিতে থাকার জন্য সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে হবে যে, স্বয়ং বাবা আমাদেরকে সাজাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে অগাধ ধন-সম্পত্তি দেন। আমরা নুতন দুনিয়া বা অমরপুরীর জন্য পড়াশুনা করছি।

২) বিজয়মালাতে স্থান পাওয়ার জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। যা কিছু দিয়েছি সেইসব ফেরত নেওয়ার কথা যেন কখনো চিন্তাতেও না আসে। বুদ্ধিতে সংশয় তৈরি করে নিজের পদ ভ্রষ্ট করা উচিত নয়।

বরদান:- ক্রোধী আত্মাকে করুণার শীতল জল দ্বারা গুণ দান করে বরদানী আত্মা ভব ক্রোধ অগ্নিতে জ্বলতে থাকা কোনও আত্মা যদি তোমাদের সামনে আসে, তোমাদেরকে গালি দেয়, নিন্দা করে... তো এইরকম আত্মাকেও নিজের শুভভাবনা, শুভকামনা দ্বারা, বৃত্তির দ্বারা, স্থিতির দ্বারা গুণ দান করো বা সহনশীলতার শক্তির বরদান দাও। ক্রোধী আত্মা পরবশে থাকে, এইরকম পরবশ আত্মাকে করুণার শীতল জল দ্বারা শান্ত করে দাও, এটাই হল তোমাদের, বরদানী আত্মাদের কর্তব্য। চৈতন্য রূপে যখন তোমাদের মধ্যে এইরকম সংস্কার ভরপুর থাকবে তবেই তো জড় চিত্র দ্বারা ভক্তদের বরদান প্রাপ্ত হবে।

স্নোগান:- স্মরণের দ্বারা সর্ব শক্তির খাজানার অনুভবকারীই শক্তি সম্পন্ন থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকলকে সর্বপ্রথমে অল্ফ-এর (আল্লা) পাঠ পাচ্চা করাও, তোমরা আত্মারা হলে ভাই-ভাই"

*প্রশ্নঃ - কোন্ একটি বিষয়ে শ্রীমৎ, মনুষ্য মতের সম্পূর্ণ বিপরীত?

*উত্তরঃ - মনুষ্য মত বলে, আমরা মোক্ষ লাভ করবো। শ্রীমৎ বলে এই ড্রামা অনাদি - অবিনাশী। যদিও কেউ বলে এই পাঠ প্লে করা আমাদের পছন্দ নয়, তবুও মোক্ষ কেউই পেতে পারে না। এতে কিছুই করা যাবে না। এই পাঠ প্লে করতে আসতেই হবে। এই শ্রীমতই তোমাদের শ্রেষ্ঠ করে। মনুষ্য মত তো অনেক প্রকারের।

ওম শান্তি। এখন এ তো বাচ্চারা জানেই যে, আমরা বাবার সামনে বসে আছি। বাচ্চারা, তোমরা এ কথাও জানো যে, বাবা আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন, যা আমাদের আবার অন্যদের দিতে হবে। প্রথমদিকে তো বাবারই পরিচয় দিতে হবে, কেননা সবাই বাবাকে আর বাবার শিক্ষাকে ভুলে গেছে। বাবা এখন যা পড়াচ্ছেন তা আবার পাঁচ হাজার বছর পর পাওয়া যাবে। এই জ্ঞান আর কারোরই নেই। মূখ্য হলো বাবার পরিচয়, এরপর এইসবও বোঝাতে হবে। আমরা সকলেই ভাই - ভাই। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যে সব আত্মারা আছে তারা নিজেদের মধ্যে সব ভাই - ভাই। সবাই এই শরীরের দ্বারা তাদের প্রাপ্ত পার্টের ভূমিকা পালন করছে। বাবা তো এখন এসেছেন, আমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাকে স্বর্গ বলা হয়, কিন্তু আমরা এখন সকল ভাইয়েরাই পতিত, একজনও পবিত্র নয়। সকল পতিতদের একমাত্র বাবাই পবিত্র বানান। এ হলো পতিত বিকারীদের দুনিয়া। রাবণের অর্থ হলো - পাঁচ বিকার স্ত্রীর আর পাঁচ বিকার পুরুষের। বাবা খুবই সহজভাবে বোঝান। তোমরাও এইভাবেই বোঝাতে পারো। তাই প্রথমে এই বোঝাও যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা হলেন তিনি, আর সকলেই ভাই - ভাই। জিজ্ঞেস করো - এ কথা কি ঠিক? লেখো, আমরা সকলেই ভাই - ভাই। আমাদের বাবাও একজন। আমাদের সকল সোলদের তিনি হলেন সুপ্রীম সোল। তাঁকে বাবা বলা হয়। এই কথা দুটোভাবে মাথায় বসাও তাহলে সর্বব্যাপী ইত্যাদির আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। প্রথমে অল্ফ (আল্লা) সম্বন্ধে পড়াতে হবে। তোমরা বলো, এই কথা প্রথমে খুব ভালোভাবে বসে লেখো - আগে সর্বব্যাপী বলতাম, এখন বুঝতে পারি সর্বব্যাপী নয়। আমরা সকলেই ভাই - ভাই। সব আত্মারাই বলে - গড ফাদার, পরমপিতা, পরমাত্মা, আল্লাহ। প্রথমে তো এই নিশ্চয় করতে হবে যে, আমরা হলাম আত্মা, পরমাত্মা নয়, না আমাদের মধ্যে পরমাত্মা ব্যাপকভাবে আছে। সকলের মধ্যেই আত্মা ব্যাপকভাবে আছে। আত্মা এই শরীরের আধারে ভূমিকা পালন করে। এই কথা সুদৃঢ় করাও। আত্মা, তাহলে ওই বাবা সৃষ্টিচক্রের আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান। বাবাই শিক্ষক রূপে বসে বোঝান। এ তো লাখ বছরের কথা নয়। এই চক্র অনাদি এবং তৈরী। চারটি যুগ সমান সমান কীভাবে - সেটা জানতে হবে। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ অতীত হয়ে গেছে - নোট করো। একে বলা হয় স্বর্গ এবং সেমি স্বর্গ। ওখানে দেবী - দেবতাদের রাজ্য চলতো। সত্যযুগে ছিলো ১৬ কলা আর ত্রেতা যুগে ১৪ কলা। সত্যযুগের প্রভাব খুবই বেশী। নামই হলো স্বর্গ বা হেভেন। নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ বলা হয়। তারই মহিমা করতে হবে। নতুন দুনিয়াতে থাকে একমাত্র আদি - সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম। নিশ্চয় করানোর জন্য তোমাদের কাছে চিত্রও আছে। এই সৃষ্টির চক্র ঘুরতেই থাকে। এই কল্পের আয়ুই হলো পাঁচ হাজার বছর। সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী তো এখন বুদ্ধিতে বসে গেছে। বিষ্ণুপুরীই পরিবর্তন হয়ে রাম - সীতাপুরী হয়। তাঁদেরও তো সাম্রাজ্য চলে, তাই না। দুই যুগ অতীত হলে আসে দ্বাপর যুগ। রাবণের রাজ্য। দেবতার বামমার্গে চলে যায় তখন বিকারের সিস্টেম তৈরী হয়ে যায়। সত্যযুগ এবং ত্রেতা যুগে সকলেই নির্বিকারী থাকে। সেখানে এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম থাকে। চিত্র দেখিয়েও যেমন বোঝাতে হবে তেমনই মুখেও বোঝাতে হবে। বাবা শিক্ষক হয়ে আমাদের এইভাবে পড়ান। বাবা নিজে এসেই তাঁর নিজের পরিচয় পেশ করেন। তিনি নিজেই বলেন - আমি আসি পতিতদের পবিত্র করার জন্য, তাই আমার অবশ্যই শরীরের প্রয়োজন। না হলে কিভাবে কথা বলবো? আমি চৈতন্য, সৎ আর অমর। আত্মা সত্য, রজঃ এবং তমঃতে আসে। আত্মাই পতিত আবার আত্মাই পবিত্র হয়। আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার আছে। অতীত কর্ম বা বিকর্মের সংস্কার আত্মাই নিয়ে আসে। সত্যযুগে তো বিকর্ম হয় না, মানুষ কর্ম করে, অভিনয় করতে থাকে কিন্তু সেই কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। গীতাতেও এই শব্দ আছে। এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে তা বুঝতে পারছো। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন, পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া বানাতে, যেই দুনিয়াতে কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। সেই যুগকেই সত্যযুগ বলা হয়, আর এখানে এই কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়, যেই যুগকে কলিযুগ বলা হয়। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছো। বাবা তোমাদের দুই দিকের কথাই শোনান। এক একটি কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে - বাবা শিক্ষক রূপে কি বুঝিয়েছেন? আত্মা, আর বাকি রইলো গুরু কর্তব্য, তাঁকে ডাকাই হয় যে, তুমি এসে আমাদের মতো পতিতদের পবিত্র বানাও। আত্মা

যখন পবিত্র হয় তখন শরীরও পবিত্র হয় । যেমন সোনা, তেমন গয়নাও তৈরী হয় । ২৪ ক্যারেটের সোনা নেবে আর তাতে খাদ দেবে না, তাহলে গয়নাও তেমনই সতোপ্রধান তৈরী হবে । অন্য ধাতুর মিশ্রণ দিলে তখন তমোপ্রধান হয়ে যায়, কেননা খাদ পড়ে, তাই না । প্রথমে ভারত ২৪ ক্যারেট সোনার চড়াই পাখির দেশ ছিলো, অর্থাৎ সতোপ্রধান নতুন দুনিয়া ছিলো, কিন্তু এখন তা তমোপ্রধান । প্রথমে সম্পূর্ণ সোনা ছিলো । নতুন দুনিয়া হলো পবিত্র আর পুরানো দুনিয়া হলো অপবিত্র । খাদ পড়ে যায় । এ কথা বাবাই বোঝান, অন্য কোনো মনুষ্য গুরুরা এই কথা জানে না । তারা ডাকে, এসে আমাদের পবিত্র বাঁনাও । সৎগুরুর কাজ হলো মানুষকে গৃহস্থ অবস্থা থেকে পৃথক করে বাণপ্রস্থে নিয়ে যাওয়া । তাই ডামার নিয়ম অনুযায়ী বাবা এসেই এই সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তিনিই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন । শিববাবার নাম সর্বদাই শিব । বাকি আত্মারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় করে, তাই তারা ভিন্ন - ভিন্ন নাম ধারণ করে । তারা বাবাকে ডাকে অথচ তাঁকে জানে না - তিনি কিভাবে এই ভাগ্যবান রথে আসেন, তোমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য । তো বাবা বুঝিয়ে বলেন - আমি ওনার অনেক জন্মের অন্তিম শরীরে আসি, যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন । তোমাদের রাজার রাজা বানানোর জন্য আমাকে এই ভাগ্যবান রথে প্রবেশ করতে হয় । প্রথম নম্বরে থাকে শ্রীকৃষ্ণ । তিনি হলেন নতুন দুনিয়ার মালিক । তারপর তিনিই জন্ম নিতে নিতে নীচে নামতে থাকেন । তিনিই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী অবশেষে শূদ্রবংশী হন । গোল্ডেন থেকে সিলভার - তারপর তোমরা আয়রন থেকে আবার গোল্ডেন তৈরী হচ্ছে । বাবা বলেন - তোমরা এক আমাকেই অর্থাৎ তোমাদের বাবাকেই স্মরণ করো । আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছি, এনার আত্মার মধ্যে তো সামান্যতম জ্ঞানও ছিলো না । আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, তাই ঐকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয় । তিনি নিজেই বলেন, আমি এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আসি । গীতার অক্ষর সম্পূর্ণ সঠিক । এই গীতাকেই সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি বলা হয় ।

বাবা এই সঙ্গমযুগে এসেই ব্রাহ্মণ কুল আর দেবতা কুলের স্থাপনা করেন । অন্য কুল সম্বন্ধে তো সবাই জানে কিন্তু এই সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না । এনার অনেক জন্মের অন্তে অর্থাৎ সঙ্গমযুগে বাবা আসেন । বাবা বলেন, আমি হলাম বীজরূপ । কৃষ্ণ তো হলো সত্যযুগের অধিবাসী । তাঁকে অন্য কোথাও তো কেউ দেখতে পাবে না । পুনর্জন্মে তো নাম - রূপ - দেশ - কাল সব পরিবর্তন হয়ে যায় । ছোটো বাচ্চা প্রথমে সুন্দর থাকে, তারপর তারপর সে বড় হয়, তারপর সেই শরীর ত্যাগ করে অন্য ছোটো শরীর ধারণ করে । এ হলো এক বানানো খেলা । এই নাটকের ভিতরে সবকিছুই ফিক্স আছে । দ্বিতীয় জন্মে অন্য শরীরে তাঁকে তো কৃষ্ণ বলা যাবে না । সেই দ্বিতীয় শরীরে নাম ইত্যাদি তখন অন্যই হবে । সময়, চিত্র, তিথি, তারিখ ইত্যাদি সব পরিবর্তন হয়ে যায় । এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি হুবহু রিপিট হবে - এমন কথা বলা হয় । তাই এই নাটক রিপিট হতেই থাকে । তোমাদের সতো, রজো এবং তমোতে আসতেই হবে । সৃষ্টির নাম, যুগের নাম সবই পরিবর্তন হয়ে যায় । এখন এ হলো সঙ্গম যুগ । আমি এই সঙ্গম যুগেই আসি । এইকথা আমাদের ভিতরে ঢুক করে নিতে হবে । বাবা আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরু, যিনি খুব সুন্দর করে আমাদের সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বলে দেন । গীতাতেও এই কথা আছে যে - দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । আবশ্যই নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে । ভক্তিমার্গে মানুষ কতো পরিশ্রম করে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য । সে হলো মুক্তিধাম । কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে আমরা অশরীরী দুনিয়ায় গিয়ে অবস্থান করি । অ্যাক্টর ঘরে ফিরে গেলে অ্যাক্ট থেকে মুক্তি পায় । সকলেই চায় যে, আমরা মুক্তি পাই কিন্তু কেউই তো মুক্তি পাবে না । এই নাটক হলো অনাদি, অবিনাশী । কেউ যদি বলে, এই পার্ট প্লে করা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এতে কেউই কিছুই করতে পারবে না । এই অনাদি ড্রামা বানানোই আছে । একজনও মুক্তি পেতে পারবে না । ওসব হলো অনেক প্রকারের মনুষ্য মত । শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য এ হলো শ্রীমত । মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না । দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয় । তাঁদের সামনে সবাই নমন করে । তাহলে তাঁরা শ্রেষ্ঠ হলো, তাই না কিন্তু এ কথাও কেউই জানে না । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, ৮৪ জন্ম তো নিতেই হবে । শ্রীকৃষ্ণ হলেন দেবতা, বৈকুণ্ঠের যুবরাজ । তিনি এখানে কি করে আসবেন? না তিনি গীতা শুনিয়েছেন । তিনি কেবল দেবতা ছিলেন তাই সমস্ত মানুষ তাঁর পূজা করে । দেবতারা পবিত্র, মানুষ নিজেদের পতিত মনে করে । তারা এও বলে থাকে - আমি নির্গুণ আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই..... । তুমি আমাদের এমন তৈরী করো । তারা শিবের সামনে গিয়ে বলবে - আমাদের মুক্তি দাও । তিনি কখনোই জীবনমুক্তি, জীবনবন্ধে আসেন না, তাই তাঁকে ডাকে যে, আমাদের মুক্তি দাও । জীবনমুক্তিও তিনিই প্রদান করেন ।

তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা সবাই বাবা আর মাম্মার সন্তান, আমরা তাঁদের থেকে অগাধ সম্পদ প্রাপ্ত করি । মানুষ তো অবুঝ ভাবে চাইতে থাকে । অবুঝরা তো অবশ্যই দুঃখী হবে, তাই না । তাদেরও অগাধ দুঃখের ভোগ করতে হয় । এইসব কথা তাই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রাখতে হয় । অসীম জগতের এই এক পিতাকে না জানার কারণে নিজেদের মধ্যে কতো লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে । একেবারে অরফ্যান (অনাথ) হয়ে যায় । ওরা হলো জাগতিক অরফ্যান, আর এরা

হলো অসীম জগতের অরফ্যান। বাবা এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। এখন এ হলো পতিত আত্মাদের পতিত দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়, পুরানো দুনিয়া বলা হয় কলিযুগকে। তো বুদ্ধিতে এইসব কথা তো আছে, তাই না। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে তারপর তোমরা নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এখন আমরা টেম্পোরারী সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছি। এখন পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন তৈরী হচ্ছে। নতুন দুনিয়ার খবরও তোমরা জানো। তোমাদের বুদ্ধি এখন নতুন দুনিয়াতে যাওয়া উচিত। উঠতে - বসতে এইকথা যেন বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা এখন ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করছি। বাবা আমাদের পড়ান। স্টুডেন্টদের এইকথা স্মরণে থাকা উচিত, কিন্তু এই স্মরণও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই হয়ে থাকে। বাবাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই তাঁর স্মরণ এবং স্নেহ দিয়ে থাকেন। যারা ভালো পড়া করে, শিক্ষক তো তাদের বেশী ভালোবাসবেন। এখানে কতো তফাৎ হয়ে যায়। এখন বাবা তো তোমাদের বোঝাতেই থাকছেন। বাচ্চাদের ধারণা করতে হবে। এক বাবা ছাড়া অন্য কারোর দিকে যেন বুদ্ধি না যায়। বাবাকে স্মরণ না করলে কিভাবে পাপ মুক্ত হবে? মায়া প্রতি মুহূর্তে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেবে। মায়া অনেক ধোঁকা দেয়। বাবা উদাহরণ দেন যে - ভক্তিমার্গে আমি লক্ষ্মীর অনেক পূজা করতাম, চিত্রতে দেখেছিলাম - লক্ষ্মী পা টিপে দিচ্ছে, তো তাঁকে তার থেকে মুক্ত করে দিলাম। তাঁর স্মরণে বসলে বুদ্ধি যখন এদিক ওদিক যেত তখন নিজেকে থাম্বড় মারতাম - বুদ্ধি অন্যদিকে কেন যায়? অবশেষে বিনাশও দেখেছিলাম আবার স্থাপনাও দেখেছি। সাক্ষাৎকারের আশা পূরণ হয়েছিলো, বুঝতে পেরেছিলাম, এখন এই নতুন দুনিয়া আসছে, আমি এই হবো। বাকি এই পুরানো দুনিয়া তো বিনাশ হয়েই যাবে। এইকথা পাক্ষা নিশ্চিত হয়ে গেছে। নিজের রাজধানীরও তো সাক্ষাৎকার হয়েছে, তাহলে বাকি এই রাবণের রাজ্যে কি করবো, যেখানে আমরা স্বর্গের রাজত্ব পাচ্ছি, এই হলো ঈশ্বরীয় বুদ্ধি। ঈশ্বর প্রবেশ করে এই বুদ্ধি দিয়েছেন। জ্ঞানের কলস তো মায়েরা পায়, তাই মায়েদের সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন, তোমরাই কাজ করবার সামলাও, সবাইকে শেখাও। শেখাতে - শেখাতে তোমরা এই পর্যন্ত চলে এসেছো। একজন - দুজনকে শোনাতে - শোনাতে দেখো এখন কতো হয়ে গেছে। আত্মা পবিত্র হতে থাকে তখন আত্মার শরীরও পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন। সবই বুঝতে পারে তবুও মায়া সব ভুলিয়ে দেয়।

তোমরা বলো যে, ৭ দিন পড়ো, তো ওরা বলে কাল আসবো। দ্বিতীয় দিন মায়া সব ভুলিয়ে দেয়। আর আসেই না। ভগবান পড়ায় তবুও ভগবানের কাছে এসে পড়ে না। এও বলে যে, অবশ্যই আসবো কিন্তু মায়া উধাও করে দেয়। রেগুলার হতেই দেয় না। যারা পূর্ব কল্পে পুরুষার্থ করেছিলো তারা অবশ্যই করবে, আর কোনো হাট নেই (দোকান এই একটাই)। তোমরা অনেক পুরুষার্থ করো। বড় বড় মিউজিয়াম তৈরী করো। যারা পূর্ব কল্পে বুঝতে পেরেছিল তারাই বুঝতে পারবে। বিনাশ তো হতেই হবে। স্থাপনাও হবে। আত্মা এই আধ্যাত্মিক পাঠনে এক নম্বর শরীর প্রাপ্ত করবে। এইম অবজেক্ট তো এই, তাই না। এই কথা কেন স্মরণ হয় না তোমাদের। আমরা এখন নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি, নিজের নিজের পুরুষার্থ অনুসারে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিতে যেন সর্বদা এই কথা স্মরণে থাকে যে, আমরা এই সময় সঙ্গম যুগে বসে আছি, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হলে আমরা নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হয়ে যাবো, তাই এই দুনিয়া থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে।

২) সকল আত্মাকে বাবার পরিচয় প্রদান করে কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গুহ্য গতি শোনাতে হবে, প্রথমে অল্ফ এরই পাঠ পাক্ষা করাতে হবে।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির প্রত্যক্ষফলের দ্বারা সদা খুশীতে থেকে এভারহেল্দি ভব সঙ্গম যুগে সেবা করার সাথে সাথে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অনুভূতি হওয়া - এটাই হলো প্রত্যক্ষফল। সবথেকে শ্রেষ্ঠ ফল হল বাবার সমীপে থাকার অনুভব হওয়া। আজকাল সাকার দুনিয়াতে বলে যে ফল খাও, সুস্বাস্থ্যবান থাকবে। তারা বলে যে সুস্থ থাকার সাধন হলো ফল, আর তোমরা বাচ্চারা প্রত্যেক সেকেন্ডে প্রত্যক্ষফল খেতেই থাকো এইজন্য সদা এভারহেল্দি থাকো। যদি তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে হালচাল কেমন? তো তাদেরকে বলো যে ফরিস্তার চলন আর হাসিখুশী হাল।

স্লোগানঃ:- সকলের আশীর্বাদের খাজানার দ্বারা সম্পন্ন হও তাহলে পুরুষার্থে পরিশ্রম করতে হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, একে দেখেও দেখো না, এসবের থেকে মমতা সরিয়ে নাও, কারণ এতে আগুন লাগবে"

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্টের গুপ্ত কর্তব্য কোনটি, যা দুনিয়া জানে না?

*উত্তরঃ - ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্ট আত্মাদের পবিত্র করে দেবতায় পরিণত করে, এটা হলো খুবই গুপ্ত কর্তব্য, যেটা মানুষ বুঝতে পারে না। যখন মানুষ দেবতা হয় তখন তো নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে পারে। মানুষের সমস্ত ক্যারেক্টার বিকার খারাপ করে দিয়েছে। তোমরা এখন সবাইকে শ্রেষ্ঠ ক্যারেক্টার বিশিষ্ট বানানোর সেবা করছো, এটাই হলো তোমাদের মূল্য কর্তব্য।

ওম্ শান্তি। যখন ওম্ শান্তি বলা হয়, তখন নিজের স্বধর্ম আর নিজের গৃহ স্মরণে আসে, তবে গৃহে তো বসে পড়ে না। বাবার বাচ্চা হলে তো অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকারও স্মরণে আসবে। ওম্ শান্তি উচ্চারণেও সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায়। আমি আত্মা হলাম শান্ত স্বরূপ, শান্তির সাগর বাবার সন্তান। যে বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, সেই বাবা আমাদের পবিত্র, শান্ত স্বরূপ করে তোলেন। মূল্য ব্যাপার হলো পবিত্রতার। পবিত্র দুনিয়া আর অপবিত্র দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতে একটাও বিকার নেই। অপবিত্র দুনিয়াতে ৫ বিকার বর্তমান, সেই কারণে বলা হয় বিকারী দুনিয়া। সেটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। নির্বিকারী দুনিয়া থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতে আবার নীচে বিকারী দুনিয়াতে আসে। সেটা হলো পবিত্র দুনিয়া, এটা হলো পতিত দুনিয়া। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য তাই না! সময় অনুসারে দিন আর রাতের কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত। দিন হল সুখ, রাত হল দুঃখ। রাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। জ্ঞান মার্গে কেউ রাতে বিপর্যস্ত ভাবে ঘুরে বেড়ায় না কিন্তু ভক্তিকে বিপর্যস্ত ভাবে ঘুরে বেড়ানো বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছো সঙ্গতি প্রাপ্ত করার জন্য। তোমাদের আত্মাতে ৫ বিকারের কারণে পাপ ছিলো, তার মধ্যেও মূল্য হলো কাম বিকার, যার জন্যই মানুষ পাপ আত্মায় পরিণত হয়। এটা তো প্রত্যেকেই জানে আমি পতিত। ব্রষ্টাচারে জন্ম হয়েছে। এক কাম বিকারের কারণে সমস্ত কোয়ালিফিকেশন খারাপ হয়ে যায়, সেই কারণে বাবা বলেন কাম বিকারকে জিতলে পরে জগতজিত নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। তাই ভিতরে ভিতরে অনেক খুশী থাকা উচিত। মানুষ পতিত হলে তো কিছু বোঝে না। এই কাম এর কারণেই কতো ঝগড়া হয়। কতো অশান্তি, হাহাকার হতে থাকে। এই সময় দুনিয়াতে হাহাকার কেন? কারণ সকলেই হলো পাপা আত্মা। বিকারের কারণেই অসুর বলা হয়। এখন বাবার দ্বারা বুঝতে পারো আমরা তো একদম কড়ির মতো ওয়ার্থ নট এ পেনী (মূলহীন)। যেটা কাজের জিনিস না তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন মনে করো দুনিয়াতে কোনো কাজের জিনিস নেই। সব মানুষেরই আগুন লাগবে। যা কিছু এই চোখে দেখছো, সবকিছুতেই আগুন লাগবে। আত্মাতে তো আগুন লাগে না। আত্মা তো যেন ইনসিওর (বিমাতে সুরক্ষিত)। আত্মাকে কখনো কি ইনসিওর করানো হয়? ইনসিওর তো শরীরকে করায়। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, এটা হলো খেলা। আত্মা তো উপরে- ৫ তত্ত্ব থেকেও উপরে থাকে। ৫ তত্ত্ব দ্বারাই সমগ্র দুনিয়ার সামগ্রী তৈরী হয়। আত্মা তো তৈরী হয় না, আত্মা তো হল শাস্ত। শুধুমাত্র পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা হয়ে ওঠে। ৫ বিকারের দ্বারা আত্মা কতো কলুষিত হয়ে যায়। এখন বাবা এসেছেন পাপ থেকে মুক্ত করতে। বিকারের দ্বারা সমস্ত ক্যারেক্টার (চরিত্র) খারাপ হয়ে যায়। ক্যারেক্টার্স কাকে বলে- এটাও কারোর জানা নেই। গাওয়াও হয় পান্ডব রাজ্য, কৌরব রাজ্য। এখন পান্ডব কে, এটাও কেউ জানে না। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্টের। বাবা এসেছেন রামরাজ্য স্থাপন করতে। এই সময় ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্ট কি করে? আত্মাদের পবিত্র করে দেবতায় পরিণত করে। নয়তো দেবতা আবার কোথা থেকে আসবে - এটা কেউ জানে না, সেইজন্য একে গুপ্ত গভর্নমেন্ট বলা হয়। এরা তো হলো মানুষই, কিন্তু দেবতা কীভাবে হলো, কে তৈরী করলো? দেবী-দেবতা তো হয়ই স্বর্গে। তবে তাদের স্বর্গবাসী কে করলো। স্বর্গবাসী থেকে আবার নরকবাসীতে পরিণত হয়। আবার নরকবাসীই স্বর্গবাসী হয়। এটা তোমরাও জানতে না। আর কীভাবে জানবে। স্বর্গ, সত্যযুগকে, নরক কলিযুগকে বলা হয়। এটাও তোমরা এখন বোঝো। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। এই অধ্যয়ণ হলোই পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। আত্মাই পতিত হয়। পতিত থেকে পবিত্র তৈরী করা- এই ধান্ধা বাবা তোমাদের শিখিয়েছেন। পবিত্র হলে তবে পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। আত্মাই পবিত্র হয়ে তবে স্বর্গের উপযুক্ত হয়। এই জ্ঞান তোমাদের এই সঙ্গমেই প্রাপ্ত হয়। পবিত্র হওয়ার হাতিয়ার পাওয়া যায়। পতিত-পাবন একমাত্র বাবাকেই বলা যায়। বলে আমাদের পবিত্র করো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলো। এরপর ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছে। শ্যাম আর সুন্দর, এর নামও ঐরকম রাখা হয়েছে, কিন্তু মানুষ কী

এর অর্থ বোঝে ! কৃষ্ণেরও ক্লীয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুইটি দুনিয়া করে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দুনিয়া একটিই। সেটি নূতন আর পুরানো হয়। তোমরা বোঝানোর জন্য কতো মাথা ঠোকো। নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছে যে। এরাও যে বুঝেছে। বুঝতে পেরে কতো মধুর হয়েছে। কে বুঝিয়েছেন ? ভগবান বুঝিয়েছেন। লড়াই ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। ভগবান কতো বিচক্ষণ, নলেজফুল করে তোলেন। শিবের মন্দিরে গিয়ে নমস্কার করে, কিন্তু সে কি, কে হন, এটা কেউ জানে না। শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা (হর হর মহাদেব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে).... ব্যস্ শুধু বলতেই থাকে, এর নামমাত্র অর্থও জানে না। বোঝালে পরে বলবে তুমি আমাকে কি বোঝাবে, আমি তো বেদ-শাস্ত্র সব পড়েছি। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে যারা ধারণ করে তারা নম্বর অনুযায়ী থাকে। কেউ তো ভুলে যায়, কারণ একদম পাথরবুদ্ধির হয়ে যায়। তাই এখন যারা স্পর্শ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে তাদের কাজ হলো আর সকলকে পারশ বুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলা। পাথরবুদ্ধির অ্যাক্টিভিটিস এরকম থাকে, কারণ হংস-সারস হলো যে। হংস কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না। সারস দুঃখ দেয়। ওদের অসুর বলা হয়। পরিচিতি থাকে না। অনেক সেন্টার্সও এরকম অনেক বিকারী এসে পড়ে। বাহানা করে আমি পবিত্র থাকি কিন্তু সেটা মিথ্যা। বলাও হয় মিথ্যা দুনিয়া...। এখন হলো সঙ্গম। কতো পার্থক্য থাকে। যে মিথ্যা বলে, মিথ্যা কাজ করে, সে-ই থার্ড গ্রেডে পরিণত হয়। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড গ্রেড হয়ে থাকে, তাই না ! বাবা বলে দিতে পারেন-এটা হলো থার্ড গ্রেড।

বাবা বোঝান যে, পবিত্রতার সম্পূর্ণ প্রমাণ দিতে হবে। কেউ কেউ বলে, আপনারা দু'জনে একসাথে থেকেও পবিত্র থাকেন-এটা তো অসম্ভব। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে যোগবল না থাকার কারণে এতো সহজ কথাও সম্পূর্ণ ভাবে বোঝাতে পারে না। ওদের এ'কথা কেউ বোঝায় না যে এখানে আমাদের পড়ান ভগবান। তিনি বলেন পবিত্র হলে তোমরা ২১ জন্ম স্বর্গের মালিক হবে। বিরাত বড় লটারী পাওয়া যায়। আমাদের আরোই খুশী হতে থাকে। কোনো বাচ্চা গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে পবিত্র থেকে দেখিয়ে দেয়। দেবী-দেবতারা যে পবিত্র থাকে। অপবিত্র থেকে পবিত্র তো একমাত্র বাবা করেন। এটাও বোঝান জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। জ্ঞান আর ভক্তি অর্ধেক-অর্ধেক হলে আবার ভক্তির পরে আসে বৈরাগ্য। এখন এই পতিত দুনিয়াতে থাকার দরকার নেই, এই পোশাক ছেড়ে গৃহে (পরমধামে) ফিরে যেতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমরা শান্তিধামে যাবো। প্রথম কথাই হল আল্লাহ - একথা ভোলা যাবে না। বাচ্চারা এটাও বোঝে এই পুরানো দুনিয়া অবশ্যই সমাপ্ত হবে। বাবা নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন। বাবা অনেকবার নূতন দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছেন, এরপর নরকের বিনাশ হয়ে যায়। নরক কতো বড়, স্বর্গ কতো ছোট। নূতন দুনিয়াতে হলো এক ধর্ম। এখানে তো অনেক রকম ধর্ম আছে। লেখাও হয়েছে শঙ্কর দ্বারা বিনাশ। অনেক ধর্মের বিনাশ হয় আবার ব্রহ্মা দ্বারা এক-ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। এই ধর্ম কে স্থাপন করেছেন? ব্রহ্মা করেননি তো ! ব্রহ্মাই পতিত থেকে আবার পবিত্র করে তোলেন। আমার জন্য তো (শিববাবার ক্ষেত্রে) বলবে না পতিত থেকে পবিত্র। পবিত্র হলে তবে লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম হবে, পতিত হলে তবে নাম হবে ব্রহ্মা। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। ওঁনাকে অর্থাৎ শিববাবাকে অনাদি ক্রিয়েটর (স্রষ্টা) বলা হয়ে থাকে। আস্কারা তো আছেই আছে। আস্কারাদের তো ক্রিয়েটর বলা হবে না, সেইজন্য অনাদি বলা হয়। বাবা অনাদি তো আস্কারাও অনাদি। খেলাও হলো অনাদি। এই অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। আমি আস্কারা সৃষ্টি চক্রের আদি, মধ্য, অন্তের ডায়রেকশনের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এটা কে দিয়েছে ? বাবা। তোমরা ২১জন্মের জন্য পরমাস্কারা হয়ে যাও আবার রাবণ রাজ্যে অনাথ হয়ে যাও। এরপর ক্যারেক্টার্স খারাপ হতে থাকে। বিকার আছে যে। মানুষ মনে করে স্বর্গ - নরক সব একসাথে চলে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের কতো ক্লীয়ার বোঝানো হয়। তোমরা এখন হলে গুপ্ত, শাস্ত্রে কি না কি লিখে দিয়েছে। কতো সূতো যেন জট পাকিয়ে আছে। বাবাকেই বলে, আমরা কোনো কাজেরই নই এখন। এসে পবিত্র করে আমাদের ক্যারেক্টার সংশোধন করে দাও। তোমাদের ক্যারেক্টার্স কতো সংশোধন হয়েছে। কেউ তো আবার সংশোধিত হওয়ার পরিবর্তে আরোই খারাপ হয়েছে। আচার-আচরণ থেকেই বুঝতে পারা যায়। আজ হংস বলে, কাল সারস হয়ে পড়ে। দেবী হয় না। মায়াও খুবই গুপ্ত। এখানে কি আর কিছু দেখতে আসে! বাইরে বের হলে দেখা যায়, তারপর আশ্চর্য রকম ভাবে শোনে, অপরকে শোনায়, তারপর নিজে পালিয়ে যায়। এতো জোরে পড়ে যায় যে হাড়গোড়-ই ভেঙে যায়। এ হল ইন্দ্রপ্রস্থের কথা। বুঝতে তো পেরেই যায়। এরকম কারোর আবার সভাতে আসা উচিত নয়। অল্প-স্বল্প জ্ঞান শুনলে পরে স্বর্গে এসেই যায়। কিন্তু জ্ঞানের বিনাশ হয় না। বাবা এখন বলেন পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। যদি বিকারের মধ্যে থাকো তো পদস্ফলন হয়ে যাবে। তোমরা এখন বুঝতে পারো এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধি কতো পরিবর্তিত হচ্ছে, তবুও মায়াও অবশ্যই ধোঁকা দিচ্ছে। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা। কোনো ইচ্ছা যদি রাখলে, তো গেলে। ওয়ার্থ নট এ পেনী (মূল্যহীন) হয়ে পড়ে। ভালো-ভালো মহারথীদেরও মায়া কোনো না কোনো ভাবে ধোঁকা দিয়ে দেয়, এরপর সে হৃদয়ে জায়গা পেতে পারে না। কোনো বাচ্চা তো এমনও হয় যে বাবাকেও শেষ

করে দিতে দেবী করে না। পরিবারকেও শেষ করে দেয়। তারা মহান পাপ আত্মারা। রাবণ কি-কি করে দেয়। খুবই ঘৃণা আসে। কতো ডাটি (নোংরা) দুনিয়া, এর সাথে কখনো হৃদয় জুড়তে নেই। পবিত্র হতে খুবই সাহস লাগে। বিশ্বের বাদশাহীর প্রাইজ নেওয়ার জন্য পবিত্রতা হলো প্রধান। পবিত্রতার কারণে কতো হাঙ্গামা হয়। গান্ধীও বলতেন হে পতিত পাবন এসো। এখন বাবা বলেন হিন্দি- জিওগ্রাফি আবার রিপোর্ট হচ্ছে। সবাইকে ফিরে আসতেই হবে, তবে তো একসাথে যাবে। বাবাও যে এসেছেন- সবাইকে গৃহে নিয়ে যেতে। বাবা না এলে কেউ ফিরে যেতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মায়ার ধোঁকার থেকে বাঁচতে হলে কোনো রকমেরই ইচ্ছা রাখতে নেই। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হতে হবে।

২) বিশ্বের বাদশাহীর প্রাইজ নেওয়ার জন্য প্রধান ব্যাপার হলো পবিত্রতা, সেইজন্য পবিত্র হওয়ার সাহস ধরে রাখতে হবে। নিজের ক্যারেক্টার সংশোধন করতে হবে।

বরদান:- সদা স্মরণের ছত্রছায়ার নীচে, মর্যাদার রেখার ভিতরে থেকে মায়াজীং বিজয়ী ভব বাবার স্মরণই হলো ছত্রছায়া, ছত্রছায়াতে থাকা অর্থাৎ মায়াজীং বিজয়ী হওয়া। সদা স্মরণের ছত্রছায়ার নীচে আর মর্যাদার রেখার মধ্যে থাকো তো কারোর সাহস নেই ভিতরে যাওয়ার। মর্যাদার রেখার বাইরে বের হও তাই মায়াও নিজের বানানোর জন্য হুশিয়ার থাকে। কিন্তু ‘আমি অনেকবার বিজয়ী হয়েছি, বিজয়মালা হলো আমাদেরই স্মরণিক’, - এই স্মৃতিতে সদা সমর্থ থাকো তাহলে মায়ার কাছে পরাজিত হবে না।

স্লোগান:- সর্ব খাজানাকে নিজের মধ্যে সমাহিত করে নাও তাহলে সম্পন্নতার অনুভব হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে যাচাই (পরীক্ষা) করো যে, কতটা সময় বাবার স্মৃতি থাকে, কারণ স্মৃতিতে থাকলেই লাভ, বিস্মরণে লোকসান"

*প্রশ্নঃ - এই পাপাত্মাদের দুনিয়ায় এমন কোন্ কথাটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব এবং কেন ?

*উত্তরঃ - এখানে কেউ যদি বলে যে, আমি পুণ্যাত্মা, তবে তা একেবারেই অসম্ভব, কারণ দুনিয়াই কলিযুগীয় তমোপ্রধান। মানুষ যে কার্যকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করে সেটাও পাপকর্মে পরিণত হয়ে যায়। কারণ সে প্রতিটি কর্ম বিকারের বশবর্তী হয়ে করে।

ওম্ শান্তি । একথা বাচ্চারা বোঝে যে, আমরা এখন ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। পরে পুনরায় হই দেবী-দেবতা। এ শুধু তোমরাই জানো অন্য আর কেউ-ই জানে না। তোমরা জানো যে, আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা অসীম জাগতিক পড়া পড়ছি। ৮৪ জন্মের পড়াও পড়ি, সৃষ্টি-চক্রের পড়াও পড়ি। আবার তোমরা এই শিক্ষাও পাও যে, (আমাদের) পবিত্র হতে হবে। বাচ্চারা, এখানে বসে তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই বাবাকে স্মরণ কর। নিজের মনকে প্রশ্ন কর যে, সত্যি-সত্যিই কি আমরা বাবার স্মরণে বসেছিলাম নাকি মায়া-রূপী রাবণ বুদ্ধিকে অন্যদিকে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা বলেছেন, "মামেকম্ স্মরণ করো", তবেই পাপমোচন হবে। এখন নিজেদের প্রশ্ন কর যে, আমরা বাবার স্মরণে রয়েছি নাকি বুদ্ধি অন্য কোথাও চলে গেছে? স্মৃতিতে থাকা উচিত যে - কতটা সময় আমরা বাবার স্মরণে থাকি? আর কতটা সময় আমাদের বুদ্ধি অন্য কোথাও চলে যায়? নিজেদের অবস্থাকে (স্থিতি) দেখো। যতটা সময় বাবাকে স্মরণ করবে, তাতেই পবিত্র হবে। লাভ-ক্ষতিরও দিনলিপি (পোতামেল) রাখতে হবে। ডায়েরী লেখার অভ্যাস থাকলে স্মরণেও থাকবে। তখন লিখতেও থাকবে। ডায়েরী তো সকলের পকেটেই থাকে। যারা ব্যবসায়ী তাদের থাকে পার্থিব জগতের (হদের) সীমিত ডায়েরী। আর তোমাদের ডায়েরী হলো অসীম জগতের। তাই তোমাদের নিজেদের চার্ট নোট করতে হবে। বাবার আশ্রয় হলো - কাজ-কর্মাদি সবকিছুই করো, কিন্তু সময় বের করে আমাকে স্মরণ করো। নিজেদের দিনলিপি (পোতামেল) দেখে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকো। নিজের লোকসান করো না। এ তো তোমাদের যুদ্ধ, তাই না। সেকেন্ডে লাভ আর সেকেন্ডে ক্ষতি। তৎক্ষণাৎ জানা যায় যে, আমরা লাভ করেছি না লোকসান। তোমরা হলে ব্যবসায়ী, তাই না। অতি বিরল ব্যক্তিরাই এই ব্যবসা করে। স্মরণের মাধ্যমে হয় লাভ আর বিস্মরণে ক্ষতি। নিজেকে যাচাই করতে হবে, যারা উচ্চপদ লাভ করবে তাদের মধ্যে উৎসাহ (ইচ্ছা) থাকে - দেখি তো, আমরা কতটা সময় বিস্মরণে (ভুলে) ছিলাম? বাচ্চারা, এ তো তোমরা জানো যে, আমাদের সকল আত্মাদের পিতা হলেন পতিত-পাবন। আসলে আমরা হলাম আত্মা। নিজেদের প্রকৃত ঘর থেকে এখানে এসেছি, এই শরীর ধারণ করে নিজের পার্ট প্লে করছি। শরীর বিনাশী আর আত্মা অবিনাশী। সংস্কারও আত্মাতেই থাকে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - হে আত্মা, স্মরণ করো যে, এই জন্মেই বাল্যাবস্থায় কোনো উল্টোকর্ম (বিকর্ম) হয়ে যায়নি তো? স্মরণ করো। ৩-৪ বছর থেকে শুরু করে স্মরণে তো সব (কথা) থাকে, আমরা বাল্যকালে কীভাবে জীবন অতিবাহিত করেছি, আর কী-কী করেছি? এমন কোনো কথা হৃদয়কে দংশন করে না তো? স্মরণ করো। সত্যযুগে পাপকর্ম হয়ই না, তাই জিজ্ঞাসা করার মতন কথাও থাকে না। পাপ তো এখানেই হয়। মানুষ যেগুলোকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করে, সেগুলোও পাপই (কর্ম) হয়। এ হলো পাপাত্মাদের দুনিয়া। তোমাদের আদান-প্রদান (লেন-দেন) হয় পাপাত্মাদের সঙ্গে। এখানে পুণ্য আত্মা হয়ই না। পুণ্যাত্মাদের দুনিয়ায় আবার একটিও পাপাত্মা থাকে না। পাপাত্মাদের দুনিয়ায় আবার একটিও পুণ্যাত্মা থাকতে পারে না। যে গুরু চরণে পতিত হও, সেও তো কোনো পুণ্যাত্মা নয়। এ তো হলোই কলিযুগ, তাও আবার তমোপ্রধান। তাই এখানে কোনো পুণ্যাত্মার থাকাই অসম্ভব। পুণ্যাত্মা হওয়ার জন্যই বাবাকে আহ্বান করে যে, এসে আমাদের পবিত্র আত্মায় পরিণত করো। এমনও নয় যে, যদি কেউ অনেক দান-পুণ্যাদি করে, ধর্মশালা ইত্যাদি বানায়, তাহলেই সে পুণ্যাত্মা হয়ে যায়। না, বিবাহাদির জন্য হল (মন্ডপ) ইত্যাদি তৈরী করে, এসব কি কোন পুণ্যের কাজ, না তা নয়। এসব বোঝার মতো বিষয়। এ হলো রাবণ-রাজ্য, পাপ আত্মাদের আসুরী দুনিয়া। এসব কথা তোমরা ব্যতীত আর কেউই জানে না। রাবণ যদিও রয়েছে, কিন্তু তাকে চিনতে কী পারে? না পারে না। শিবের চিত্রও রয়েছে, কিন্তু জানে না। বড়-বড় শিবলিঙ্গাদি তৈরী করে তথাপি বলে যে, নাম-রূপের উর্ধ্বে (ন্যায়ারা), সর্বব্যাপী, তাই বাবা বলেন, যদা যদাহি....., ভারতেই শিববাবার গ্লানি হয়। যে পিতা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান, তোমরা মনুষ্য-মতে চলে তাঁর কত গ্লানি কর। মনুষ্য-মত আর ঈশ্বরীয়-মতের বইও তো রয়েছে, তাই না। একথা তো তোমরাই জানো আর বোঝাও যে, আমরা শ্রীমতানুসারে দেবতা হই। রাবণ-মতে পরে আবার আসুরীয়

মানুষ হয়ে যায়। মানুষ মতকে আসুরী মত বলা হয়। আসুরী কর্তব্যই (কার্য) করতে থাকে। মূলকথা হলো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া। কুর্মাভ্যন্তর, মৎস্যাবতার ইত্যাদি। তাহলে কত আসুরী ছিঃ ছিঃ (অপবিত্র) হয়ে গেছে। তোমাদের আত্মা কূর্ম বা মৎস্যরূপী অবতার হয় না, মানুষের শরীরেই প্রবেশ করে। এখন তোমরা বোঝো যে, আমরা কোনো কূর্ম-মৎস্য কী পরিণত হই, না হই না। ৮৪ লক্ষ যোনীতে জন্ম নিই, না নিই না। এখন তোমরা বাবার শ্রীমত পেয়েছো - বাচ্চারা, তোমরা ৮৪ জন্ম নাও। ৮৪ আর ৮৪ লক্ষ-র পার্সেন্টেজকে কত বলবে ! এ মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা, এতে এক রতিও সত্য নেই। এরও অর্থ বোঝা উচিত। ভারতের অবস্থা দেখো কী হয়েছে। ভারত সত্যখন্ড ছিল, যাকে হেভেন(স্বর্গ) বলা হতো। আধাকল্প রাম-রাজ্য, আধাকল্প রাবণ-রাজ্যকে আসুরী সম্প্রদায়ের বলা হবে। শব্দ কত কড়া। আধাকল্প দেবতাদের রাজ্য চলে। বাবা বোঝান - লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্য ফার্স্ট, দ্য সেকেন্ড, দ্য থার্ড বলা হয়ে থাকে। যেমন এডওয়ার্ড ফার্স্ট, সেকেন্ড হয় ঠিক তেমনই, তাই না। প্রথম প্রজন্ম, পুনরায় দ্বিতীয় প্রজন্ম এভাবেই চলতে থাকে। তোমাদেরও প্রথমে হয় সূর্যবংশীয় রাজ্য পরে চন্দ্রবংশীয়। বাবা এসে ড্রামার রহস্যও সঠিকভাবে বোঝান। তোমাদের শাস্ত্রে এসব কথা নেই। কোনো-কোনো শাস্ত্রে সামান্য দাগ কাটা (বোঝানো) হয়েছে, কিন্তু সেইসময় যারা পুস্তক বা শাস্ত্রে রচনা করেছে তারা কিছুই বুঝতে পারেনি।

বাবাও (ব্রহ্মা) যখন বেনারস গিয়েছিলেন, সেইসময় এই দুনিয়া তাঁর ভালো লাগত না, ওখানে বসে-বসে সমস্ত দেওয়ালে দাগ কাটতেন। বাবা-ই এসব করতেন, কারণ আমি তো সেইসময় বাচ্চা ছিলাম, তাই না। সবকিছু বুঝতে পারতাম না। ব্যস্, মনে হতো কেউ এমন আছে যে আমাকে দিয়ে এসব করাত। বিনাশ দেখে ভিতরে(মনে) খুশীও হোত। রাতে যখন শুতে যেতাম তখনও যেন উড়তেই থাকতাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারতাম না। আমি এভাবেই দাগ কাটতে থাকতাম। মনে হতো যেন কোনো শক্তি রয়েছে, যা প্রবেশ করতো। আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। পূর্বে তো কাজ-কর্মাদি (ব্যবসা) করতাম, তারপর কী হলো, কাউকে দেখতাম আর তৎক্ষণাৎ ধ্যানে চলে যেতাম। আমি বলতাম - এটা কি হচ্ছে? যার দিকেই তাকাই তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতাম কি দেখেছো তখন তারা বলতো যে, বৈকুণ্ঠ দেখেছি, কৃষ্ণ দেখেছি। এইসবও বোঝার মতন বিষয়(কথা), তাই না। তাই বোঝার জন্য সবকিছু ছেড়ে বেনারস চলে গেছি। সারাদিন বসে থাকতাম শুধু পেন্সিল আর দেওয়াল আর অন্য কোনো কাজই নেই। বাচ্চা ছিলাম, তাই না। যখন এমন-এমন সব দেখি তখন বুঝি যে এখন এসব কিছু করতে হবে না। ব্যবসাদি ছাড়তে হবে। খুশী ছিল যে, এই বোঝা ছাড়তে হবে। রাবণ-রাজ্য তো, তাই না। রাবণের উপরে (মাথার মুকুট) গর্দভের মস্তক দেখান হয়, তাই না। তখন মনে হয় যে, এ কোনো রাজস্ব নয়, বোঝা। গাধা মুহূর্তে-মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ধোপার কাপড়-জামা সব খারাপ করে দেয়। বাবাও (শিব) বলেন, তুমি কি ছিলে, এখন তোমার কি অবস্থা হয়ে গেছে। একথা বাবা-ই বসে বোঝান আর এই দাদাও বোঝান। দুজনেরই বোঝানো চলতে থাকে। জ্ঞানকে যারা ভালোভাবে বোঝাতে পারে, তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হবে। নশ্বরের ক্রমান্বয়েই তো হয়, তাই না। বাচ্চারা, তোমরাও বোঝাও, এই রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। অবশ্যই নশ্বরের ক্রমানুসারেই পদপ্রাপ্তি হবে। আত্মাই প্রতি কল্পে নিজের পার্ট প্লে করে। সকলেই সমানভাবে একইরকমের জ্ঞান ধারণ করবে না। এই স্থাপনাই বিস্ময়কর। অন্য কেউ কি আর স্থাপনার জ্ঞান দেয়, না দেয় না। মনে করো, শিখ-ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। শুদ্ধ আত্মা প্রবেশ করেছে, তার কিছু সময় পরে শিখ-ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। তাদের হেড (প্রধান) কে ? গুরুনানক। তিনি এসে জপসাহেব রচনা করেন। প্রথমে তো নতুন আত্মাই হবে, কারণ (নতুন) আত্মা পবিত্র হয়। পবিত্রকে মহান আত্মা বলা হয়। সুপ্রীম তো একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। তিনিও ধর্ম স্থাপনা করেন তাই তাকে মহান বলা হবে। কিন্তু নশ্বরের ক্রমানুসারেই (পর-পর) আসে। ৫০০ বছর পূর্বে এক আত্মা এসেছিল, এসে শিখ ধর্ম স্থাপন করে, ওইসময় গ্রন্থ সাহেব কোথা থেকে আসবে। অবশ্যই সুখমণী, জপসাহেব ইত্যাদি পরে বানিয়েছিল, তাই না। কি শিক্ষা দেন। উৎসাহ আসে মনে, তখন বসে বাবার মহিমা কীর্তন করে। এছাড়া এসব পুস্তকাদি তো পরে বসে তৈরী করা হয়েছে। যখন সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। পার্থক্যও তো চাই পড়ার জন্য। সকলের শাস্ত্র পরে রচিত হয়েছে। যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন শাস্ত্র পার্থ করে। জ্ঞান তো চাই, তাই না। প্রথমে সতোগ্রহান হবে, পরে সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসে। যখন অতি বৃদ্ধি হয় তখন মহিমা-কীর্তিত হয় আর শাস্ত্রাদি রচিত হয়। তা নাহলে বৃদ্ধি কে করবে, ফলোয়ার্স (শিষ্য) তো হতে হবে, তাই না। তখন শিখ-ধর্মের আত্মারা আসবে যারা এসে ফলো করবে। তাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন।

নতুন যে আত্মারা পরমধাম থেকে আসে, তাদের তো কোনো দুঃখ থাকে না। ল' বলে না (এটাই নিয়ম)। আত্মা যখন সতোগ্রহান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসে তখন দুঃখ শুরু হয়। ল' ও আছে না (নিয়মও আছে)?। এখানে হলো মিস্ত্র আপ, রাবণ-সম্প্রদায়ও রয়েছে, আবাব রাম-সম্প্রদায়ও রয়েছে। এখনও তো সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়নি। সম্পূর্ণ হলে তখন শরীর ত্যাগ করে দেবে। যারা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করেছে, তাদের কোনো দুঃখ থাকতে পারে না। তারা এই ছিঃ-ছিঃ

দুনিয়ায় থাকতে পারে না। তারা চলে যাবে, বাকি যারা থেকে যাবে তারা এখনও কর্মাক্রান্ত হইনি। সকলেই তো একসঙ্গে কর্মাক্রান্ত হতে পারে না। যদিও বিনাশ হয় তথাপি কিছু তো বেঁচে থাকবে। প্রলয় হয় না। গায়নও করে যে, রাম গেছে, রাবণ গেছে..... রাবণের অনেক বড় পরিবার। আমাদের পরিবার তো ছোট। এখানে অনেক ধর্ম। বাস্তবে সর্বাপেক্ষা বড় পরিবার তো আমাদের হওয়া উচিত কারণ দেবী-দেবতা ধর্ম সর্বপ্রথমে আসে। এখন তো সব মিলেমিশে গেছে তাই খ্রীষ্টান অনেক হয়ে গেছে। যেখানে মানুষ সুখ দেখে, পদ মর্যাদা (পজিশন) দেখে, তখন সেই ধর্মকে গ্রহণ করে। যখন-যখন পাপ আসে তখন অনেকেই খ্রীষ্টান (ধর্মান্তরিত) হয়ে যায়। তখন বৃদ্ধিও অনেক হয়। সত্যযুগে তো হয়ই এক পুত্রসন্তান, এক কন্যাসন্তান। আর কোনো ধর্মের এমন বৃদ্ধি হয় না। এখন দেখো, খ্রীষ্টান সর্বাপেক্ষা অধিক। যারা অধিক সন্তানের জন্ম দেয়, তারা পুরস্কার পায় কারণ তাদের তো অনেক মানুষ চাই, তাই না। যারা মিলিটারী, যুদ্ধের কার্যে ব্যবহৃত হবে। তারাও তো খ্রীষ্টান। রাশিয়া, আমেরিকায় সকলেই খ্রীষ্টান, একটি কাহিনী রয়েছে - দুটি বানর লড়াই করে আর মাখন বিড়ালে খেয়ে যায়। ড্রামাও এভাবেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বসবাস করতো। যখন পৃথক হয়ে যায় তখন পাকিস্তানে নতুন রাজত্ব শুরু হয়। এই ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত। দুপক্ষ যখন লড়াই করবে, তখন অন্য দেশ থেকে বারুদ(অস্ত্র-শস্ত্র) নেবে, তখন তাদের ভাল ব্যবসা হবে। সর্বোচ্চ ব্যবসা হলো ঔনার (পরমাত্মা)। কিন্তু ড্রামার ভবিষ্যৎ এই যে, বিজয় তোমাদের হবে। এটা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে, কেউ-ই তোমাদের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাকি সকলের-ই বিনাশ হবে। তোমরা জানো যে, নতুন দুনিয়ায় আমাদের রাজত্ব হবে। যার জন্যই তোমরা পড়ছো। তোমরা এখন যোগ্য তৈরী হচ্ছে। তোমরা যোগ্য ছিলে, এখন অযোগ্য হয়ে গেছ, পুনরায় যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। গায়নও করা হয় যে, পতিত-পাবন এসো। কিন্তু এর অর্থ কি বুঝতে পারে, না পারে না। এ হলোই সম্পূর্ণ জঙ্গল। এখন বাবা এসেছেন, এসে কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করেন। ওটা হলো ডিটি (দেবতাদের) ওয়ার্ল্ড, আর এটা হলো ডেভিল ওয়ার্ল্ড (অসুরদের দুনিয়া)। মনুষ্য-সৃষ্টির সমগ্র রহস্য বুঝিয়েছেন। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা নিজেদের ধর্মকে ভুলে গিয়ে ভ্রষ্ট হয়ে গেছি। সব কর্ম এখানে বিকর্মই হয়ে যায়। কর্ম, বিকর্ম, অকর্মের গতি বাবা তোমাদের বুঝিয়ে গিয়েছিলেন। তোমরা জানো যে, নিশ্চিতই কাল আমরা এমন ছিলাম। পুনরায় আজ আমরা এমন (দেবী-দেবতা) তৈরী হচ্ছি। দৈবী-যুগ নিকটেই রয়েছে, তাই না। বাবা বলেন, কাল তোমাদের দেবতায় পরিণত করেছিলাম, রাজ্য-ভাগ্য দিয়েছিলাম, সেসব এখন কি করেছে? এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে - ভক্তিমাগে আমরা কত ধন-সম্পত্তি নষ্ট করেছি। যেন কালকের কথা, তাই না। বাবা তো এসে হাতের উপর স্বর্গ রাখেন। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবা এও বুঝিয়েছেন যে, এই চোখ কত ধোঁকা দেয়। ক্রিমিনাল আই-কে (কু-দৃষ্টি) জ্ঞানের মাধ্যমে সিভিল বানাতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের অসীম জাগতিক ডায়েরীতে নিজের চার্ট নোট করতে হবে যে, আমরা স্মরণে থেকে কতটা লাভ বৃদ্ধি করতে পেরেছি? লোকসান হয়ে যায়নি তো? স্মরণের সময় বুদ্ধি কোথায়-কোথায় গিয়েছিল?

২) এই জন্মে বাল্যকাল থেকে আমাদের দ্বারা কী-কী উল্টোকর্ম বা পাপ হয়েছে, তা নোট করতে হবে। যেকথা হৃদয়কে দংশন করে তা বাবাকে শুনিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে যেতে হবে। এখন কোনো পাপকর্ম করা উচিত নয়।

বরদানঃ:- কর্মবন্ধনকে সেবার বন্ধনে পরিবর্তন করে সকলের থেকে ডিট্যাচ আর পরমাত্মার প্রিয় ভব পরমাত্মার ভালোবাসা হলো ব্রাহ্মণ জীবনের আধার । কিন্তু সেটা তখন প্রাপ্ত হবে যখন সবকিছুর থেকে নিজেকে ডিট্যাচ রাখতে পারবে। যদি প্রবৃত্তিতে থাকো তাহলে সেবার জন্য থাকো। কখনও এটা মনে করো না যে হিসেব-নিকেশ রয়েছে, কর্মবন্ধন রয়েছে। পরিবর্তে মনে করবে যে সেবা রয়েছে । সেবার বন্ধনে আবদ্ধ থাকলে কর্মবন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেবা ভাব নেই তো কর্ম বন্ধন আকর্ষণ করবে। যেখানে কর্মবন্ধন রয়েছে সেখানে দুঃখের ঢেউ রয়েছে । সেবার বন্ধনে খুশী আছে। সেইজন্য কর্মবন্ধনকে সেবার বন্ধনে পরিবর্তন করে সকলের থেকে ডিট্যাচ থেকেও প্রিয় হয়ে থাকো তাহলে পরমাত্মার প্রিয় হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- শ্রেষ্ঠ আত্মা হলো সে যে স্ব স্থিতির দ্বারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে পার করতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের আত্মিক কারিগরি শেখাতে, যে কারিগরির দ্বারা তোমরা সূর্য চন্দ্রকে পার করে শান্তিধামে যাও"

*প্রশ্নঃ - সায়েন্সের অহংকার এবং সাইলেন্সের অহংকার - এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

*উত্তরঃ - সায়েন্স অহংকারী হয়ে চাঁদ তারায় যাওয়ার জন্য কত অর্থ ব্যয় করে। দেহের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রা করে। তাদের ভয় থাকে যাতে রকেট ফেল না হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা সাইলেন্সের অহংকার নিয়ে একটি টাকাও খরচ না করে সূর্য চন্দ্রকে পার করে মূলবতনে পৌঁছে যাও। তোমাদের কোনও ভয় থাকে না, কারণ তোমরা শরীর এখানেই ছেড়ে চলে যাও।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা শোনে যে, সায়েন্টিস্টদের দল চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা তো শুধুমাত্র চাঁদ পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করছে, কত টাকা খরচ করছে। খুব ভয় থাকে উপরে যাত্রা করার। এখন তোমরা নিজেদের নিয়ে বিচার করো, তোমরা কোথাকার বাসিন্দা? তারা তো চন্দ্রমার দিকে যাচ্ছে। তোমরা তো সূর্য-চন্দ্র পার করে চলে যাও একেবারে মূলবতনে। তারা তো উপরে গেলে অনেক টাকা পায়। উপরে ভ্রমণ করে এলে লক্ষ লক্ষ উপহার পায়। শরীরের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যায়। তারা হলো সায়েন্স নিয়ে অহংকারী। তোমাদের কাছে আছে সাইলেন্সের অহংকার। তোমরা জানো আমরা আত্মা নিজের শান্তিধাম ব্রহ্মাণ্ডে যাই। আত্মা-ই সবকিছু করে। তাদের আত্মাও শরীর সহ উপরে যাত্রা করে। খুবই ভয়ংকর। ভয়ও পায়, উপর থেকে নীচে পড়লে জীবন শেষ হয়ে যাবে। সেসবই হল দৈহিক জগতের কারিগরি। বাবা তোমাদের আত্মিক কারিগরি শেখান। এই কারিগরি শিখলে তোমাদের বিশাল পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ২১ জন্মের পুরস্কার, নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। আজকাল গভর্নমেন্ট লটারিও বের করে, তাইনা। এই বাবা তোমাদের পুরস্কার দেন। আর কি শেখান? তোমাদের একেবারে উপরে নিয়ে যান, যেখানে তোমাদের আসল ঠিকানা আছে। এখন তোমাদের মনে পড়েছে তাইনা যে, আমাদের ঠিকানা কোথায় এবং যে রাজধানী হারিয়েছে, সেটাই বা কোথায়। রাবণ কেড়ে নিয়েছে। এখন আমরা আবার নিজের প্রকৃত আসল ঠিকানায় পৌঁছে যাই এবং রাজত্বও প্রাপ্ত করি। মুক্তিধাম আমাদের ঠিকানা - সে কথা তো কেউ জানে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের শেখানোর জন্য দেখা বাবা কোথা থেকে আসেন, কত দূর থেকে আসেন। আত্মাও হল রকেট। তারা দেখার চেষ্টা করে উপরে গিয়ে যে চাঁদে কি আছে, তারায় কি আছে? তোমরা বাচ্চারা জানো সেসব হল মহাকাশের আলো। যেমন কোনও স্থান বিশেষে বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করা হয়। মিউজিয়ামেও তোমরা আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করো, তাইনা। আর এ হল অসীম জগতের। এখানে এই সূর্য, চাঁদ, তারা হলো আলো প্রদানকারী। মানুষ ভাবে সূর্য-চন্দ্রমা হল দেবতা। কিন্তু তারা দেবতা নয়। এখন তোমরা বুঝেছ বাবা কীভাবে এসে আমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। এরা হল জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞান লাকি তারা। জ্ঞানের দ্বারা-ই বাচ্চারা তোমাদের সদগতি হচ্ছে। তোমরা কত দূর পর্যন্ত যাও। বাবা-ই ঘরে ফেরার পথ বলে দিয়েছেন। বাবা ব্যতীত কেউ নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারে না। বাবা যখন এসে শিক্ষা প্রদান করেন, তখন তোমরা জানো। এই কথাও বুঝতে পারো আমরা আত্মারা পবিত্র হব তবেই নিজের ঘর পরমধাম যেতে পারব। এবার যোগবলের দ্বারা হোক বা দন্ড ভোগের বল দ্বারা ই হোক পবিত্র হতে হবে। বাবা তো বোঝাতে থাকেন যত বেশি বাবাকে স্মরণ করবে ততই তোমরা পবিত্র হবে। স্মরণ না করলে পতিত থেকে যাবে তারপর অনেক সাজা ভোগ করতে হবে এবং পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ পদ মর্যাদাও কম হয়ে যাবে। বাবা নিজে বসে তোমাদের বোঝান। তোমরা এই ভাবে ঘরে ফিরতে পারবে। ব্রহ্মান্ড কি, সৃষ্টি বতন কি, কিছুই জানেনা। স্টুডেন্ট প্রথমে কি জানে নাকি, যখন পড়া শুরু করে তখন নলেজ প্রাপ্ত করে। নলেজও হয় কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়। আই. সী. এস এর পরীক্ষা দিলে তো বলা হবে নলেজফুল। এর চেয়ে বড় নলেজ কিছু হয় না। এখন তোমরাও কত উঁচু মানের নলেজ শিখছো। বাবা তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিচ্ছেন যে বাচ্চারা মামেকম স্মরণ করো তাহলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হবে। আসলে তোমরা আত্মারা পবিত্র ছিলে। উপরে নিজের ঘরে অর্থাৎ পরমধামের বাসিন্দা ছিলে, যখন তোমরা সত্যযুগে জীবন্মুক্তিতে থাকো তখন অন্যরা সবাই মুক্তিধামে থাকে। মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দুটিকে আমরা শিবালয় বলতে পারি। মুক্তিতে শিববাবাও থাকেন, আমরা আত্মা রূপী বাচ্চারাও থাকি। এই হলো রূহানী হাইয়েস্ট নলেজ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উচ্চতম জ্ঞান। তারা বলে আমরা চাঁদের উপরে গিয়ে থাকব। কত মাথা ঘামায়। বীর বাহাদুরি দেখায়। এত এত মাল্টি মিলিয়ন মাইল বা কোটি কোটি মাইল দূরে উপরে যাত্রা করে, কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হয় না আর তোমাদের

আশা পূর্ণ হয়। তাদের হলো মিথ্যা দৈহিক অহংকার। তোমাদের হলো আত্মিক অহংকার। তারা মায়াবাহাদুরি দেখায় কতরকমের। মানুষ কত হাততালি দেয়, অভিনন্দন জানায়। প্রাপ্তিও হয় অনেক। ৫-১০ কোটি প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে তারা যে ধন প্রাপ্ত করে, সেসব শেষ হয়ে যাবে। ভেবে নাও আর বাকি কিছু দিন আছে। আজ কি আছে, কাল কি হবে! আজ তোমরা হলে নরক বাসী, কাল স্বর্গ বাসী হয়ে যাবে। সময় বেশি লাগে না, সুতরাং তাদের হল দৈহিক শক্তি এবং তোমাদের হল আত্মিক শক্তি। যে কথা শুধু তোমরাই জানো। তারা দৈহিক শক্তি দিয়ে কত দূর যাবে। চাঁদ, তারা পর্যন্ত যাবে আর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তারপর সব শেষ হবে। তাদের কারিগরি এই পর্যন্তই শেষ হয়ে যাবে। সে সব হলো দৈহিক জগতের উচ্চতম কারিগরি, তোমাদের হল আত্মিক জগতের উচ্চতম কারিগরি। তোমরা শান্তিধাম যাও। তার নাম-ই হলো সুইট হোম। তারা কত উপরে যায় আর তোমরা নিজেদের হিসেব করো - তোমরা কত মাইল উপরে যাও? তোমরা কে? আত্মা। বাবা বলেন আমি কত কত মাইল উপরে থাকি। ওনতে পারবে? তাদের কাছে তো গণনা আছে, তারা বলে এত মাইল উপরে গিয়ে ফিরে এসেছি। খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, এমন ভাবে নামব এমন করব, অনেক শোরগোল হয়। তোমাদের কি আওয়াজ হবে? তোমরা কোথায় যাও তারপরে কীভাবে আসো, কেউ জানেনা। তোমরা কি প্রাইজ পাও, সে কথাও তোমরাই জানো। সবই ওয়ান্ডারফুল। সব বাবার কামাল, কেউ জানেনা। তোমরা তো বলবে এতে নতুন কথা কি আছে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে তারা নিজের প্র্যাক্টিস করতে থাকবে। তোমরা এই সৃষ্টি রূপী ড্রামার আদি, মধ্য, অন্তের সময়াবধি ইত্যাদি ভালো ভাবেই জানো। সুতরাং তোমাদের মনে নেশা থাকা উচিত - বাবা আমাদের কি শেখান। খুব উঁচু মানের পুরুষার্থ করি আমরা এবং করতে থাকবো। এই সব কথা অন্য কেউ জানেনা। বাবা হলেন গুপ্ত। তোমাদের রোজ কত কথা বোঝান। তোমাদের কত নলেজ দেন। তাদের যাত্রা হল সীমিত। তোমরা যাও অসীমে। তারা চাঁদ পর্যন্ত যায়, এবারে সেসব তো হল বিশাল আলো, আর কিছু তো নয়। তাদের ধরাতল দেখতে খুব ছোট লাগে। সুতরাং তাদের জাগতিক জ্ঞান এবং তোমাদের জ্ঞানে অনেক তফাৎ আছে। তোমাদের আত্মা কতখানি সূক্ষ্ম। কিন্তু রকেট খুবই তীব্র। আত্মারা উপরে থাকে তারপরে আসে পার্ট প্লে করতে। তিনিও হলেন সুপ্রিম আত্মা। কিন্তু তাঁর পূজো হবে কীভাবে। ভক্তিও অবশ্যই হতে হবে।

বাবা বুঝিয়েছেন অর্ধকল্প হলো জ্ঞান, অর্থাৎ দিন, অর্ধকল্প হল ভক্তি অর্থাৎ রাত। এখন সঙ্গম যুগে তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করো। সত্যযুগে তো জ্ঞান থাকে না তাই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়। সবাইকে পুরুষোত্তম বানানো হয়। তোমাদের আত্মা কত দূরে দূরে যাত্রা করে, তোমাদের খুব আনন্দ হয়, তাই না! তারা কারিগরি দেখায় তো অনেক ধন লাভ হয়। যদিও তোমরা জানো, যতই ধন প্রাপ্ত হোক সঙ্গে কিছুই যাবে না। এই মরে কি সেই মরে। সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এখন তোমরা কত মূল্যবান রত্ন প্রাপ্ত করো, সেসবের মূল্য গণনা করা যায় না। এক একটি বাক্য লক্ষ লক্ষ টাকার। কত সময় থেকে তোমরা শুনতেই থাকো। গীতায় কত মূল্যবান নলেজ আছে। এ হল প্রকৃত গীতা, যাকে মোস্ট ভ্যালুয়েবল বলা হয়। সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি হলো শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা। তারা যদিও পড়ে, কিন্তু অর্থ কিছু বোঝে না। কেবল গীতা পড়লে কি হবে! এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো, তবেই তোমরা পবিত্র হবে। যদিও তারা গীতা পড়ে কিন্তু একজনেরও বাবার সঙ্গে যোগ নেই। বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। পবিত্রও হতে পারবে না। এবার এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তোমাদের সামনে রয়েছে। তাঁদের দেবতা বলা হয়, কারণ দৈবীগুণ আছে। তোমরা হলে আত্মা, তোমাদের পবিত্র হয়ে সবাইকে নিজের প্রকৃত গৃহ পরমধামে ফিরতে হবে। নতুন দুনিয়ায় তো এত মানুষ থাকে না। বাকি সব আত্মাদের ফিরতে হবে নিজের ঘর পরমধামে। বাবা তোমাদের ওয়ান্ডারফুল নলেজ দেন, যার দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা স্বরূপে উচ্চ স্বরূপ ধারী হও। সুতরাং এমন পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ ততটাই চাই। বাবা এই কথা বোঝান, যে যেমন কল্প পূর্বে মনোনিবেশ করেছিল, সেরকমই করবে। বোঝা যায় সবই। বাবা সার্ভিস করার খবর শুনে খুশী হন। বাবাকে কখনও চিঠি না লিখলে বোঝেন তার বুদ্ধিযোগ কোথাও পাথরে নুড়িতে আটকে আছে। দেহ-অভিমান এসেছে, বাবাকে ভুলে গেছে। তা নাহলে ভেবে দেখো, লাভ ম্যারেজ করলে নিজেদের মধ্যে কতখানি ভালোবাসা থাকে। হ্যাঁ, যদিও কারো মন পরিবর্তন হয়ে গেলে স্ত্রীকে খুনও করে। এ হল তোমাদের তাঁর সঙ্গে লাভ ম্যারেজ। বাবা এসে তোমাদের নিজের পরিচয় দেন। তোমরা নিজেরা আপনা থেকেই পরিচয় প্রাপ্ত করো না। বাবাকে আসতে হয়। বাবা আসবেন তখন যখন দুনিয়া পুরানো হবে। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করতে অবশ্যই সঙ্গমেই আসবেন। বাবার ডিউটি হল নতুন দুনিয়া স্থাপন করা। বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন, অতএব এমন বাবার সঙ্গে কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত! তাহলে তোমরা কেন বলো যে, বাবা আমরা ভুলে যাই। বাবা হলেন কত উচ্চ থেকেও উচ্চ। তাঁর চেয়ে উচ্চ আর কেউ নেই। মানুষ মুক্তির জন্য কত মাথা ঘামায়, উপায় বের করে। কত মিথ্যা, ঠগবাজি চলছে। মহর্ষি ইত্যাদির কত নাম ডাক। গভর্নমেন্ট ১০ - ২০ একর জমি দান করে। এমন নয় যে গভর্নমেন্ট অধার্মিক। সেখানে কোনও মন্ত্রী ধার্মিক হয়, কেউ অধার্মিক, কেউ ধর্মকে বিশ্বাস করে না। বলা হয় রিলিজন ইজ মাইট অর্থাৎ ধর্ম-ই হল শক্তি। খ্রিস্টান ধর্মে শক্তি ছিল,

তাইনা। সম্পূর্ণ ভারতকে গ্রাস করে গেছে। এখন ভারতে কোনও শক্তি নেই। কত ঝগড়া মারামারি লেগে আছে। সেই ভারত কি ছিল। বাবা কীভাবে, কোথায় আসেন, কেউ তা জানে না। তোমরা জানো বাবা আসেন অত্যন্ত অধঃপতিত অপবিত্র দেশে, যেখানে রয়েছে নক্স (বড় বড় কুমীর), কুমীর থাকে। মানুষ এমন যে সব কিছু খায়। সবচেয়ে বেশি বৈষ্ণব ভারতে ছিল। এ হলো বৈষ্ণব রাজ্য, তাইনা। কোথায় এমন পবিত্র দেবতারা, আর কোথায় আজকাল দেখো কি-কি ভক্ষণ করে। মানুষথেকে হয়ে যায়। ভারতের কি অবস্থা হয়েছে। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ রহস্য বোঝানো হচ্ছে। উপর থেকে নীচে পর্যন্ত পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে। সর্ব প্রথম তোমরাই এই পৃথিবীতে থাকো, তারপরে মানুষ সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। এখন অল্প সময়ের মধ্যে হাহাকার হবে, তারপরে হায় হায় করতে থাকবে। স্বর্গে দেখো কত সুখ আছে। এই মুখ্য উদ্দেশ্যটি চিহ্ন রূপে দেখো। বাচ্চারা, এইসব তোমাদের ধারণও করতে হবে। কত বিশাল এই পড়াশোনা। বাবা কত ক্লিয়ার করে বোঝান। মালার রহস্যও বোঝান। উপরে ফুল আছে, রয়েছে শিববাবা, তারপরে মেরু....। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ। নিবৃত্তি মার্গের মানুষদের মালা জপ করার হুকুম নেই। এ হল-ই দেবতাদের মালা, তাঁরা রাজ্য কীভাবে প্রাপ্ত করেন, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। কেউ কেউ এমনও আছে, যারা নির্ভীক ভাবে বোঝাতে পারো - এসো তো আমরা তোমাদের এমন কথা বলি যা অন্য কেউ বলতে পারে না। এক শিববাবা ব্যতীত সে কথা আর কেউ জানে না। তাদের এই রাজযোগ কে শিখিয়েছে। খুব নরম করে বসিয়ে বোঝানো উচিত। এই ৮৪ জন্ম কিভাবে হয়, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র....। বাবা কত সহজ জ্ঞান বলে দেন এবং তার সাথে পবিত্রও হতে হবে, তবেই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপনকারী হলে তোমরা। বাবা তোমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন। তিনি হলেন দাতা, তাইনা। তিনি কিছু নেন না। তোমাদের পড়াশোনার এই হল পুরস্কার। এমন পুরস্কার অন্য কেউ দিতে পারে না। অতএব এমন বাবাকে ভালোবেসে কেন স্মরণ করো না। লৌকিক পিতাকে তো সারা জীবন স্মরণ করো। পারলৌকিক পিতাকে কেন স্মরণ করো না। বাবা বলেছেন, এ হল যুদ্ধের ময়দান, সময় লাগে পবিত্র হতে। এতটাই সময় লাগে যতক্ষণ লড়াই পূর্ণ হয়। এমন নয় যারা প্রথমে এসেছে তারা সম্পূর্ণ পবিত্র হবে। বাবা বলেন, মায়ার লড়াই খুব জোরে চলে। ভালো ভালোদেরও মায়া পরাজিত করে। এতই শক্তিশালী মায়া। যাদের পতন হয় তারা আর মুরলী কোথায় শোনে। সেন্টারে তো আসেই না তো তারা জানবে কীভাবে। মায়া একদম ওয়ার্থ নট এ পেনি করে দেয় অর্থাৎ কোনো কাজের নয় এমন করে দেয়। যখন মুরলী পড়বে তখন তো সজাগ হবে। নোংরা কাজ করে। কোনো সেন্সিবল বাচ্চা তাদের এই ভাবে বোঝাতে পারো - তুমি মায়ার কাছে পরাজিত হলে কীভাবে। বাবা তোমাদের কি কথা শোনান, তোমরা তবুও কোথায় যাচ্ছ, একবার ভেবে দেখো। মায়া এদের নষ্ট করছে দেখে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত। মায়া যাতে সম্পূর্ণ নষ্ট না করতে পারে, যাতে পুনরায় সজাগ হতে পারে। তা নাহলে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না। সঙ্ঘুর নিন্দা করাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্নেহ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার কাছে সাইলেন্সের কারিগরি শিখে এই দৈহিক জগৎ থেকে অসীম জগতে যেতে হবে। যেন নেশা থাকে যে বাবা আমাদের কত ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান প্রদান করে বিশাল পুরস্কার প্রদান করছেন।

২) নির্ভীক চিত্তে খুব মনোরম ভাবে সেবা করতে হবে। মায়ার যুদ্ধে বলশালী হয়ে বিজয়ী হতে হবে। মুরলী শুনে সজাগ থাকতে হবে এবং সবাইকে সজাগ করতে হবে।

বরদানঃ:- পরমপূজ্য হয়ে পরমাত্ম ভালোবাসার অধিকার প্রাপ্তকারী সম্পূর্ণ স্বচ্ছ আত্মা ভব সदा এই স্মৃতি জীবনে নিয়ে আসো যে আমি পূজ্য আত্মা এই শরীর রূপী মন্দিরে বিরাজমান আছি। এইরকম পূজ্য আত্মাই হল সকলের প্রিয়। তাদের জড় মূর্তিও সকলের কাছে প্রিয়। যদি কেউ নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করে কিন্তু মূর্তিকে ভালোবাসবে কেননা তার মধ্যে পবিত্রতা আছে। তো নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করো মন-বুদ্ধি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়েছে, অল্প একটুও অস্বচ্ছতা মিশ্র তো নেই? যারা এইরকম সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকে তারাই পরমাত্ম ভালোবাসার অধিকারী হয়।

স্নোগানঃ:- জ্ঞানের খাজানাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে প্রত্যেক সময়, প্রত্যেক কর্মকে বুঝে যে করে, সে-ই হল জ্ঞানী তু আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"রিটার্ন শব্দের স্মৃতি দ্বারা সমান হও এবং রিটার্ন-জার্নির স্মৃতি স্বরূপ হও"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকে তাঁর নিজের হৃদয় সিংহাসনাসীন, ব্রুকুটির সিংহাসনাসীন, বিশ্ব-রাজত্বের সিংহাসনাসীন, স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। পরমাত্ম হৃদয় সিংহাসন সারা কল্পে তোমরা হারানিধি ও অতি প্রিয় বাচ্চাদের এখন প্রাপ্ত হয়। ব্রুকুটি সিংহাসন তো সব আত্মার আছে, কিন্তু পরমাত্ম হৃদয় সিংহাসন ব্রাহ্মণ আত্মা ব্যতীত কারও প্রাপ্ত হয় না। এই হৃদয় সিংহাসনই বিশ্বের সিংহাসন প্রাপ্ত করায়। বর্তমান সময়ে তোমরা স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছ, স্বরাজ্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার গলার হার। স্বরাজ্য তোমাদের জন্মের অধিকার। নিজেকে এমন স্বরাজ্য অধিকারী অনুভব করো তোমরা? হৃদয়ে তোমাদের এই দৃঢ় সংকল্প আছে যে আমার এই বার্থ রাইট কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না! সেইসঙ্গে এই আধ্যাত্মিক নেশাও আছে যে আমি পরমাত্ম হৃদয় সিংহাসনাসীন। মানব জীবনে, তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হৃদয়ই মহান হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে। হৃদয় থেমে গেলো তো জীবন সমাপ্ত। সুতরাং আধ্যাত্মিক জীবনেও হৃদয় সিংহাসনের মহত্ব অনেক। যারা হৃদয় সিংহাসনাসীন সেই আত্মাদের বিশেষ আত্মা হিসেবে গায়ন হয়ে থাকে। সেই আত্মাদের ভক্তরা মালার দানা রূপে স্মরণ করে থাকে। সেই আত্মারা কোটির মধ্যে কিছু, কিছু মধ্যও কেউ হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে। তো তারা কা'রা? তোমরা? পান্ডবও আছে? মাতারাও আছে? (হাত নাড়াচ্ছে) তো বাবা বলেন, অতি প্রিয় বাচ্চারা কখনো কখনো হৃদয় সিংহাসন ছেড়ে দেহরূপী মাটির সাথে কেন হৃদয় সংযুক্ত করো? দেহ হলো মাটি। তাইতো অতি প্রিয় বাচ্চারা কখনো মাটিতে পা রাখে না, সদা সিংহাসনে, আসনে কিংবা অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দোলে। তোমাদের জন্য বাপদাদা ভিন্ন ভিন্ন দোলনা দিয়েছেন, কখনো সুখের দোলায় দোলো, কখনো খুশির দোলায় দোলো। কখনো আনন্দময় দোলাতে দোলো।

তো বাপদাদা আজ এমন শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের দেখছিলেন যে কীভাবে তারা নেশার সাথে দোলায় দুলছে। নিরন্তর দোলো? দোদুল্যমান? তোমরা মাটিতে যাও না তো! কখনো কখনো মন চায় কি, মাটিতে পা রাখতে? কেননা, ৬৩ জন্ম মাটিতেই পা রেখেছো, মাটির সাথেই খেলেছো। মাটির সাথে এখন খেল না তো, তাই না? কখনো কখনো মাটির দিকে পা যায়, নাকি যায় না? কখনো কখনো চলে যায়। দেহভাবও মাটিতে পা রাখাই হয়। দেহ অভিমান তো অতি গভীরভাবে মাটিতে পা থাকা। কিন্তু দেহভাব অর্থাৎ বডি কনসাসেন্স - এটাও মাটি। সঙ্গমের সময়ে যত বেশি থেকে বেশি সিংহাসনাসীন হবে ততই অর্ধেক কল্প সূর্য বংশের রাজধানীতে এবং চন্দ্র বংশের রাজত্বও সূর্যবংশী রাজ ঘরানার হবে। যদি এখন সঙ্গমে কখনো কখনো সিংহাসনাসীন থাকবে তাহলে সূর্যবংশের রয়্যাল ফ্যামিলিতে ততটাই অল্প সময় থাকবে। হতে পারে সিংহাসনাসীন টার্ন বাই টার্ন হবে, কিন্তু রয়্যাল ফ্যামিলি, রাজ্য ঘরানার আত্মাদের সাথে সদা সম্বন্ধে হবে। সুতরাং চেক করো - সঙ্গম যুগের আদি সময় থেকে এখন পর্যন্ত তা' ১০ বছর হোক বা ৫০ বছর, কিংবা ৬৬ বছরই হোক, কিন্তু যখন থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ তখন সেই আদি থেকে এখন পর্যন্ত কত সময় হৃদয় সিংহাসনাসীন স্বরাজ্য সিংহাসনাসীন ছিলে? বহুকাল ছিলে, নিরন্তর ছিলে নাকি কখনো কখনো ছিলে? যে পরমাত্ম-সিংহাসনাসীন থাকবে তার লক্ষণ হবে - প্রত্যক্ষ আচার-আচরণ এবং মুখমন্ডল দ্বারা সে সদা নিশ্চিত বাদশাহ হবে। স্থূল বোঝা তো মাথার ওপরে থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম বোঝা নিজের মনে থাকে। তো তাদের মনে কোনো বোঝা থাকে না। চিন্তা হলো বোঝা, আর চিন্তামুক্ত হওয়া হলো ডবল লাইট। কোনও রকমের তা' সেবার হোক বা সম্বন্ধ- সম্পর্কের, কিংবা স্থূল সেবার, আধ্যাত্মিক সেবারও বোঝা থাকবে না - কী হবে, কীভাবে হবে ... সফলতা হবে কি হবে না! ভাবা এবং প্ল্যান বানানো আলাদা ব্যাপার, বোঝা (ভার) আলাদা ব্যাপার। যাদের বোঝা থাকে তাদের লক্ষণ হলো মুখমন্ডলে সদা অধিক অথবা অল্প ক্লান্তির চিহ্ন থাকবে, ক্লান্ত হওয়া আলাদা ব্যাপার, ক্লান্তির সামান্য চিহ্ন থাকা, সেটাও বোঝার লক্ষণ। আর নিশ্চিত বাদশাহর অর্থ এই নয় যে অমনোযোগী থাকবে, হবে অমনোযোগী আর বলবে আমি তো নিশ্চিত বাদশাহ রূপে থাকি। অমনোযোগিতা - এটা খুব ঠকায়। তীর পুরুষার্থেরও সেই শব্দ আর অমনোযোগিতারও সেই একই শব্দ। তীর পুরুষার্থী সদা দৃঢ় নিশ্চয় থাকার কারণে এটাই ভাবে - সব কার্য সাহস আর বাবার সহায়তায় সফল হয়েই আছে এবং অমনোযোগীরও এই শব্দই, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, হয়েই আছে। কোনও কার্য বাকি রয়েছে কি, হয়ে যাবে। তো শব্দ এক, কিন্তু রূপ আলাদা আলাদা।

বর্তমান সময়ে মায়ার বিশেষ দুই রূপ বাচ্চাদের পেপার নিয়ে থাকে। জানো তোমরা? জানো তো বটেই। এক, বার্থ সংকল্প, বিকল্প নয়, বার্থ সংকল্প। আরেকটা কি সেটাও বাবা বলবেন? আরেক হলো, "আমিই রাইট।" যা করেছে, যা বলেছি, যা ভেবেছি... আমি কম নই, আমি রাইট। বাপদাদা সময় অনুসারে এখন এটাই চান - একটা শব্দ স্মৃতিতে বজায় রাখো -

বাবার থেকে হওয়া সর্ব প্রাপ্তির, স্নেহের, সহযোগের রিটার্ন করতে হবে। রিটার্ন করা অর্থাৎ সমান হওয়া। দ্বিতীয়ত, এখন আমাদের রিটার্ন জার্নি (ফিরতি যাত্রা)। একটাই শব্দ রিটার্ন সদা যেন স্মরণে থাকে। সেইজন্য খুব সহজ সাধন হলো - প্রতিটা সংকল্প, বোল আর কর্ম ব্রহ্মা বাবার সাথে ট্যালি (মিলিয়ে) করে নাও। বাবার সংকল্প কী ছিল? বাবার বোল কী ছিল? বাবার কর্ম কী ছিল? একেই বলা হয়ে থাকে ফলো ফাদার। ফলো করা তো সহজ হয় তো না! নতুন ভাবনা, নতুন কিছু করা তার আবশ্যিকতা তো নেইই, যা বাবা করেছেন, ঠিক সেটাই ফলো ফাদার। সহজ তো না!

টিচার্স - টিচার্স হাত তোলো। ফলো করা সহজ, নাকি কঠিন? সহজ তো না! কেবল ফলো ফাদার। প্রথমে চেক করো, যেমন, প্রবাদ আছে আগে ভাবো পরে করো, আগে পরিমাপ করো তারপরে বলো। এখন এই বছরের এটা লাস্ট মান্থ, পুরানো চলে যাবে নতুন আসবে। তো সব টিচার্স নতুন আসার আগে কী করতে হবে, এই বছরে তার প্রস্তুতি করে নাও। এই সংকল্প করো যে বাবার কদমে কদম রাখা ব্যতীত অন্য কোথাও কদম রাখব না। কেবল ফুট স্টেপ। কদমে কদম রাখা তো ইজি, তাই না! নতুন বছরে এখন থেকে সংকল্পে প্ল্যান বানাও, ব্রহ্মা বাবা যেমন সদা নিমিত্ত আর নির্মাণ ছিলেন তেমন নিমিত্ত ভাব আর নির্মাণ ভাব থাকবে। শুধু নিমিত্ত ভাব নয়, নিমিত্ত ভাবের সাথে নির্মাণ ভাব, দুইই আবশ্যিক, কেননা টিচার্স তো নিমিত্ত, তাই না! তোমরা নিমিত্ত না! তো সংকল্পেও, বোলেও এবং কারও সঙ্গে সম্বন্ধে, তোমাদের কর্ম, প্রতিটা বোল নির্মাণ হতে হবে। যে নির্মাণ সেই নিমিত্ত হওয়ার ভাবে থাকে। যে নির্মাণ নয় তার মধ্যে অল্পবিস্তর সূক্ষ্ম বা মহারূপে অভিমান যদি নাও বা থাকে তবুও কর্তৃত্ব ভাব থাকবে। এই কর্তৃত্ব ভাব, এটাও অভিমানের অংশ। তোমাদের বোলের ভাষা যেন সদা নির্মল আর মধুর হয়। যখন সম্বন্ধ-সম্পর্কে আত্মিক রূপের স্মৃতি থাকে তখন সদা নিরাকারী এবং নিরহংকারী থাকো তোমরা। ব্রহ্মা বাবার লাস্টের তিন শব্দ মনে থাকে তোমাদের? নিরাকারী, নিরহংকারী তথা নির্বিকারী। আচ্ছা, ফলো ফাদার। এতে তোমরা পাক্কা তো না!

আগামী বছরের মুখ্য লক্ষ্য স্বরূপের স্মৃতি হলো - এই তিন শব্দ - নিরাকারী, নিরহংকারী, নির্বিকারী। এমনকি লেশমাত্রও যেন না থাকে, বড়-বড় রূপ তো ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু অংশমাত্রও থাকবে না। কেননা, অংশই ঠিকিয়ে থাকে। ফলো ফাদার- এর অর্থই হলো এই তিন শব্দ সদা স্মৃতিতে রাখা। ঠিক আছে?

আচ্ছা - ডবল ফরেনার্স ওঠো। ভালো গ্রুপ এসেছে। বাপদাদা ডবল ফরেনারদের একটা ব্যাপারে খুশি, জানো তোমরা কোন ব্যাপারে? জানো? দেখ, যতই দূর থেকে, দূরদেশ থেকে তোমরা আসো না কেন কিন্তু যে ডাইরেকশন তোমরা পেয়েছো যে এই টার্নেও তোমাদের আসতে হবে, তো তোমরা এখানে পৌঁছেই গেছো তো না! কীভাবে তোমরা চেষ্টা করেছ সেটা ব্যাপার না, যেভাবেই হোক পুরুষার্থ করে তোমরা বড় গ্রুপই পৌঁছে গেছ। দাদির ডাইরেকশন ঠিক ভাবে মেনেছো, তাই না! এর জন্য অভিনন্দন। বাপদাদা প্রত্যেককে দেখছেন, দৃষ্টি দিচ্ছেন। এমন নয় যে স্টেজেই দৃষ্টি লাভ হয়। দূর থেকে আরও ভালো দেখা যাচ্ছে। ডবল ফরেনার্স 'হাঁ জী'র পাঠ ভালো করে পড়েছে। বাপদাদার ডবল ফরেনার্স-এর প্রতি ভালোবাসা তো আছেই, উপরন্তু তাঁর গর্বও হয়, কারণ বিশ্বের কোণে কোণে বার্তা পৌঁছানোর জন্য ডবল ফরেনার্স-ই নিমিত্ত হয়েছে। বিদেশে এখন কোনো বিশেষ স্থান রয়ে গেছে, গ্রামগুলো বাকি থেকে গেছে, নাকি বিশেষ স্থান? কোণে কোণে, গ্রামে গ্রামে অথবা ছোট লোক বসতিতে বাকি রয়ে গেছে, নাকি বিশেষ স্থানে বাকি থেকে গেছে? তবুও দেখ, যারা এসেছে এটাও গ্রুপ, কত দেশের গ্রুপ এটা? গুণতি করেছে? করনি তোমরা। তবুও বাপদাদা জানেন যে বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অনেক দেশে তোমরা আত্মারা নিমিত্ত হয়েছে। বাপদাদা প্রায়শ বলেই থাকেন যে বিশ্ব কল্যাণকারীর টাইটেল বাবার ডবল বিদেশিরাই প্রত্যক্ষ করিয়েছে। এটা ভালো। প্রত্যেকে নিজের নিজের স্থানে স্বয়ং আপন পুরুষার্থে এবং সেবাতে এগিয়ে যাচ্ছে, আর সদা এগিয়ে যেতে থাকবে। সফলতার নক্ষত্র হয়েই আছে। খুব ভালো।

কুমারদের প্রতি : - মধুবনের কুমারও আছে। দেখ, কুমারদের সংখ্যা দেখো কত আছে! অর্ধেক ক্লাসই তো কুমারদের। কুমার এখন সাধারণ কুমার নয়। এখন কুমারদের টাইটেল আছে, কোন্ কুমার তোমরা? ব্রহ্মাকুমার তো হওই, কিন্তু ব্রহ্মা কুমারদের বিশেষত্ব কী? কুমারদের বিশেষত্ব হলো - যেখানেই অশান্তি হবে সেখানে সদা শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার শান্তিদূত তোমরা। মনের অশান্তি নেই, বাইরের অশান্তি নেই। কুমারদের কাজই হলো কঠিন কাজ করা, হার্ড ওয়ার্কার তো না! তো আজ সবচাইতে হার্ড থেকে হার্ড ওয়ার্ক হলো - অশান্তি মিটিয়ে শান্তিদূত হয়ে শান্তি ছড়িয়ে দেওয়া। তোমরা এমন কুমার? এমন তোমরা? অশান্তির লেশমাত্রও থাকবে না, এমন শান্তিদূত হও তোমরা? না বিশ্বে, না তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে অশান্তি থাকা উচিত নয়। শান্তিদূত, যেমন, যারা আগুন নেভায় তারা যেখানেই আগুন লাগবে নেভাবে তো না! তো শান্তিদূতের কাজই হলো অশান্তিকে শান্তিতে বদলানো। তোমরা তো শান্তিদূত, তাই না! পাক্কা! পাক্কা? পাক্কা? খুব ভালো লাগছে, এত কুমার দেখে বাপদাদা খুশি হন। আগেও বাপদাদা তোমাদের প্ল্যান দিয়েছিলেন যে দিল্লিতে

সর্বাধিক সংখ্যক কুমার রয়েছে, যা গভর্নমেন্ট মনে করে কুমার মানেই যারা ঝামেলা করে, ভয় পায় কুমারদের। এইরকম ভীত গভর্নমেন্ট, প্রত্যেক ব্রহ্মাকুমারকে শান্তিদূত এর টাইটেল দ্বারা যেন স্বাগত জানায়, তবেই কুমারদের চমৎকারিত্ব। সারা বিশ্বে যেন ছড়িয়ে যায় যে ব্রহ্মাকুমার শান্তির দূত। এটা হতে পারে তো না? দিল্লিতে করতে হবে। করতে তো হবে, তাই না - দাদিরা করবে? এত কুমার রয়েছে, একটা গ্রুপে এত আছে তবে সব গ্রুপে কত হবে? বিশ্বে কত হবে? (আনুমানিক এক লক্ষ) অতএব, কুমার করো চমৎকার। গভর্নমেন্টের মধ্যে কুমারদের প্রতি যে ভুল ভরা আছে তার সমাধান করে দাও। মনের মধ্যেও কিন্তু অশান্তি নয়। সাথীদের মধ্যেও অশান্তি নয় এবং নিজের স্থানেও অশান্তি নয়। নিজের শহরেও অশান্তি নয়। কুমাররা শুধু তোমাদের মুখে বোর্ড লাগানোর প্রয়োজন নেই, কিন্তু তোমাদের ললাটে অটোমেটিক্যালি যেটা লেখা হয়ে আছে যে এরা শান্তিদূত সেটা অনুভূত হতে দাও। ঠিক আছে তো না!

কুমারীদের প্রতি : - কুমারীরাও সংখ্যায় অনেক রয়েছে। যারা সেন্টারে থাকে তারা নয়, যারা সেন্টারে থাকে না, তারা ওঠো। তো এই সব কুমারীর লক্ষণ কী? চাকরি করতে চাও, নাকি বিশ্ব সেবা? মাথায় মুকুট রাখতে চাও, নাকি চুপড়ি রাখতে চাও? কী রাখতে চাও? দেখো, সব কুমারীকে করুণাকর হতে হবে, বিশ্বের আত্মাদের যেন কল্যাণ হয়ে যায়। কুমারীদের জন্য গায়ন আছে তারা ২১ কুলের উদ্ধার করে, তো অর্ধেক কল্প ২১ কুল হয়ে যাবে। তো তোমরা এমন কুমারী? যারা ২১ কুলের কল্যাণ করবে তারা হাত তোলো। একটা পরিবারের নয়, ২১ পরিবারের। করবে তোমরা? দেখো তোমাদের নাম নোট করা হবে এবং তার পর দেখা হবে যে তোমরা করুণাকর, নাকি হিসেব নিকেশ বাকি থেকে গেছে? এখন সময় এটাই সূচিত করছে যে সময়ের আগে তৈরি হয়ে যাও। সময়কে যদি দেখতে থাকো তো সময় চলে যাবে। সেইজন্য লক্ষ্য রাখো যে আমরা সবাই বিশ্ব কল্যাণী, করুণাময় বাবার করুণাকর বাচ্চা। ঠিক আছে তো না? করুণাকর তোমরা, তাই তো না! আরও করুণাকর হও। আরও একটু তীব্রগতিতে হও। কুমারীদের তো বাবার সিংহাসন খুব সহজে প্রাপ্ত হয়। বাবা দেখবেন, নতুন বছরে তোমরা কী চমৎকারিত্ব দেখাও! আচ্ছা।

মিডিয়া থেকে ১০৮ রত্ন এসেছে : - এটা ভালো মিডিয়ার লোকেরা চমৎকার করে দেখাবে যাতে সবার বুদ্ধিতে আসে যে, বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতেই হবে। কেউ যেন বঞ্চিত থেকে না যায়। এখন বিদেশেও মিডিয়ার প্রোগ্রাম চলতেই থাকে, তাই না! এটা ভালো। বিভিন্ন রূপে যে প্রোগ্রাম রাখে সেসবে লোকে খুব ইন্টারেস্টেড হয়। তারা ভালো করছে আর করতে থাকবে আর সফলতা তো আছেই। সব বর্গের তারা যে সেবাই করছে বাপদাদার কাছে সেসবের সমাচার আসতে থাকে, প্রত্যেক বর্গের নিজের নিজের সেবার সাধন এবং সেবার রূপরেখা আছে, কিন্তু এটা দেখা যায় যে, বর্গ আলাদা আলাদা হওয়ার কারণে প্রতিটা বর্গ পরস্পরের সঙ্গে রেসও করে, এটা ভালো। রেস যদিও বা করো, ঈর্ষা (রীস) করো না। সব বর্গের রেজাল্ট, বর্গের সেবার পরে অনেক আই. পি. এবং ভি. আই. পি.রা সম্পর্কে এসেছে, এখনো মাইক নিয়ে আসেনি, কিন্তু সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসেছে। আচ্ছা -

বাপদাদার করানো এক্সারসাইজ মনে আছে তোমাদের? এই মুহূর্তে নিরাকারী, পর মুহূর্তে ফরিস্তা... এটাই হলো ঘুরতে ফিরতে বাবা আর দাদার ভালবাসার রিটার্ন। সুতরাং এখন এখনই এই অধ্যাত্ম এক্সারসাইজ করো। সেকেন্ডে নিরাকারী, সেকেন্ডে ফরিস্তা। (বাপদাদা ড্রিল করিয়েছেন) আচ্ছা - ঘুরতে ফিরতে সারাদিনে এই এক্সারসাইজ সহজে বাবার স্মরণ করিয়ে দেবে।

চতুর্দিকের বাচ্চাদের স্মরণ সবার তরফ থেকে বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। প্রত্যেক বাচ্চা এটা মনে করে আমার স্মরণ দিও, আমার স্মরণ দিও। কেউ সেটা পত্রের দ্বারা পাঠায়, কেউ কার্ডের দ্বারা, কেউ মুখ দ্বারা, কিন্তু বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের প্রত্যেককে নয়নে সমাহিত করে রেসপন্স স্বরূপ স্মরণের পদ্মগুন স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছেন। বাপদাদা দেখছেন এই সময় ঘড়িতে যতটাই বাজুক না কেন, মেজরিটি সকলের মনে মধুবন আর মধুবনের বাপদাদা রয়েছেন।

চতুর্দিকের তিন সিংহাসনাসীন, স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের, সদা বাপদাদাকে রিটার্ন দিতে বাবা সমান হওয়া বাচ্চাদের, সদা রিটার্ন জার্নির স্মৃতি স্বরূপ বাচ্চাদের, সদা সংকল্প, বাণী আর কর্মে ফলো ফাদার করে প্রত্যেক বাচ্চাকে বাপদাদার অনেক অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- সর্ব আত্মার মধ্যে নিজের শুভ ভাবনার বীজ বপন করে মাস্টার দাতা ভব ফলের অপেক্ষা না করে তুমি তোমার শুভ ভাবনার বীজ প্রত্যেক আত্মার মধ্যে বপন করে চলো। সময়মতো সর্ব আত্মাকে জাগতেই হবে। যদি কেউ অপোজিশন (বিরোধিতা) করে তবুও তোমাদের দয়ার

ভাবনা ছাড়া উচিত নয়। এই অপোজিশন, ইনসাল্ট, গালি সারের কাজ করবে এবং ভালো ফল বের হবে। তারা যত গালি দেবে তত গুণ গাইবে, সেইজন্য সব আত্মাকে নিজের বৃত্তি দ্বারা, ভাইব্রেশন দ্বারা, বাণী দ্বারা দাতা হয়ে নিরন্তর দিয়ে যাও।

স্লোগান:- সদা প্রেম, সুখ, শান্তি আর আনন্দের সাগরে সমাহিত হওয়া বাচ্চারাি প্রকৃত তপস্বী।

সূচনা: - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তরীষ্টীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বংশ সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত বিশেষ বরদাতা ভাগ্যবিধাতা বাপদাদার সঙ্গে কন্বাইন্ড স্বরূপে স্থিত হয়ে সকল আত্মাকে সুখ শান্তির দান দেওয়ার সেবা করুন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন অবিনাশী বৈদ্য, যিনি একটি মহামন্ত্র দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ দূর করে দেন"

*প্রশ্নঃ - মায়া তোমাদের মধ্যে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং কি কারণে?

*উত্তরঃ - ১) কেননা তোমরা হলে মায়ার সবচেয়ে বড় গ্রাহক । মায়ার গ্রাহক কমে যেতে শুরু করলেই সে বিঘ্ন সৃষ্টি করে । ২) যখন অবিনাশী বৈদ্য তোমাদের ওষুধ দেন, তখন মায়া রূপী রোগ উথলে ওঠে, সেইজন্য বিঘ্ন এলে ভয় পেও না। "মন্মনাভব" মন্ত্রের দ্বারাই মায়া দূরে সরে যাবে।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝান, মানুষ 'মনের শান্তি, মনের শান্তি' বলে হয়রান হয়ে যায় । রোজ বলেও থাকে ওম্ শান্তি । কিন্তু এর অর্থ না জানার কারণে শান্তি চাইতেই থাকে । বলেও থাকে আই এম আত্মা, আই এম সাইলেন্স (আমি আত্মা শান্ত এবং সাইলেন্স বা অন্তর্মুখী)। আমাদের স্বধর্মই হলো সাইলেন্স । তবে স্বধর্মই যখন শান্তি, তখন কেন শান্তি চেয়ে থাকে? অর্থ না বোঝার কারণেই চাইতে থাকে । তোমরা বুঝেছো এটা হলো রাবণ রাজ্য । কিন্তু ওরা তো (লৌকিকের) বুঝতেই চায় না রাবণ সম্পূর্ণ দুনিয়াতে প্রধান আর বিশেষ করে ভারতের শত্রু । এইজন্যই রাবণকে জ্বালাতেই থাকে । এমন কোনো মানুষ আছে, যাকে প্রতিবছর জ্বালিয়ে আসছে? একে তো জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তর ধরে জ্বালিয়ে আসছে । কেননা এ হলো তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু । ৫ বিকারের জালে সবাই ফেঁসে আছে । জন্মই হয় ব্রষ্টাচারের দ্বারা, সূতরাং এটা তো রাবণ রাজ্য । এই সময় অগাধ দুঃখ । এর নিমিত্ত কে? রাবণ, এটা কারও জানা নেই দুঃখ কিসের কারণে হচ্ছে । রাজ্যটাই রাবণের । সবচেয়ে বড় শত্রু তো এই । প্রতি বছর তার কুশপুতলিকা তৈরি করে জ্বালিয়ে দেয় । প্রতি বছরই এর উচ্চতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, দুঃখও বৃদ্ধি পেতে থাকে । এতো বড় বড় সাধু, সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদিরা আছে কিন্তু তাদের একজনও কেউ জানেনা যে, রাবণ-ই আমাদের শত্রু, যাকে আমরা প্রতি বছর জ্বালিয়ে আসছি, তারপর খুশির উৎসব পালন করে থাকে । ওরা ভাবে রাবণ মরেছে আর আমরা লক্ষার মালিক হতে পেরেছি । কিন্তু মালিক হয় না । কত পয়সা খরচ করে । বাবা বলেন, তোমাদের অগুনতি টাকা পয়সা দিয়েছিলাম, সেসব কোথায় হারিয়েছে? দশহরা উপলক্ষে লক্ষ টাকা খরচ করে । রাবণকে মেরে আবার লক্ষা লুট করে (বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়) । কিছুই জানেনা, কেন রাবণকে জ্বালানো হয় । এই সময় সবাই এর বিকারের জালে আটকে পড়ে আছে । অর্ধকল্প ধরে রাবণকে জ্বালিয়ে আসছে, কেননা তারা দুঃখী । তারা এটাও জানে রাবণের রাজ্যে আমরা খুব দুঃখী। এটা জানা নেই যে, সত্যযুগে ৫ বিকার থাকেনা । রাবণ জ্বালানো ইত্যাদি হয়না । ওদের জিজ্ঞাসা করো কবে থেকে এসব পালন করে আসছো? বলবে অনাদিকাল ধরে হয়ে আসছে । রাখিবন্ধন কবে থেকে শুরু হয়েছিল? বলবে অনাদিকাল ধরে হয়ে আসছে । সূতরাং এসব বিষয় বোঝার আছে, তাইনা । মানুষের বুদ্ধি কি হয়ে গেছে । না জানোয়ার, না মানুষ, কোনও কাজের নয় । স্বর্গ কি তা একদমই জানেনা । ভাবে - এই দুনিয়া ভগবান তৈরি করেছেন । দুঃখে তবুও ভগবানকে স্মরণ করে বলে - হে ভগবান, এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো । কিন্তু কলিযুগে তো সুখী হওয়া সম্ভব নয় । দুঃখ তো অবশ্যই ভোগ করতে হবে । সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই হবে । নতুন দুনিয়া থেকে পুরানো দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত সমস্ত রহস্য বাবা এসে বুঝিয়ে বলেন । বাচ্চাদের কাছে এসে বলেন সমস্ত দুঃখের ওষুধ একটাই । তিনি অবিনাশী বৈদ্য, তাইনা । ২১ জন্মের জন্য সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন । লৌকিক বৈদ্যরা তো নিজেরাই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে । ইনি হলেন অবিনাশী বৈদ্য । তোমরা এটা বুঝেছো যে - দুঃখ যেমন অগাধ সুখও তেমনি অগাধ । বাবা অগাধ সুখ প্রদান করেন । ওখানে (সত্য যুগে) দুঃখের চিহ্ন পর্যন্ত নেই । সুখী হওয়ারই ওষুধ । শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র সত্যপ্রধান হয়ে যাবে, সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । তারপর শুধুই সুখ আর সুখ । গাওয়াও হয় - বাবা দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী । অর্ধকল্পের জন্য তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায় । তোমরা শুধু নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো ।

আত্মা আর জীব এই দুইয়েরই খেলা । নিরাকার আত্মা অবিনাশী, আর সাকার শরীর বিনাশী - এরই খেলা চলে । এখন বাবা বলেন, দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও এমনটাই ভাবো যে, আমাকে এবার ফিরে যেতে হবে । পতিত তো যেতে পারবে না সেইজন্য মামেকম্ স্মরণ করো, তবেই সত্যপ্রধান হয়ে যাবে । বাবার কাছে ওষুধ আছে না ! বাবা এও বলেছেন, মায়া অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে । তোমরা হলে রাবণের গ্রাহক, তাইনা ! মায়ার গ্রাহক চলে যাবে এরজন্য তো মায়া অবশ্যই মরিয়া হয়ে উঠবে । সূতরাং বাবা বোঝান, এ হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন, কোনও ওষুধ নয় । ওষুধ হলো স্মরণের যাত্রা । এই একটা ওষুধ দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে, যদি আমাকে নিরন্তর স্মরণ

করার পুরুষার্থ করো। ভক্তি মার্গে এমন অসংখ্য মানুষ আছে, যাদের মুখ চলতেই থাকে। কেউ না কেউ রাম মন্ত্র জপ করতেই থাকে, তারা গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছে, এতবার জপ তোমাদের করতেই হবে। ওদের বলা হয় রাম নাম জপকারী। একে বলে রাম নামের দান। এইরকম অসংখ্য সংস্থা তৈরি হয়েছে। রাম-রাম জপ করতে থাকলে লড়াই, ঝগড়া করতে পারবে না, ব্যস্ত থাকবে। কেউ কিছু বললেও রেসপন্স করবে না। খুব অল্প সংখ্যকই এমন করে থাকে। এখানে বাবা বুঝিয়েছেন, মুখে রাম-রাম করার প্রয়োজন নেই। এ হলো অজপা জপ, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করে যাও। বাবা বলেন, আমি রাম নই। রাম তো ত্রেতা যুগে ছিল, যার রাজত্ব ছিল, তাকে জপ করার প্রয়োজন নেই। বাবা বলেন ভক্তি মার্গে এইভাবে স্মরণ করতে করতে, পূজা করতে করতে সিঁড়ির নীচেই নেমে এসেছো, কেননা তা হলো ব্যভিচারী। অব্যভিচারী একজনই, তিনি হলেন শিববাবা। তিনিই বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝান যে, এ কেমন ভুল-ভুলাইয়া খেলা। যে বাবার কাছ থেকে অনন্ত জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাঁকে স্মরণ করলে মুখের চেহারাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খুশিতে চেহারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মুখে সবসময় স্মিত হাসি থাকে। তোমরা জানো, বাবাকে স্মরণ করলে আমরা এমন হতে পারবো। অর্ধকল্পের জন্য আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। এমন নয় যে বাবা করবেন। তা কিন্তু নয়, এটা বুঝতে হবে - আমরা যত বাবাকে স্মরণ করবো, ততই সতোগ্রহণ হতে পারবো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক কত প্রফুল্ল চেহারা, এমনটাই হতে হবে। অনন্ত জগতের পিতাকে স্মরণ করলে অন্তরে খুশির অনুভব হয় যে আবার আমরা বিশ্বের মালিক হবো। আত্মার খুশির সংস্কার-ই সাথে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে কম হতে থাকবে। এই সময় মায়া তোমাদের ভীষণ ভাবে বিভ্রান্ত করে তুলবে। মায়া চেষ্টা করবে তোমাদের স্মরণ ভোলাবার। যাতে সবসময় এমন প্রফুল্ল চেহারা না থাকতে পারো। নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময় বিভ্রান্তির শিকার হবে। মানুষ যখন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলাও হয় শিববাবাকে স্মরণ করো, কিন্তু শিববাবা কে, সেটাই কেউ জানেনা, তবে কি ভেবে স্মরণ করবে? কেন স্মরণ করবে? তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবাকে স্মরণ করলে আমরা সতোগ্রহণ থেকে সতোগ্রহণ হতে পারবো। দেবী-দেবতারা সতোগ্রহণ তাইনা, তাকে বলা হয় দৈবী ওয়ার্ল্ড। মানুষের দুনিয়া বলা হয় না। মানুষ নামটাই থাকে না। বলা হয় অমুক দেবতা। ওটা হলো দৈবী রাজ্য, আর এ হলো হিউম্যান ওয়ার্ল্ড (মানুষের দুনিয়া)। এসবই বোঝার বিষয়। বাবাই এসে বোঝান, তাঁকে বলা হয় স্তানের সাগর। বাবা অনেক ভাবে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। তারপর একদম অস্তিমের মহামন্ত্র দেন - বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোগ্রহণ হতে পারবে, আর তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। কল্প পূর্বেও তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে। তোমাদের চেহারা দেবতাদের মতোই ছিল। ওখানে কেউই অযৌক্তিক কথাবার্তা বলতো না। এরকম কোনও কাজই সেখানে হয় না। ওটা হলো দৈবী রাজ্য। এটা হলো হিউম্যান ওয়ার্ল্ড, পার্থক্য আছে, তাইনা। এসবই বাবা বসে বোঝান। মানুষ তো মনে করে দৈবী রাজ্য ছিল লক্ষ বছর হয়ে গেছে। এখানে কাউকে দেবতা বলতে পারো না। দেবতারা তো স্বচ্ছ ছিল। মহান আত্মা দেবী-দেবতাদের বলা হয়। মানুষকে কখনোই বলা যায় না। এ হলো রাবণের দুনিয়া। রাবণ সবচেয়ে বড় শত্রু। এর মতো শত্রু কেউ হয় না। প্রতি বছর তোমরা রাবণকে জ্বালাও। এ কে? কেউ-ই জানেনা। কোনো মানুষ তো নয়, এ হলো ৫ বিকার, সেইজন্যই একে রাবণ রাজ্য বলা হয়। ৫ বিকারের রাজ্য, তাইনা। সবার মধ্যে ৫ বিকার আছে। এই দুর্গতি আর সন্নতির খেলা তৈরি হয়েই আছে। এখন তোমাদের সন্নতির সময় সম্পর্কে বাবা বুঝিয়েছেন। দুর্গতির সময় সম্পর্কেও বুঝিয়েছেন। তোমরাই উত্তরণের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠো, তারপর তোমরাই আবার নীচে নেমে আসো। শিবজয়ন্তী ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। রাবণজয়ন্তীও ভারতেই অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধকল্প হলো দৈবী দুনিয়া, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতার রাজ্য। এখন তোমরা বাচ্চারা সবার বায়োগ্রাফি (জীবন কাহিনী) সম্পর্কে জানো।

মহিমা যা কিছু সব তোমাদের। নবরাত্রিতে পূজা ইত্যাদি সব তোমাদের জন্য হয়ে থাকে। তোমরাই স্থাপনা করো। শ্রীমতে চলে তোমরা বিশ্বকে পরিবর্তন করো। সুতরাং শ্রীমতে সম্পূর্ণরূপে চলা উচিত, তাইনা। নম্বরানুসারে পুরুষার্থ করে থাকো। স্থাপনা হয়ে চলেছে। এরমধ্যে লড়াই ইত্যাদির কোনও প্রশ্নই নেই। এখন তোমরা বুঝেছ, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যা সম্পূর্ণ আলাদা। পুরানো দুনিয়ার শেষ, নতুন দুনিয়ার শুরু। বাবা আসেন-ই পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে। তোমাদের বোঝান তো অনেক কিছুই, কিন্তু বেশিরভাগই ভুলে যায়। ভাষণের পর স্মরণে আসে যে এই এই পয়েন্ট গুলো বোঝাতে হতো। হবহ কল্পে-কল্পে যেমন স্থাপনা হয়েছিল ঠিক তেমনটাই হতে থাকবে। যে যেমন পদ প্রাপ্ত করেছিল সেটাই প্রাপ্ত হবে। সবাই একইরকম পদ পেতে পারে না। উচ্চ পদের অধিকারী যেমন থাকবে নিম্ন পদের অধিকারীও থাকবে। যে বাচ্চারা অনন্য, তারা অগ্রসর হতে হতে অনেক কিছুই অনুভব করবে - এ বড়লোকের দাসী হবে, এ রাজপরিবারের দাসী হবে। এ বিরাট বড়লোক হবে, যাকে কখনও কখনও রাজপরিবারে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সবাইকে তো আমন্ত্রণ করবে না, অনেকেই মুখ দেখানোরও সুযোগ পাবে না।

শিববাবা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বোঝান। সামনে কী সবাই তাঁকে দেখতে পাবে ! তোমরা এখন বাবার সামনে এসেছো, পবিত্র হয়েছে। এমন কী হয় নাকি যে, অপবিত্র কেউ এখানে এসে বসলো, কিছু শুনলে সেও দেবতা হয়ে যাবে ! যদিও শোনার কিছুটা প্রভাব তো অবশ্যই পড়েই। না শুনলে আর আসবে না। সুতরাং প্রধান বিষয়ই বাবা বুঝিয়ে বলেন - "মন্মনাভব"। এই একটা মন্ত্র দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। "মন্মনাভব" - এ কথা বাবা বলেন, তারপর টিচার হয়ে বলেন - "মধ্যাজী ভব"। ইনি একাধারে বাবা, টিচার এবং গুরু। এই তিনজন স্মরণে থাকলেও প্রফুল্ল চেহারা থাকবে। বাবা-ই এসে পড়ান, বাবা-ই সাথে করে নিয়ে যান। এমন বাবাকে কতো স্মরণ করা উচিত ! ভক্তি মার্গে বাবাকে তো কেউ জানেই না। শুধু এটুকুই জানে তিনি ভগবান, আমরা সবাই ব্রাদার্স। বাবার কাছ থেকে কি প্রাপ্তি হতে পারে, সেসব কিছুই জানেনা। তোমরা এখন বুঝেছো একজনই বাবা, আমরা ওঁনার বাচ্চারা সব ভাই-ভাই। এ হলো অনন্ত জগতের কথা, তাইনা। সব বাচ্চাদের টিচার হয়ে তিনি পড়াচ্ছেন। তারপর সবার হিসেব নিকেশ মিটিয়ে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে ফিরে যেতে হবে, নতুন দুনিয়াতে আসার জন্য তিনি তোমাদের যোগ্য করে তোলেন। যারা যোগ্য হয়ে ওঠে, তারা সত্যযুগে আসে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের অবস্থা (স্থিতি) সদা একরস আর প্রফুল্ল চেহারা রাখার জন্য বাবা, টিচার আর সঙ্গুরু তিনজনকেই স্মরণ করতে হবে। এখান থেকেই খুশির সংস্কার ভরপুর করতে হবে। অবিনাশী উত্তরাধিকারীর স্মৃতিতে চেহারা সবসময় ঝলমল করবে।

২) শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরিবর্তন করার সেবা করতে হবে। ৫ বিকারে যে ফেঁসে আছে, তাকে বের করে আনতে হবে। নিজের স্বধর্ম সম্পর্কে পরিচয় দিতে হবে।

বরদান:- সকলের প্রতি নিজের স্নেহের দৃষ্টি আর ভাবনা রেখে সকলের প্রিয় ফরিস্তা ভব স্বপ্নেও যদি কারো কাছে ফরিস্তা আসে তো কতো খুশী হয়। ফরিস্তা অর্থাৎ সকলের প্রিয়। পার্থিব জাগতিক প্রিয় নয়, অসীম জগতের প্রিয়। যে ভালোবাসে শুধু তার কাছে প্রিয় নয়, সকলের কাছে প্রিয়। যেরকমই আত্মা হোক কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি, তোমাদের ভাবনায় স্নেহ থাকবে - একেই বলা হবে সকলের প্রিয়। যদি কেউ ইনসাল্ট করে বা ঘৃণা করে তথাপি তার প্রতি স্নেহের ভাবনা, কল্যাণের ভাবনা যেন উৎপন্ন হয় কেননা সেইসময় সে পরবশে থাকে।

স্লোগান:- যে সর্ব প্রাপ্তি দ্বারা সম্পন্ন থাকে সে-ই সদা প্রফুল্লিত, সদা সুখী আর ভাগ্যবান হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের স্মরণ অত্যন্ত ওয়ান্ডারফুল। যেহেতু একজন সার্থীই বাবা, টিচার আর সদ্গুরু তাই এই তিনকেই তোমরা স্মরণ করে থাকো"

*প্রশ্নঃ - কোনও বাচ্চাকে মায়া যখন অহংকারী (মগরুর) বানিয়ে দেয়, তখন কোন বিষয়ে ডোন্ট কেয়ার করে থাকে?

*উত্তরঃ - অহংকারী বাচ্চারা দেহ-অভিমান এসে মুরলীর প্রতি ডোন্ট কেয়ার করে থাকে বলা হয় না যে - ইঁদুর এক টুকরো হলুদ পেয়ে মনে করে আমি অনেক বড় মুদী-ব্যবসায়ী...! অনেকে এমন আছে মুরলী পড়ে না, বলে, আমার তো ডাইরেক্ট শিববাবার সাথেই কানেকশন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, মুরলীর থেকে তো রোজই নতুন নতুন পয়েন্ট বেরিয়ে আসে, তাই মুরলী কখনো মিস করবে না, এর উপরে অ্যাটেনশন রাখতে হবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি আধ্যাত্মিক বাবার প্রশ্ন - বাচ্চারা, এখানে তোমরা কার স্মরণে হয়ে বসে আছো? (বাবা, শিক্ষক, সদগুরু) তোমরা সবাই কি এই তিনের স্মরণে বসে আছো নাকি চলতে ফিরতে স্মরণে থাকে? কেননা এ হলো এক ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার। আর কোনও আত্মার ক্ষেত্রে এমন বলা যায় না। যদিও এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিশ্বের মালিক, তবুও তাদের আত্মার বিষয়েও সে'কথা বলা যাবে না যে, ইনি বাবাও, টিচারও, সদ্গুরুও। এমনকি সমগ্র দুনিয়াতে যে সমস্ত জীব আত্মারা রয়েছে, কোনো আত্মার বিষয়েই এ'কথা বলা যাবে না। তোমরা বাচ্চারা এই ভাবে স্মরণ করো। মনের ভিতরে আসে যে, এই বাবা হলেন বাবাও, টিচারও, সদ্গুরুও। তাও আবার সুপ্রীম। তিনকেই স্মরণ করো নাকি কেবল এক-কে। যদি সেই তিনই হলেন একজনই, কিন্তু তিন গুণের আধারে তিনকেই স্মরণ করে থাকো তোমরা। শিব বাবা আমাদের বাবাও, টিচার এবং সদ্গুরুও। একে এক্সট্রা অর্ডিনারীই বলা হবে। যখন বসে আছো অথবা চলছো ফিরছো তো সে'কথা স্মরণে থাকা চাই। বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে তোমরা স্মরণে রাখো কি যে, ইনি আমাদের বাবা, টিচার, সদ্গুরুও? এই রকম কোনও দেহধারী হওয়া সম্ভব নয়। নম্বর ওয়ান দেহধারী হলেন শ্রীকৃষ্ণ, তাকে বাবা, টিচার, সদ্গুরু বলা যাবে না, এটা বড়ই ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার। তো সত্য কথা বলা উচিত যে, তিন রূপে তোমরা স্মরণ করো কি? যখন তোমরা খেতে বসো, তখন কেবল শিববাবাকেই স্মরণ করো নাকি তিনই বুদ্ধিতে আসে? আর তো কোনও আত্মার বিষয়ে সে'কথা বলতে পারা যাবে না। এ হলো ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার। বিচিত্র মহিমা হলো বাবার। তো বাবাকে স্মরণও এইভাবে করতে হবে। তাহলে বুদ্ধি একেবারে ওই দিকে চলে যাবে যা কিনা এতই ওয়ান্ডারফুল। বাবাই বসে নিজের পরিচয় দেন, এরপর সমগ্র চক্রেও নলেজ দেন। এই ভাবে হলো এই যুগ, এর পরিধি হলো এত বড়, যা কিনা আবর্তিত হতে থাকে। এই জ্ঞানও সেই রচয়িতা বাবাই দেন। সুতরাং তাঁকে স্মরণ করলে অনেক অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হবে। বাবা, টিচার, সদ্গুরু হলেন সেই একজনই। এতখানি উচ্চ আত্মা আর কেউই হতে পারে না। কিন্তু মায়া এই রকম বাবার স্মরণ ভুলিয়ে দেয়, তখন টিচার আর গুরুকেও ভুলে যায়। সে'কথা প্রত্যেকের নিজের নিজের হৃদয়েরেখে দেওয়া চাই। বাবা আমাদেরকে এই রকম বিশ্বের মালিক বানাবেন। অসীম জগতের উত্তরাধিকার অবশ্যই অসীমই হবে। তার সাথে সাথে এই মহিমাও বুদ্ধিতে আসতে হবে, চলতে ফিরতে বাবার এই তিন রূপই যেন স্মরণে আসে। এই এক আত্মার তিন সার্ভিস একত্রিত, সেইজন্য তাঁকে সুপ্রীম বলা হয়।

এখন কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে, বলে বিশ্বে শান্তি কীভাবে আসবে? সেটা তো এখনই হচ্ছে, এসে বোঝো। কে সেটা করছেন? বাবার অক্যুপেশন সিদ্ধ করে তোমরা তাদেরকে বোঝাবে। বাবার অক্যুপেশন আর শ্রীকৃষ্ণের অক্যুপেশনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সকলেরই তো শরীরের নাম ধরে ডাকা হয়। ওনার আত্মার নাম -- গান অর্থাৎ কীর্তন করা হয়। সেই আত্মা বাবাও, টিচার, গুরুও। আত্মার মধ্যে নলেজ রয়েছে কিন্তু সে দেবে কীভাবে? শরীরের দ্বারাই তো দেবেন তাই না? দেন বলেই তো মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে। এখন শিব জয়ন্তিতে বাচ্চারা কনফারেন্স করে থাকে। হসব ধর্মের নেতাদেরকে আমন্ত্রণ দিয়ে থাকে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, ঈশ্বর তো সর্বব্যাপী নন। সবার মধ্যেই যদি ঈশ্বর থাকে তবে কি সকল আত্মা ভগবান বাবাও, টিচারও, গুরুও? তাদের মধ্যে কি সৃষ্টির আদি-মধ্য, অন্তের নলেজ রয়েছে? সে তো কেউই বলতে পারবে না।

বাচ্চারা তোমাদের মনে নেশা থাকতে হবে যে, উচ্চ থেকেও উচ্চ বাবার কতো মহিমা! তিনি সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানান।

প্রকৃতিও পবিত্র হয়ে যায়। কনফারেন্সে সবার প্রথমে তো তোমরা এটাই জিজ্ঞাসা করবে যে, গীতার ভগবান কে? সত্যযুগী দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেন? এ'সব যদি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে বলা হয়, তবে তো বাবাকেই গুম করে দেওয়া হয় আর না হলে বলে দেবে যে, তিনি তো নাম আর রূপের উর্ধ্বে। যেটা কিনা নয়। তবে তো বাবাকে বাদ দিলে আরফ্যানই হয়ে গেলো তাই না? অসীম জগতের বাবাকে তো জানেই না তারা। একে অপরের প্রতি কাম কাটারি চালিয়ে কতো বিরক্ত করতে থাকে। একে অপরকে দুঃখ দেয়। তো এই সব কথা তোমাদের বুওচলতে থাকে উচিত। কনফারেন্স করতে হবে - এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন ভগবান-ভগবতী তাই না! তাদেরও বংশাবলী রয়েছে! তবে তো অবশ্যই তারা সবাই এই রকমই গড আর গডেস হওয়া উচিত। তো তোমরা সকল ধর্মের লোকেদের আমন্ত্রণ দিয়ে থাকো। যারা ভালো পড়াশোনা জানা, বাবার পরিচয় দিতে পারবে, তাদেরকেই ডাকতে হবে। তোমরা লিখে দিতে পারো যে, যারা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দিতে পারবে, তাদের জন্য আমরা আসা-যাওয়া, থাকা ইত্যাদি সব কিছুই ব্যবস্থা করবো - রচয়িতা আর রচনার পরিচয় যদি দিতে পারো। সে'কথা তো জানাই আছে যে, এই জ্ঞান কেউই দিতে পারবে না। কেউ তো বিদেশ থেকেও আসে, রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তরের পরিচয় যদি দিতে পারে তবে আমরা তার (আসা-যাওয়ার) সব খর্চা দিয়ে দেবো। এই রকম অ্যাডভার্টাইজ অন্য কেউই করতে পারবে না। তোমরা তো বাহাদুর তাই না? মহাবীর-মহাবীরনী তোমরা। তোমরা জানো যে, এনারা (লক্ষ্মী-নারায়ণ) বিশ্বের বাদশাহী কীভাবে নিয়েছিলে? কোন্ বাহাদুরী করেছিলে? বুদ্ধিতে এই সব কথাই আসা উচিত। তোমরা কতখানি উচ্চ কার্য করছো। সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানাচ্ছে তোমরা। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, অবিনাশী উত্তরাধিকারও স্মরণ করতে হবে। কেবল এটুকুই নয় যে শিব বাবা স্মরণে আছে। কিন্তু বাবার মহিমাও বর্ণনা করতে হবে। এই মহিমা হলোই নিরাকারের। কিন্তু নিরাকার নিজের পরিচয় কীভাবে দেবেন? অবশ্যই রচনার আদি, মধ্য, অন্তরের নলেজ দেওয়ার জন্য মুখ চাই তাই না? মুখ এর কতোই না মহিমা রয়েছে! মানুষ গমুখ এ যায়, কতো ধাক্কা খেতে থাকে। কতো রকের গল্প কথাই না প্রচলিত রয়েছে। তীর নিষ্ক্ষেপ গঙ্গা বেরিয়ে এলো। গঙ্গাকে বোঝানো হয় পতিত-পাবনী রূপে। এখন জল কীভাবে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে পারে? পতিত পাবন তো হলেন বাবাই। তো বাবা তোমাদেরকে কতোই না শেখাচ্ছেন। বাবা তো বলেন এইভাবে এইভাবে করো। কে এসে রচয়িতা বাবা আর তাঁর রচনার পরিচয় দেবে? সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা এও জানে যে, ঋষি মুণি ইত্যাদিরা সবাই বলতেন - নেতি-নেতি। আমরা জানি না। মোটকথা তারা নাস্তিক ছিল। এখন দেখো কোনো আস্তিক বেরিয়ে আসছে কি? এখন তোমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হচ্ছে। তোমরা অসীম জগতের বাবাকে জানো, যিনি তোমাদেরকে এতখানি উচ্চ বানান। আহ্বানও করে থাকে - ও গড ফাদার! লিবারেট করো! বাবা বোঝান যে, এই সময় রাবণের সমগ্র বিশ্বের উপরে রাজত্ব। সকলে হলো ব্রষ্টাচারী এরপর শ্রেষ্ঠাচারী থাকবে তাই না? বাচ্চরা তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে - সবার প্রথমে পবিত্র দুনিয়া ছিল। বাবা খোড়াই অপবিত্র দুনিয়া বানাবেন? বাবা তো এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন, যাকে শিবালয় বানাবেন তাই না? তিনি কীভাবে বানান সেও তোমরা জানো। মহাপ্রলয়, জলপ্লাবন ইত্যাদি তো হয় না। শাস্ত্রে তো কত কিছুই না লিখে দিয়ে। বাকি ৫ পাল্ডব বেঁচে ছিল, যারা পাহাড়ে গিয়ে গলে গেলো। এরপর আর রেজাল্ট কারো জানা নেই। এই সব কথা বাবা বসে তোমাদেরকে বোঝান। এও তোমরাই জানো যে - তিনি হলেন বাবাও, টিচারও, সঙ্করও। সেখানে এ মন্দির ইত্যাদি হয় না। এই দেবতারা এক সময় ছিলেন, যারই স্মরণিক হলো এই সব মন্দির। এ'সব কিছুই ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। সেকেন্ডে বাই সেকেন্ড নতুন নতুন কিছু ঘটতে থাকছে, চক্র আবর্তিত হতে থাকে। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে ডায়রেকশন তো খুব ভালো ভালো দিয়ে থাকেন। অনেক দেহ-অভিমানী বাচ্চারা রয়েছে, যারা মনে করে যে, আমরা সব কিছুই জেনে গেছি। তারা মুরলীও পড়ে না। কদরই নেই তাদের কাছে। বাবা তাগাদাও দিতে থাকেন, কোনো কোনো সময় এর উপরেও খুব ভালো ভালো মুরলীও চালান। মিস করা উচিত নয়। ১০ - ১৫ দিনের যে মুরলী গুলো মিস হয়ে যায় সে'গুলো বসে পড়ে নেওয়া উচিত। বাবাও এও বলেন যে, এই এই ভাবে চ্যালেঞ্জ দাও যে - এই রচয়িতা আর রচনা ইত্যাদির আদি, মধ্য, অন্তরের নলেজ যদি কেউ এসে দিতে পারে তবে তার সব খরচ আমরা দেবোষ এই ধরনের চ্যালেঞ্জ তারাই দিতে পারবে যারা এ' সব জানবে তাই না? টিচার নিজে জানেন বলেই না প্রশ্ন করেন। না জানলে প্রশ্ন কিকরে জিজ্ঞাসা করবেন?

কোনো কোনো বাচ্চা মুরলীকেও ডোন্ট কেয়ার করে থাকে। ব্যস্ আমাদের তো শিব বাবার সাথেই কানেকশন রয়েছে। কিন্তু শিব বাবা যা শোনান, সে' সবও শুনতে হবে, কেবল স্মরণ করলেই হবে না। বাবা কেমন ভালো ভালো মিষ্টি মিষ্টি কথা আমাদেরকে শোনান। কিন্তু মায়া একদমই অহংকারী করে তোলে। কথায় আছে না - ইঁদুর পেলো এক টুকরো হলুদ আর নিজেকে ভেবে বসলো আমি তো বিরাট মুদি-ব্যবসায়ী হয়ে গেছি.....। অনেকেই আছে যারা মুরলীই পড়ে না। মুরলীর থেকে তো নতুন নতুন পয়েন্ট বেরিয়ে আসে তাই না? তো এই সব কথা বুঝতে হবে। বাবার স্মরণে যখন বসো তখন এটাও স্মরণ করতে হবে যে, এই বাবা হলেন টিচারও আবার সঙ্করও। নাহলে (এই ঈশ্বরীয় পার্ট) পড়বে কোথা

থেকে। বাবা তো বাচ্চাদেরকে সব কিছুই বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাচ্চারাই বাবার শো করাবে। সন শোজ ফাদার। সন এর তারপর ফাদার শো করেন। আত্মার শো করে থাকে। তারপর বাচ্চাদের কাজ হলো বাবার শো করা। বাবাও বাচ্চাদেরকে ছাড়েন না। বলবেন আজ অমুক জায়গায় যাও, আজ এখানে যাও। এনাকে খোড়াই কেউ অর্ডার করতে পারার মতো কেউ থাকতে পারে? তো এই সব নিমন্ত্রণ ইত্যাদি সংবাদপত্রে দিতে হবে। এই সময় সমগ্র দুনিয়া হলো নাস্তিক। বাবা এসেই আস্তিক বানান। এই সময় সমগ্র দুনিয়া হলো ওয়ার্থ নট অ্যা পেনী। আমেরিকার কাছে যত ধন দৌলতই থাকুক না কেন, কিন্তু ওয়ার্থ নট অ্যা পেনী। এই সব কিছুই তো শেষ হয়ে যাবে তাই না? সমগ্র দুনিয়াতে তোমরা ওয়ার্থ পাউন্ড হয়ে উঠছো। সেখানে কেউ কাঙাল থাকবে না।

বাচ্চারা তোমাদের সর্বদা জ্ঞানের সুমিরণ করে আনন্দিত থাকা উচিত। এই বিষয়ে গায়নও রয়েছে - অতীন্দ্রিয় সুখের ব্যাপারে গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। এ হলো সঙ্গমেরই কথা, সঙ্গমযুগকে কেউই জানে না। বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস করলে হয়তো মহিমা ছড়িয়ে পড়বে। গাওয়াও হয়ে থাকে - অহো প্রভু তোমার লীলা! সে'কথা কেউই জনতো না যে, ভগবান হলেন বাবাও, টিচারও, সঙ্গুরুও। এখন ফাদার তো বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন। বাচ্চাদের এই নেশা স্থায়ী হওয়া উচিত। অন্তিম সময় পর্যন্ত এই নেশা থাকা উচিত। এখন তো নেশা তো পরক্ষণেই সোডা ওয়াটারের মতো হয়ে যায়। সোডাও তো এই রকমই হয় তাই না? কিছুক্ষণ থাকলেই যেমন অ্যালকালাইন (ক্ষারীয়) ওয়াটার হয়ে যায়। এই রকম তো হওয়া উচিত নয়। কাউকে বোঝাতে সে যেন ওয়ান্ডার খেয়ে যায়। ভালো ভালো তো বলে, কিন্তু কিছুটা সময় বের করবে বোঝার জন্য, জীবন তৈরী করবে সে বড়ই কঠিন। বাবা কখনো বলেন না যে, কাজকারবার ক'রো না। পবিত্র হও আর যা পড়াই তাকে স্মরণ করো। তিনি তো টিচার তাই না? আর এ হলো আনকমন পড়াশোনা। কোনও মানুষ তা পড়াতে পারবে না। বাবাও ভাগ্যশালী রথে এসে পড়ান। বাবা বুঝিয়েছেন যে - এ হলো তোমাদের সিংহাসন যার উপরে অকাল মূর্ত আত্মা এসে বসে। তারই এই সমগ্র পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, এসব হলো রিয়েল কলা। বাদবাকি সবই হলো আর্টিফিশিয়াল কথা। সে'কথা খুব ভালো ভাবে গাঁট বেঁধে নাও। গাঁটে হাত পড়লেই মনে পড়ে যাবে। কিন্তু গাঁট কেন বেঁধেছি, সেও ভুলে যায়। তোমাদের তো এ' কথা পাক্সা স্মরণে রাখা উচিত। বাবার স্মরণের সাথে সাথে নলেজেরও প্রয়োজন। মুক্তি যেমন আছে তেমনই জীবনমুক্তিও আছে। খুবই মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা হও। বাবা মনে ভাবেন এই বাচ্চারা প্রতি কল্পে কল্পে পড়তে থাকে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে উত্তরাধিকার নেবে। তবুও যিনি পড়ান সেই টিচার তো অবশ্যই পুরুষার্থ করাবেন তাই না? তোমরা মুহূর্মুহু ভুলে যাও বলেই স্মরণ করানো হয় যে, শিব বাবাকে স্মরণ করো তিনি হলেন বাবা, টিচার, সঙ্গুরুও। ছোট বাচ্চারা এইভাবে স্মরণ করবে না। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আড়াই বলা হবে যে, সে বাবা, টিচার, সঙ্গুরু? সত্যযুগের প্রিন্স শ্রীকৃষ্ণ গুরু কিভাবে হতে ফিরবে? গুরুর প্রয়োজন হয় দুর্গতির সময়। গাওয়াও হয়ে থাকে যে - বাবা এসে সকলের সঙ্গতি করেন। শ্রীকৃষ্ণকে তো শ্যামলা ইত্যাদি বানিয়ে দেয়, যেন কালো কয়লা। বাবা বলেন এই সময় সবাই কাম চিন্তার উপরে চড়ে কালো কয়লা হয়ে গেছে, সেইজন্যই তো শ্যামলা বলা হয়। কতো গূহ্য সব কথা রয়েছে বোঝার মতো। গীতা তো সবাই পড়ে। ভারতবাসীই কেবল সকল শাস্ত্রকে মানে। সকলের চিত্র রেখে থাকে। তাহলে তাদেরকে কি বলা হবে? ব্যাভিচারী ভক্তিই তো দাঁড়ালো তাই না? অব্যাবিচারী ভক্তি হলো কেবলমাত্র এক শিবেরই। জ্ঞানও একমাত্র শিব বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞানই হলো ডিফারেন্ট। একে বলা হয় স্পিরিচুয়াল নলেজ। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিনাশী বস্তুতে মত্ত না হয়ে অলৌকিক উৎসাহে থাকো- 'ওয়ার্থ নট পেনী' থেকে 'ওয়ার্থ পাউন্ড'-এ (কানা কড়ি তুল্য থেকে হীরে তুল্য) পরিবর্তিত হচ্ছে তোমরা। স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন বি.কে.-দেরকে। বি.কে.-দের এই পার্ট জাগতিক পার্টের থেকে ভিন্নতর।

২) ব্রহ্মার সন্তান বি.কে., প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আস্তিক হয়ে এমন ভাবে বিশ্বের সেবা করতে হবে, যাতে বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়। অহমিকায় এসে কখনও যেন মুরলী ক্লাস বাদ না পড়ে।

বরদানঃ:- পবিত্রতার ফাউন্ডেশনের দ্বারা সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করা পূজ্য আত্মা ভব পবিত্রতা পূজ্য বানায়। পূজ্য সে-ই হয় যে সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে। কিন্তু পবিত্রতা শুধু ব্রহ্মচর্য নয়, মন্ডা

সংকল্পেও কারোর প্রতি নেগেটিভ সংকল্প যেন উৎপন্ন না হয়। বাণীও যেন অযথার্থ না হয়। সম্বন্ধ-সম্পর্কেও যেন পার্থক্য না থাকে। সকলের সাথে একইরকম সম্বন্ধ থাকবে। মম্বা-বাণী-কর্ম কোনওটাতেই যেন পবিত্রতা খন্ডিত না হয়, তখন বলা হবে পূজ্য আস্বা। আমি হলাম পরম পূজ্য আস্বা - এই স্মৃতির দ্বারা পবিত্রতার ফাউন্ডেশন মজবুত বানাও।

স্লোগান:-

সদা এই অলৌকিক নেশায় থাকো “বাঃ আমি” তাহলে মন আর তনের দ্বারা সদা খুশীর ডাম্প করতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - 'মনমনাভব' এই বশীকারণ মন্ত্রেই তোমরা মায়াকে জয় করতে পারো, এই মন্ত্রই সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও"

*প্রশ্নঃ - এই অসীম জাগতিক ড্রামাতে সবথেকে বড় লেবার (সেবক) কারা এবং কিভাবে?

*উত্তরঃ - এই পুরানো দুনিয়াকে স্বচ্ছ বানানোর সবথেকে বড় (জবরদস্ত) লেবার হলো ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক বিপর্যয়)। ধরিত্রী কাঁপতে থাকে, বাণ আসে, ধরিত্রীর সাফাই হয়ে যায়। এরজন্য ভগবান কাউকে নির্দেশ দেন না। বাবা কিভাবে বাচ্চাদের ডেস্ট্রয় (ধ্বংস) করবেন। ড্রামাতে এমন পার্টই আছে। এ তো রাবণের রাজ্য তাই না! একে গডলী ক্যালামিটিজ বলা যাবে না।

ওম্ শান্তি। বাবা-ই বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা, "মনমনাভব"। এমন নয় যে, বাচ্চারা বসে বাবাকে বোঝাতে পারবে। বাচ্চারা বলবেই না - শিববাবা, "মনমনাভব"। কখনোই নয়। এমনিতে তো বাচ্চারা বসে কথাবার্তা বলে, রায় দেয়, কিন্তু যা মূল মহামন্ত্র, তা তো বাবাই দেন। গুরুরা মন্ত্র দেন। এই নিয়ম কোথা থেকে এসেছে? এই যে বাবা, যিনি নতুন সৃষ্টির রচনা করেন, তিনিই প্রথমে মন্ত্র দেন - "মনমনাভব"। এর নামই হলো বশীকরণ মন্ত্র, অর্থাৎ মায়াকে জয় করার মন্ত্র। এই মন্ত্র কেউই মনে মনে জপ করে না। এ তো বুদ্ধিতে হবে। বাবা অর্থ সহ বুঝিয়ে বলেন। যদিও এই মন্ত্র গীতাতে আছে তবুও এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। এ হলো গীতারই এপিসোড, কিন্তু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভক্তিমার্গে কতো বড় বড় পুস্তক ইত্যাদি তৈরী হয়। বাস্তবে বাবা বাচ্চাদের মুখে মুখে বসে এইসব বোঝান। বাবার আশ্বাসেই এই জ্ঞান আছে। বাচ্চাদের আশ্বাসেই এই জ্ঞান ধারণ করে। বাকি সহজ করে বোঝানোর জন্য এইসব চিত্র ইত্যাদি বানানো হয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। তোমরা জানো যে, বরাবর এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো, তখন আর কোনো খণ্ড ছিলো না। পরবর্তীকালে এইসব খণ্ড যোগ হয়েছে। তাহলে এই চিত্রও এক কোণে রেখে দেওয়া উচিত। যেখানে তোমরা দেখাও ভারতে এদের রাজ্য ছিলো বাকি আর অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। এখন তো কতো ধর্ম, পরে এইসব ধর্ম আর থাকবে না। এ হলো বাবার প্ল্যান। ওই বেচারাদের তো কতো চিন্তা লেগে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝতে পারো, এ সম্পূর্ণ ঠিক। এ কথা লেখাও আছে যে, বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। কিসের? নতুন দুনিয়ার। যমুনার তীরে থাকবে রাজধানী। সেখানে একটি ধর্মই থাকে। এই বৃক্ষ এখন সম্পূর্ণ ছোটো, এই বৃক্ষের জ্ঞান বাবাই প্রদান করেন। তিনি চক্রের জ্ঞান দেন, সত্যযুগে একটাই ভাষা থাকে, সেখানে অন্য কোনো ভাষা থাকবে না। তোমরা একথা সিদ্ধ করতে পারো, একই ভারত ছিলো, একই রাজ্য ছিলো, সেখানে একই ভাষা ছিলো। স্বর্গে সুখ - শান্তি ছিলো। সেখানে দুঃখের নাম - চিহ্নটুকুও ছিলো না। সুখ - স্বাস্থ্য - সম্পদ সবই ছিলো। ভারত তখন নতুন ছিলো, মানুষের আয়ুও অনেক বেশী ছিলো কারণ সেখানে পবিত্রতা ছিলো। পবিত্রতা থাকলে মানুষ স্বাস্থ্যবান থাকে। অপবিত্রতায় দেখা মানুষের কি হাল হয়। বসে বসেও অকাল মৃত্যু হয়ে যায়। যুবকেরও মৃত্যু হয়ে যায়। কতো দুঃখ হয়। ওখানে অকাল মৃত্যু হয় না। মানুষ সম্পূর্ণ আয়ু পায়। বৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কারোর মৃত্যু হয় না।

যে কাউকেই বোঝাও না কেন, বুদ্ধিতে এই কথা বসাতে হবে যে - অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো, তিনিই পতিত পাবন, তিনিই সদগতি দাতা। তোমাদের কাছে ওই চিত্র থাকা উচিত তাহলে সিদ্ধ করে বোঝাতে পারবে। আজকের নকশা এমন আবার কালকের নকশা এমন। কেউ কেউ তো খুব ভালোভাবে মন দিয়ে শোনে। একথা সম্পূর্ণ বুঝিয়ে বলতে হবে। এই ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড। যখন এই দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম নেই। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কোথায় গেলো সেকথা কেউই বলতে পারবে না। একথা বলার মতো শক্তি কারোরই নেই। বাচ্চারা, তোমরা খুব ভালোভাবে রহস্য করে বুঝিয়ে বলতে পারো। এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই। তোমরা সবকিছুই জানো তাই আবার রিপিটও করতে পারো। তোমরা কাউকে প্রশ্নও করতে পারো - এরা কোথায় গেলেন? তোমাদের প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে। তোমরা তো নিশ্চিত হয়ে বলতে পারো, কিভাবে এঁরাও ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন। তোমাদের বুদ্ধিতে তো একথা আছে, তাই না। তোমরা চট করে বলতে পারবে, নতুন দুনিয়া সত্যযুগে আমাদের রাজ্য ছিলো। সেখানে একই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো। অন্য কোনো ধর্ম সেখানে ছিলো না। সবকিছুই সেখানে নতুন। সেখানে প্রতিটি জিনিসই সত্যপ্রধান থাকে। সেখানে সোনাও অগাধ থাকে। ওখানে সোনা কতো সহজে পাওয়া যায় যে তা দিয়ে ইট, বাড়ি ইত্যাদি তৈরী হয়। ওখানে তো সবকিছু সোনারই তৈরী

হয়। খনি তো সব নতুন থাকে, তাই না। নকল তো কেউই তৈরী করবে না যেহেতু আসল ওখানে প্রচুর থাকে। এখানে আসলের কোনো নামই নেই। এখানে নকলের কতো জোর, তাই বলা হয় মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া....। এখানে সম্পত্তিও মিথ্যা। এমন এমন ধরণের হীরে, মুক্তো এখানে বের করা হয় যে, বুঝতেই পারা যায় না যে, কোনটা আসল আর কোনটা নকল? তার চমক এতটাই থাকে যে পরখ করে বোঝাই যায় না যে কোনটা আসল আর কোনটা নকল? ওখানে তো এমন নকল জিনিস কিছুই থাকে না। বিনাশ হলে সবই ধরিগ্রীর অন্দরে চলে যায়। এতো বড় বড় পাথর - হীরে ইত্যাদি মহলে লাগানো হবে, সেসব কোথা থেকে আসবে, কারা কেটে নিয়ে আসবে? ভারতেও অনেকই বিশেষজ্ঞ আছে, যারা আরো হুঁশিয়ার হতে থাকবে। তারপর সেখানেও তো তারা সেই গুণ নিয়েই যাবে, তাই না। মুকুট ইত্যাদি কেবল হীরেরই হবে না, ওখানকার হীরে সত্যিই বিশুদ্ধ এবং প্রকৃত হীরে হবে। এই বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোটর ইত্যাদি প্রথমে কিছুই ছিল না। বাবার এই জীবনেও কতো কি বেরিয়েছে। একশো বছরের মধ্যেই এইসব বেরিয়েছে। ওখানে তো অনেক বড় এক্সপার্ট থাকবে। তারা এখনও শিখে চলেছে। আরো হুঁশিয়ার হয়ে চলেছে। এও বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার করানো হয়। ওখানে হেলিকপ্টারও ফুল প্রফ হয়। বাচ্চারাও অনেক সতোপ্রধান শ্রুত বুদ্ধির হয়। আরো এগিয়ে চলো, তোমাদেরও সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। যেমন বিদেশ থেকে যখন দেশে ফেরে তখন নিজের দেশের গাছপালা দেখা যায়, ভিতরে খুশী উৎপন্ন হয় যে, এবার ঘরে এলাম বলে। এখনই ঘরে এসে পৌঁছলাম বলে আনন্দ হয়। পরের দিকে তোমাদের এমন সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। বাচ্চারা বুঝতে পারে, তিনি হলেন মোস্ট বিলভেট বাবা। তিনি হলেনই সুপ্রীম আত্মা। তাঁকে সবাই স্মরণও করে। ভক্তিমার্গে তোমরাও তো পরমাত্মাকে স্মরণ করতে কিন্তু একথা বুঝতে পারতে না যে, তিনি ছোটো নাকি বড়। এমন গানও গাওয়া হয় - ব্রহ্মকুটির মাঝে ঝলমল করে এক আজব তারা..... তাহলে অবশ্যই তো বিন্দুর মতো হলো, তাই না। তাঁকে বলা হয় সুপ্রীম আত্মা বা পরমাত্মা। তাঁর মধ্যে তো অনেক গুণ। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি কি জ্ঞান শোনাবেন? তিনি যখন শোনাবেন, তখনই তো তোমরা জানতে পারবে, তাই না। তোমরাও কি প্রথমে জানতে, তোমরা কেবল ভক্তিই জানতে। এখন তো বুঝতে পারো, এ আশ্চর্যের, তোমরা আত্মাকেও এই চোখে দেখতে পাও না, তাই বাবাকেও ভুলে যাও। এই নাটকেই এমন আছে, যা বিশ্বের মালিক বানান, তাঁর নাম গুপ্ত করে অন্যের নাম দিয়ে দেয়। কৃষ্ণকে ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ বলে দিয়েছে, অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। বসে কেবল বাহবা দেয়। ভক্তিমার্গে বসে এমন অনেক কথা বানানো হয়েছে। ওরা বলে ভগবানের মধ্যে এতটাই শক্তি যে, হাজার সূর্যের তেজ, সবাইকে ভস্ম করে দিতে পারে। এমন - এমন কথা তৈরী করে দিয়েছে। বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের কিভাবে জ্বালাবো? এ তো হতেই পারে না। বাবা কি বাচ্চাদের ধংস করবেন? কখনোই নয়। এই পার্ট তো ড্রামাতে পার্ট রয়েছে। পুরানো দুনিয়া তো শেষ হতেই হবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য এই ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ সব হলো সেবক। কতো জবরদস্ত সেবক এরা। এমন নয় যে, এদের প্রতি বাবার ডাইরেকশন আছে যে, বিনাশ করো। তা নয়। ঝড় আসে, ফেমেন (দুর্ভিক্ষ) হয়। ভগবান কি বলেন যে এইসব করো? কখনোই নয়। নাটকে তো এই পার্ট রয়েছেই। বাবা কখনোই বলেন না যে, তোমরা বম্বস্ তৈরী করো। এ সব রাবণের মত বলা হবে। এ হলো পূর্ব নির্মিত ড্রামা। রাবণের রাজ্য হলে সকলেই আসুরী বুদ্ধির হয়ে যায়। কতো মানুষ মারা যায়। অবশেষে সবাইকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। এ এক বানানো খেলা যা রিপটি হয়। বাকি এমন নয় যে শঙ্করের চোখ খোলাতেই বিনাশ হয়ে যায়, একে গডলী ক্যালামিটিজও বলা যাবে না। এ সম্পূর্ণ ন্যাচারাল।

বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের শ্রীমত প্রদান করছেন। কাউকে দুঃখ দেওয়ার কোনো কথাই নয়। বাবা তো হলেনই সুখের পথ প্রদর্শক। এই নাটকের নিয়ম অনুসারে বাড়ি পুরানো হতেই থাকবে। বাবাও বলেন, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে। এর এখন সমাপ্তি ঘটা উচিত। কিভাবে দেখো সকলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। এ তো আসুরী বুদ্ধির, তাই না। যখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি থাকবে তখন কাউকে মারার কোনো কথাই থাকবে না। বাবা বলেন, আমি তো সকলেরই বাবা। সকলের প্রতিই আমার প্রেম রয়েছে। বাবা এখানে সকলকেই দেখেন কিন্তু সেইসব বাচ্চাদের প্রতি নজর যায় যারা খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করে, যারা সেবাও খুব করে। এখানে বসে বাবার নজর সার্ভিসেবল (সেবাধারী) বাচ্চাদের প্রতি চলে যায়। কখনো দেবদান, কখনো মিরিট কখনো আবার দিল্লীতে..... বাবা বলেন, যে বাচ্চা আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে স্মরণ করি। যে আমাকে স্মরণ করেও না, তবুও আমি সবাইকে স্মরণ করি কেননা আমাকে তো সকলকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাই না! যারা আমার কাছে সৃষ্টিচক্রের নলেজকে বোঝে, নম্বর অনুসারে তারা উঁচু পদ পাবে। এ হলো অসীম জগতের কথা। ওই শিক্ষকরা হলো এই জগতের। ইনি হলেন অসীম জগতের। বাচ্চাদের ভিতরে তাই কতো খুশী হওয়া উচিত। বাবা বলেন, সকলের পার্ট একরকম হতে পারে না, এনার তো এমন পার্ট ছিলো, কিন্তু অনুসরণকারী কোটির মধ্যে কয়েকজন হয়। কেউ বলে - বাবা আমি ৭ দিনের বাচ্চা, কেউ আবার বলে - আমি একদিনের বাচ্চা। তাহলে তোমরা তো শিশু হলে, তাই না। তাই বাবা প্রতিটা বিষয় বোঝাতেই থাকেন। নদীও তোমরা বরাবর পার করে এসেছো। বাবার আসাতে এই জ্ঞান শুরু হয়েছে। তাঁর কতো মহিমা। ওই গীতার অধ্যায় তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর

কতবার পড়ে এসেছো। তফাৎ দেখো কতো। কোথায় কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ আর কোথায় পরমাত্মা উবাচঃ। দিন রাতের তফাৎ। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে আমরা সত্যথওে ছিলাম, সুখও অনেক দেখেছিলাম। তোমরা ৩/৪ (চার ভাগের তিনভাগ) সুখ দেখে থাকো। বাবা এই ড্রামা তো সুখের জন্যই বানিয়েছেন নাকি দুঃখের জন্য। এ তো পরে তোমরা দুঃখ পেয়েছো। লড়াই তো এতো শীঘ্র লাগতে পারে না। তোমরা অনেক সুখ পাও। অর্ধেক - অর্ধেক থাকলে এতো মজা থাকবে না। সাড়ে তিন হাজার বছর তো কোনো যুদ্ধ বিবাদ থাকবে না। রোগ ইত্যাদিও থাকবে না। এখানে তো দেখো রোগের পরে রোগ লেগেই আছে। সত্যযুগে এমন পোকামাকড় থাকবেই না যারা আনাজ খেয়ে নেবে তাই ওই যুগের নামই হলো স্বর্গ। তাই তোমাদের এই পৃথিবীর নক্সাও দেখাতে হবে তবেই ওরা বুঝতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে ভারত এখানেই ছিলো, এখানে অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। পরবর্তীকালে নশ্বর অনুসারে ধর্মস্থাপকগণ আসেন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি জানো। তোমরা ছাড়া বাকি সবাই তো বলে দেবে - নেতি - নেতি (এ হয় না - এ হয় না)। তারা বলে, আমরা বাবাকে জানি না। তারা বলে দেয় তাঁর কোনো নাম - রূপ - দেশ - কাল নেই। নাম - রূপ নেই তাহলে কোনো দেশও থাকতে পারে না। মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের তাঁর যথার্থ পরিচয় দিচ্ছেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা অপার খুশীতে থাকার জন্য অসীম জগতের বাবা যে কথা শোনান তার মন্তন করতে হবে আর বাবাকে ফলো করে চলতে হবে।

২) সদা সুস্থ থাকার জন্য 'পবিত্রতাকে' গ্রহণ করতে হবে। পবিত্রতার আধারে হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেসের অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার থেকে নিতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতি ইমার্জ রেখে সদা সম্পন্ন থাকা সন্তুষ্ট আত্মা ভব
সঙ্গম যুগে বাপদাদার দ্বারা যাকিছু প্রাপ্তি হয়েছে সেইসবের স্মৃতি যেন ইমার্জ রূপে থাকে। তাহলে প্রাপ্তির খুশী কখনও নীচে দোলাচলে নিয়ে আসবে না। সদা অচল থাকবে। সম্পন্নতা অচল বানায়, দোলাচল থেকে মুক্ত করে দেয়। যারা সর্বপ্রাপ্তি দিয়ে সম্পন্ন থাকে তারা সদা রাজী, সদা সন্তুষ্ট থাকে। সন্তুষ্টতা হল সবথেকে বড় খাজানা। যার কাছে সন্তুষ্টতা আছে তার কাছে সবকিছু আছে। তারা এই গীত গাইতে থাকে যে, যা পাওয়ার ছিল, তা পেয়ে গেছি।

স্লোগানঃ:- প্রেমের দোলনায় বসে পড়ো তাহলে পরিশ্রম নিজে থেকেই চলে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন টিচার হয়ে সকলকে মন বশীকরণ মন্ত্র শোনাতে হবে, এটা হলো তোমাদের অর্থাৎ সব বাচ্চাদের ডিউটি"

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাচ্চাদের কিছুই স্বীকার করেন না?

*উত্তরঃ - যাদের এইরকম অহঙ্কার থাকে যে আমি এতো দিই, আমি এতো সাহায্য করতে পারি, বাবা তাদের কিছুই স্বীকার করেন না। বাবা বলেন, আমার হাতে চাবি আছে। চাইলে কাউকে গরীব করতে পারি, কিন্তু বিত্তশালী। এটাও ড্রামাতে এক রহস্য। যাদের আজ নিজের বিত্তের উপর দৃষ্ট থাকে, তারা কাল গরীবে পরিণত হবে আর বাবার গরীব বাচ্চারা বাবার কার্যে এক-এক পয়সা সফল করে বিত্তশালী হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । আত্মা স্বরূপ বাচ্চারা তো জানে যে, বাবা এসেছেন আমাদের নূতন দুনিয়ার উত্তরাধিকার দিতে। এটা তো বাচ্চাদের কাছে সুনিশ্চিত যে আমরা যত যত বাবাকে স্মরণ করবো অতোই পবিত্র হবো। আমরা যত ভালো টিচার হতে পারবো সেইরকমই উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে। বাবা তোমাদের টিচারের রূপে পড়াশুনা করা শেখান। তোমাদের আবার অন্যদের শেখাতে হবে। তোমরা পড়াশুনা শেখানোর টিচার অবশ্যই হতে পারো, এছাড়া তোমরা কারোর গুরু হতে পারো না, শুধুমাত্র টিচার হতে পারো। গুরু তো হলেন এক সদ্গুরুই, তিনি শেখান। সকলের সদ্গুরু একই। তিনি টিচার করে তোলেন। তোমরা সকলকে টিচ করে (শিক্ষা প্রদান করে) "মন্মনাভব"-র রাস্তা বলে দিতে থাকো। বাবা তোমাদের উপরে এই ডিউটি দিয়েছেন যে আমাকে স্মরণ করো আর তারপরে টিচারও হও। তোমরা কাউকে বাবার পরিচয় দিলে তাদেরও কর্তব্য থাকে বাবাকে স্মরণ করা। টিচার রূপে সৃষ্টিচক্রের নলেজ দিতে হবে। অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করার দরকার। বাবাকে স্মরণ করলেই পাপের বিনাশ হয়। বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম পাপ আত্মা, সেইজন্য বাবা সকলকে বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপের বিনাশ হবে। বাবা হলেন একমাত্র পতিত-পাবন। যুক্তি দিয়ে বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, যার জন্য শরীরও পতিত হয়ে গেছে। তোমরা প্রথমে পবিত্র ছিলে, এখন তোমরা অপবিত্র হয়েছো। এখন পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি তো খুবই সহজ ভাবে বোঝানো হয়। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। লোকে গঙ্গা স্নানের সময় গঙ্গাকে স্মরণ করে। মনে করে গঙ্গাই হলো পতিত-পাবনী। গঙ্গাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু বাবা বলেন, কেউই পবিত্র হতে পারে না। জলের দ্বারা কীভাবে পবিত্র হবে? বাবা বলেন, আমি হলাম পতিত-পাবন। হে বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সকল ধর্মকে ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে আবার নিজ গৃহ- মুক্তিধামে পৌঁছে যাবে। সমগ্র কল্পে গৃহকে ভুলে ছিলে। বাবাকে সমগ্র কল্প কেউ জানতই না। একবারই বাবা নিজে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন- এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারা। এই মুখের কতো মহিমা। গো-মুখ বলে যে না! সেক্ষেত্রে তো গো হলো জানোয়ার, এখানে তো হলো মানুষের কথা। তোমরা জানো যে, এখানে হলেন বড় মা (ব্রহ্মা), যে মাতার দ্বারা শিববাবা তোমাদের সকলকে অ্যাডাপ্ট করেন। তোমরা এখন “বাবা বাবা” বলতে থাকছো। বাবাও বলেন এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডন হয়। বাচ্চাদের বাবা স্মরণে এসে যায়। তার গঠন ইত্যাদি হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো আমরা যেমন আত্মা হই সেই রকম তিনি হলেন পরম আত্মা। গঠনে আর কোনো পার্থক্য নেই। শরীরের সম্বন্ধে তো অবয়ব ইত্যাদি আলাদা থাকে, এছাড়া আত্মা তো এক রকমেরই হয়। যেমন আমাদের আত্মা, সেরকম বাবাও হলেন পরম আত্মা। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে- বাবা পরমধামে থাকেন, আমরাও পরমধামে থাকি। বাবার আত্মা আর আমাদের আত্মাতে আর কোনো পার্থক্য নেই। তিনিও বিন্দু, আমরাও হলাম বিন্দু। এই জ্ঞান আর কারোর নেই। বাবা তোমাদেরই বলেছেন। বাবার ব্যাপারেও কি-কি সব বলে দেয় - তিনি সর্বব্যাপী, পাথরে-নুড়িতে আছেন, যার যা আসে সেটাই বলে দেয়। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে ভক্তি মার্গে বাবার নাম, রূপ, দেশ, কালকে ভুলে যায়। । তোমরাও ভুলে যাও। আত্মা নিজের পিতাকে ভুলে যায়। বাচ্চা বাবাকে ভুলে যায় তো বাকীরা কী জানবে? যদিও ধনী (পিতা/প্রভু) হীন অর্থাৎ অনাথ হয়ে গেছে। ধনীকে (পিতাকে) স্মরণই করে না। নিজেকেও ভুলে যায়। তোমরা ভালো ভাবে জানো- বরাবর আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা প্রথমে এ'রকম দেবী-দেবতা ছিলাম, এখন জানোয়ারের থেকেও অধম হয়ে গেছি। মুখ্য তো হলো আমরা নিজের আত্মাকেও ভুলে গেছি। এখন কে রিয়ালাইজ করাবে। কোনো জীব-আত্মারই এটা জানা নেই যে, আমরা এই আত্মারা কী, কীভাবে সমগ্র পার্ট অর্থাৎ ভূমিকা পালন করি ? আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই- এই জ্ঞান আর কারোর মধ্যে নেই। এই সময় সমগ্র সৃষ্টিই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। জ্ঞান নেই। তোমাদের মধ্যে এখন জ্ঞান আছে, বুদ্ধিতে

এসেছে আমরা অর্থাৎ আত্মা এতো সময় নিজেদের পিতার গ্লানি করে এসেছি। গ্লানি করার ফলে বাবার থেকে দূরে সরে যেতে থেকেছি। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থেকেছি। মূল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো বাবাকে স্মরণ করার। বাবা আর কোনো কষ্ট দেন না। বাচ্চাদের শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করার কষ্ট হয়। বাবা কি আর কখনো বাচ্চাদের কষ্ট দিতে পারেন ! ল' (নিয়ম) এটা বলে না। বাবা বলেন আমি কোনো কষ্টই দিই না। কিছু প্রশ্ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলে বলি - এই কথাতে টাইম ওয়েস্ট করছো কেন? বাবাকে স্মরণ করো। আমি এসেছিই তোমাদের নিয়েছে যেতে, সেইজন্য তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে স্মরণের যাত্রার দ্বারা পবিত্র করি। ব্যস, আমিই হলাম পতিত-পাবন বাবা। বাবা যুক্তি দেন - যেখানেই যাও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্রের রহস্যও বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন নিজেদের নিরীক্ষণ করতে হবে- কতো পর্যন্ত বাবাকে স্মরণ করা হয়। ব্যস আর কোনো দিকেরই বিচার করতে নেই। এটা তো হলো মোস্ট ইজি। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাচ্চা অল্প বড় হলেই তো অটোমেটিক্যালি মা-বাবাকে মনে করতে থাকে। তোমরাও মনে করো আমরা আত্মা বাবার বাচ্চা, স্মরণ করতে কেন হবে ! কারণ আমাদের উপর যে পাপ চেপে বসেছে, সে সব স্মরণের দ্বারাই সমাপ্ত হবে। সেইজন্য কথিত আছে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। জীবনমুক্তি হলো পড়াশোনার উপরে নির্ভর আর মুক্তি হলো স্মরণের উপর নির্ভর। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে আর পড়াশুনায় মনঃসংযোগ করবে, তবেই উঁচু নম্বরে জায়গা প্রাপ্ত করবে। উপার্জন ইত্যাদি যদিও বা করতে থাকো, বাবা কিছু নিষেধ করেন না। জীবিকা নির্বাহের জন্য যা কিছু তোমরা করো- সেটাও দিন-রাত স্মরণে থাকে। বাবা তো এখন আত্মিক উপার্জনের কাজ দেন - নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো আর ৮৪ জন্মের চক্রে স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করাতেই তোমরা সত্যপ্রধান হবে। এটাও বোঝো, এখন পুরানো হল তোমাদের পরিচ্ছদ, তারপরে সত্যপ্রধান নূতন পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হবে। জ্ঞানের সার সংক্ষেপ নিজের বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যাতে অনেক লাভ হবে। যেমন স্কুলে সাবজেক্ট তো অনেক হয়, তবুও ইংলিশে মার্ক ভালো হয়, কারণ ইংলিশ হলো স্কুলে প্রধান বিষয়। কারণ আগে তাদের রাজস্ব ছিলো তাই ইংরেজি ভাষা ভারতে বেশী চলে। এখনো ভারতবাসী কোনো কোনো বিষয়ে তাদের কাছে ঋণী। যত ধনবান ব্যক্তিই হোক, তাদের বুদ্ধিতেও এটা থাকে যে, আমাদের গভর্ণমেন্টে যে যে প্রধানরা রয়েছেন, সকলেই ঋণগ্রস্ত। অর্থাৎ আমরা ভারতবাসীরা ঋণগ্রস্ত। প্রজা অর্থাৎ জনগণ তো তাহলে বলবেই যে আমরা ঋণগ্রস্ত, তাই না ! এটা তো বোঝা উচিত। তোমরা যখন রাজস্ব স্থাপন করছো, তোমরা জানো আমরা সবাই এই ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে সলভেন্ট হই আবার অর্ধ-কল্প আমরা কারোর কাছেই ঋণী থাকি না। দেনাদার হলো পতিত দুনিয়ার মালিক। এখন আমরা দেনাদারও হই, পতিত দুনিয়ার মালিকও হই। আমাদের ভারত এরকম-গান করে যে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো আমরা অনেক বিত্তশালী ছিলাম। পরীদের রাজা, পরীদের রাণী ছিলাম। এটা মনে থাকে। আমরা এরকম বিশ্বের মালিক ছিলাম। এখন একদম দেনাদার আর পতিত হয়ে পড়েছি। এই খেলার রেজাল্ট বাবা বলতে থাকেন। রেজাল্ট কি হলো। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের স্মৃতি এসেছে। সত্যযুগে আমরা কতো বিত্তবান ছিলাম, তোমাদের কে বিত্তবান করেছেন? বাচ্চারা বলবে- বাবা, আপনি আমাদের কতো বিত্তশালী করেছিলেন। এক বাবা-ই বিত্তশালী করতে সক্ষম। দুনিয়া এই কথাটি জানে না। লক্ষ বছর বলে দেওয়াতে সব ভুলে গেছে, কিছু জানে না। তোমরা এখন সব কিছু জেনে গেছো। আমরা লক্ষ-কোটি গুণ বিত্তশালী ছিলাম। খুবই পবিত্র ছিলাম, অনেক সুখী ছিলাম। ওখানে মিথ্যা পাপ ইত্যাদি কিছু হয় না। সমগ্র বিশ্বের উপর বিজয় ছিলো তোমাদের। গায়নও আছে শিববাবা আপনি যা দিচ্ছেন সেটা আর কেউ দিতে পারে না। কারোর শক্তি নেই যে অর্ধ-কল্পের সুখ দিতে পারে। বাবা বলেন ভক্তি মার্গেও তোমাদের অনেক সুখ, প্রচুর ধন থাকে। কতো হীরে জহরত ছিলো যা আবার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে আসে। এখন তোমরা সেই জিনিসই দেখতে পাওয়া যায় না। তোমরা পার্থক্য দেখো তো। তোমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলে আবার তোমরাই পূজারী হয়েছো। তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী। বাবা কোনো পূজারী হন না কিন্তু পূজারী দুনিয়াতে তো আসেন, তাই না ! বাবা তো হলেন এভার (সর্বক্ষণের) পূজ্য। তিনি কখনো পূজারী হন না, ওঁনার কর্ম-কর্তব্য হলো তোমাদেরকে পূজারী থেকে পূজ্য করে তোলা। রাবণের কাজ হলো তোমাদের পূজারী করে তোলা। এটা দুনিয়াতে কারোর জানা নেই। তোমরাও ভুলে যাও। রোজ-রোজ বাবা বোঝাতে থাকেন। বাবার হাতে আছে - চাইলে কাউকে বিত্তশালী করেন, চাইলে গরীব করেন। বাবা বলেন যে বিত্তশালী, তাকে তাকে অবশ্যই গরীব হতে হবে, হবেই। তাদের পার্ট এরকম। তারা কখনো স্থিত হতে পারে না। ধনবানের অনেক অহঙ্কারও অনেক থাকে তাই না- আমি অমুক হই, আমার এটা-এটা আছে। দম্ভ ভাঙার জন্য বাবা বলেন- ইনি যখন দেওয়ার জন্য আসবে তো বাবা বলবেন দরকারই নেই। এটা নিজের কাছে রাখো। যখন দরকার হবে তো আবার নিয়ে নেবে কারণ দেখা যায়- কাজের না, নিজের দম্ভ আছে। এই সমস্ত তো বাবার হাতে যে না - নেওয়া বা না নেওয়া। বাবা পয়সা কি করবেন, দরকার নেই। এটা তো বাচ্চাদের জন্য অটালিকা তৈরী হচ্ছে, এসে বাবার সাথে মিলিত হয়েই যেতে হবে। সবসময় তো থাকতে নেই। পয়সার কি দরকার থাকবে। কোনো লোক লক্ষের বা তোপ ইত্যাদি তো দরকার নেই। তোমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। এখন যুদ্ধের ময়দানে আছো, তোমরা কিছুই আর করো না, বাবাকে স্মরণ করা ছাড়া। বাবা আদেশ করেছেন যে আমাকে স্মরণ করলে পরে

এতো শক্তি প্রাপ্ত হবে। তোমাদের এই ধর্ম খুবই সুখদায়ক। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। তোমরা তাঁর হও, সমস্ত কিছু নির্ভর করে স্মরণের যাত্রার উপর। এখানে তোমরা শোনো, তারপর ওর উপর মন্বন চলে। যেমন গরু খাবার খেয়ে আবার উদ্ধার করে, মুখ চলতেই থাকে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও বলে জ্ঞানের কথা উপর খুব বিচার করো। বাবাকে আমরা কি জিজ্ঞাসা করবো। বাবা তো বলেন মন্মানভব, যার দ্বারাই তোমরা সতোপ্রধান হও। এই এইম-অবজেক্ট সামনে আছে। তোমরা জানো - সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পন্ন হতে হবে। এটা অটোমেটিক্যালি ভিতরে আসা উচিত। কারোর গ্লানি বা পাপ কর্ম ইত্যাদি কিছু যেন না হয়। তোমাদের কোনোই উল্টো কর্ম করা উচিত নয়। এই দেবী-দেবতারা হন নম্বর অনুযায়ী। পুরুষার্থের দ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করেছেন যে। ঔনাদের জন্য গাওয়া হয় অহিংসা পরম দেবী- দেবতা ধর্ম। কাউকে মারা এটা তো হিংসাই হলো। বাবা বোঝালে তো এরপর বাচ্চাদের অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে দেখতে হবে- আমি কেমন হয়েছি ? বাবাকে আমরা স্মরণ করি ? আমরা কতক্ষণ স্মরণ করি ? হৃদয় এতো ছুঁয়ে যায় যে, এই স্মরণ কখনো ভোলাই যায় না। অসীম জগতের পিতা এখন বলেন তোমরা আত্মারা হলে আমার সন্তান। তবুও তোমরা হলে অনাদি সন্তান। সেই যারা প্রিয়তম-প্রিয়তমা হয় তাদের হলো শারীরিক ভাবে মনে করা। যেরকম সাক্ষাৎকার হয় আবার গুম হয়ে যায়, সেরকম তিনিও সামনে এসে যান। সেই খুশীতেই খেতে, পান করতে স্মরণ করতে থাকে। তোমাদের এই স্মরণে তো অনেক শক্তি আছে। এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাকবে। আর তোমাদের আবার নিজের ভবিষ্যত স্মরণে আসবে। বিনাশের সাক্ষাৎকারও হবে। সময়ের অগ্রগতির সাথে-সাথে তাড়াতাড়িই বিনাশের সাক্ষাৎকার হবে। এরপর তোমরা বলতে পারবে যে, এখন বিনাশ হতে চলেছে। বাবাকে স্মরণ করো। বাবা এই সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন যে। কিছুই যেন শেষ সময়ে স্মরণে না আসে। এখন তো আমরা নিজের রাজধানীতে যাবো। নূতন দুনিয়াতে অবশ্যই যেতে হবে। যোগবলের দ্বারা সব পাপ ভস্মীভূত করতে হবে, এতেই খুব পরিশ্রম করতে হয়। ক্ষণে-ক্ষণে বাবাকে ভুলে যায় কারণ এটা অনেক সূক্ষ্ম জিনিস। যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হয় - সাপের, ভ্রমরের, সেই সব হলো এই সময়ের। ভ্রমরী আলোড়িত করে যে না। এর থেকে তোমাদের আলোড়ন বেশী হয়। বাবা যে লেখেন- জ্ঞানের ভুঁ-ভুঁ করতে থাকো। শেষ পর্যন্ত জাগতে হবে যাবে কোথায়। তোমাদের কাছেই এসে পড়বে। অ্যাড হতে থাকবে। তোমাদের নামাচার হতে থাকবে। এখন তোমরা তো অল্প সংখ্যক যে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের বিচার সাগর বেশি করে মন্বন করতে হবে। যা শুনেছো সেটার উদ্ধার করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে দেখতে হবে যে, বাবার সাথে এইরকম হৃদয় জুড়েছে যে, তাঁকে আর কখনো ভোলাই যায় না!

২) কোনো প্রশ্ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে নিজের টাইম ইত্যাদি ওয়েস্ট (নষ্ট) না করে স্মরণের যাত্রা দ্বারা নিজেকে পবিত্র করে তুলতে হবে। শেষ সময়ে এক বাবার স্মরণ ব্যতীত আর কোনোই চিন্তাই যেন না আসে - এই অভ্যাস এখন থেকে করতে হবে।

বরদান:- দৃঢ় সংকল্পরূপী ব্রতের দ্বারা বৃত্তির পরিবর্তনকারী মহান আত্মা ভব মহান হওয়ার মুখ্য আধার হলো পবিত্রতা। এই পবিত্রতার ব্রতকে প্রতিজ্ঞার রূপে ধারণ করা অর্থাৎ মহান আত্মা হওয়া। যেকোনও দৃঢ় সংকল্পরূপী ব্রত বৃত্তিকে পরিবর্তন করে দেয়। পবিত্রতার ব্রত নেওয়া মানে নিজের বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ বানানো। ব্রত রাখা অর্থাৎ স্থূল রীতিতে সতর্কতা অবলম্বন করা, মনের মধ্যে পাক্ষা সংকল্প ধারণ করা। তো পবিত্র হওয়ার ব্রত নেওয়া আর আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই - এই ব্রাদারহুডের বৃত্তি বানানো। এই বৃত্তির দ্বারাই ব্রাহ্মণরা মহান আত্মা হয়ে যায়।

স্লোগান:- ব্যর্থ থেকে বাঁচার জন্য মুখের উপর দৃঢ় সংকল্পের বাটন লাগিয়ে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার শ্রীমতানুসারে চলাই হলো বাবার প্রতি রিগার্ড রাখা, মনমতে যারা চলে তারা ডিস-রিগার্ড করে"

*প্রশ্নঃ - যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকে, বাবা তাদেরকে কোন্ বিষয়টিতে বারণ করেন না কিন্তু একটি পরামর্শ দেন - সেটা কী ?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চা! অবশ্যই তুমি সকলের সম্পর্কে আসো, যদি কোনো কাজ-কর্মাদি (চাকরী) করতে হয় করো, সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসতে হয় আসো, যদি রঙিন বস্ত্র পড়তে হয় তাও পড়ো, বাবার এতে বারণ নেই। বাবা তো শুধু পরামর্শ দেন - বাচ্চা! দেহ-সহ দেহের সর্ব-সম্বন্ধের থেকে মোহমুক্ত হয়ে আমাকে স্মরণ করো।

ওম্ শান্তি । শিববাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান অর্থাৎ নিজ-সম তৈরী করার জন্য পুরুষার্থ করান। যেমন, আমি জ্ঞানের সাগর তেমন বাচ্চারাও তৈরী হোক। একথা তো মিষ্টি বাচ্চারাও জানে যে, সকলেই এক সমান হবে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পুরুষার্থ করতে হবে। স্কুলে তো অনেক স্টুডেন্টই পড়ে কিন্তু সকলেই তো এক সমান পাস উইথ অনার হয় না। তবুও টিচার পুরুষার্থ করায়। বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থ কর। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কী হবে? অর্থাৎ কোন্ পদ লাভ করবে? সকলেই তখন বলবে যে, আমরা এসেছিই নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য। সে তো ভালো, কিন্তু নিজেদের অ্যাক্টিভিটিজ্ও (কাজকর্মাদি) দেখো, তাই না। বাবা হলেন সর্বোচ্চ। তিনি শিক্ষক, আবার গুরুও। এই বাবাকে কেউ জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের বাবাও, টিচারও, সতগুরুও। কিন্তু তিনি যেমন, ঠিক তেমনভাবে তাঁকে জানা মুশকিল। বাবাকে জেনে গেলেও, ভুলে যায় তাঁর শিক্ষকতার রোল, তাঁর গুরুর রোল। বাবার রিগার্ডও বাচ্চাদের রাখতে হবে। রিগার্ড কাকে বলে? বাবা যা পড়ান তা ভালোভাবে পড়া অর্থাৎ বাবার রিগার্ড রাখা। বাবা হলেন অতি মিষ্টি। অন্তরে খুশীর পারদ অধিকমাত্রায় চড়ে থাকা উচিত। খুশীতে গদগদ (পরমানন্দে) হয়ে থাকা উচিত। প্রত্যেকেই নিজেকে প্রশ্ন করো - আমাদের কী এমন খুশী থাকে? সকলেই তো আর এক সমান হতে পারে না। পড়াতেও প্রচুর বিভিন্নতা রয়েছে। লৌকিক স্কুলেও কত পার্থক্য থাকে। সেখানে ওই সাধারণ টিচার পড়ায়, ইনি হলেন আন-কমন (অনন্য)। এমন টিচার আর কেউ হয়ই না। কেউ একথা জানেই না যে নিরাকার ফাদার (আমাদের) টিচারও। যদিও তারা কৃষ্ণের নাম দিয়ে দায়েছে কিন্তু ওরা জানেই না যে সে ফাদার কেমন করে হতে পারে। কৃষ্ণ তো দেবতা, তাই না। এমনিতে তো অনেকের নামও কৃষ্ণ হয়। কিন্তু কৃষ্ণ বলতেই শ্রীকৃষ্ণ (চিত্র) সামনে চলে আসে। কিন্তু তিনি তো দেহধারী, তাই না। তোমরা জানো যে, এই শরীর তাঁর (শিব বাবার) নয়। স্বয়ং তিনি বলেন - আমি লোন নিয়েছি। ইনি (ব্রহ্মা) প্রথমেও মানুষ ছিলেন, এখনও মানুষ। ইনি ভগবান নন। সে তো একজনই, নিরাকার তিনি । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের কত রহস্য বোঝান। কিন্তু তথাপি ফাইনালি তাঁকেই বাবা মনে করা, টিচার মনে করা তা এখনই সম্ভব হবে না, প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাবে। দেহধারীদের দিকে বুদ্ধি চলে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাবা-ই পিতা, শিক্ষক, সঙ্গুরু - এই নিশ্চয় বুদ্ধিতে এখনও আসেনি। এখনও তো ভুলে যায়। স্টুডেন্টস্ কী কখনও টিচারকে ভুলে যায়? হস্টেলে যারা থাকে তারা তো কখনোই ভুলবে না। যে স্টুডেন্ট হস্টেলে থাকে তার তো পাকা হয়ে যাবে, তাই না। এখানে তো তাও সম্পূর্ণ নিশ্চয় নেই। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে হস্টেলে বসেছে তাহলে তো অবশ্যই স্টুডেন্টস্ কিন্তু এই নিশ্চয় এখনও পাকা হয় নি। তারা জানে যে, সকলেই নিজের নিজের পুরুষার্থ অনুসারে পদ প্রাপ্ত করছে। ওই পড়াশোনার মাধ্যমে তো কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়, ডাক্তার হয়। এখানে তোমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। তাহলে এমন স্টুডেন্টের বুদ্ধি কেমন হওয়া উচিত। চাল-চলন, বার্তালাপ কতখানি সুন্দর হওয়া উচিত।

বাচ্চারা, তোমরা কখনো বিলাপ কোরবে না। তোমরা তো বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের হায় হুসেন! অর্থাৎ হায় ঈশ্বর! বলে বিলাপ করা উচিত নয়। হায়! হায়! করা অর্থাৎ এ হলো তারস্বরে কান্না। বাবা বলেন, 'যে কাঁদে সে হারায়..... বিশ্বের সর্বোচ্চ রাজ্য-ভাগ্য হারিয়ে ফেলে। তারা বলে - আমরা নর থেকে নারায়ণ হতে এসেছি কিন্তু চাল-চলন তেমন কোথায়! পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে সকলেই পুরুষার্থ করছে। কেউ ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়ে স্কলারশিপ পায়, কেউ আবার অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো হয়েই থাকে। তোমাদের মধ্যেও কেউ পড়ে, কেউ আবার পড়েও না। যেমন গ্রামের লোকেদের পড়তে ভালো লাগে না। ঘাস কাটতে যেতে বলো তখন আনন্দের সঙ্গে যাবে। সেটাকেই স্বাধীন লাইফ বলে মনে করে। এমনও অনেকে আছে যারা পড়াশোনাকে বন্ধন মনে করে। বিত্তবানদের মধ্যে জমিদাররাও কম নয়।

নিজেদের স্বাধীন বলে ভাবতে পছন্দ করে। কম সে কম এর নাম চাকরী তো নয়, তাই না। মানুষ তো অফিসাদি-তে চাকরী করে, তাই না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বাবা পড়ান বিশ্বের মালিক করার জন্য। চাকরী করার জন্য নয়। এই পড়াশোনার মাধ্যমে তোমরা বিশ্বের মালিক হবে, তাই না। এ অতি উচ্চমার্গের পড়াশোনা। তোমরা তো সম্পূর্ণ স্বাধীন, বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। কত সাধারণ কথা। এটাই একমাত্র এমন পড়াশোনা যার মাধ্যমে তোমরা সুউচ্চ মহারাজা-মহারানী হয়ে যাও, তাও আবার পবিত্র। তোমরা বল, যেকোন ধর্মেরই হোক, এসে পড়াশোনা করুক। তখন বুঝতে পারবে যে এই পড়া কত উচ্চমার্গের। বিশ্বের মালিক হও, এ তো বাবা পড়ান। তোমাদের বুদ্ধি এখন কত বিশাল (ভীক্ষুবুদ্ধি) হয়ে গেছে। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে তোমরা এখন সসীম(হেদ) জগতের বুদ্ধি থেকে অসীম(বেহদ) জগতের বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছো, কত খুশী থাকে - আমরা সকলে আবার অন্যদেরও বিশ্বের মালিক বানাবো। বাস্তবে চাকরী অবশ্যই ওখানেও থাকবে। দাস-দাসী ইত্যাদি তো চাই, তাই না। অশিক্ষিতরা শিক্ষিতের কাছে মাথা নত করবে। তাই বাবা বলেন - ভালোভাবে পড়ো তাহলে তোমরা এমন হতে পারবে। তারা বলেও যে, আমরা এমন হবো। কিন্তু পড়া না করলে কীভাবে হবে। যারা পড়ে না, তাই তো বাবাকে অত্যন্ত রিগার্ডের সঙ্গে স্মরণও করে না। বাবা বলেন, যত তোমরা স্মরণ করবে, তোমাদের বিকর্মও তত বিনাশ হবে। বাচ্চারা বলে, বাবা তুমি যেভাবে চালাবে। বাবাও ঐনার দ্বারাই তো ঐনার মত দেবেন, তাই না। কিন্তু ঐনার মতও গ্রহণ করে না, তাও বস্তাপঁচা মনুষ্য-মতেই চলে। তারা দেখেও যে, শিববাবা এই রথ দ্বারা মত দেন, তথাপি নিজের মতেই চলে। যে মতকে পাই-পয়সার, কড়িতুল্য মত বলা যায়, সেই মতানুসারে চলে। রাবণের মতানুসারে চলতে-চলতে এইসময় কড়িতুল্য হয়ে গেছে। এখন (পরমাত্মা) রাম শিববাবা মত দেন। নিশ্চয়ই বিজয়, এতে কখনো ক্ষতি হবে না। লোকসানকেও বাবা লাভে পরিণত করে দেবেন। কিন্তু তা নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্নদের জন্য। সংশয়বুদ্ধিসম্পন্নরা ভিতরে-ভিতরে বাধাপ্রাপ্ত হবে। নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন-দের কখনো বাধা আসতে, কখনও ক্ষতি হতে পারে না। বাবা নিজেই গ্যারান্টি করেন - শ্রীমতানুসারে চললে কখনও অকল্যাণ হতে পারে না। মনুষ্যমত-কে দেহধারীদের মত বলা হয়। এখানে তো সবই মনুষ্যমত। গায়নও করা হয় - মনুষ্য-মত, ঈশ্বরীয়-মত আর দৈবী-মত। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত পেয়েছো, যার দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। ওখানে স্বর্গে তোমরা সুখই পাও। ওখানে কোন দুঃখের কথাই নেই, সেটাও স্থায়ী সুখই। এইসময়ই তোমাদের সেটাকে ফিলিং এর আনতে হবে, তবেই ভবিষ্যতে ফিলিং হবে।

এখন এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যখন আমরা শ্রীমত পাই। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি, তা তোমরাই জানো। তাঁর মতানুসারে তোমরা চলো। বাবা বলেন - বাচ্চারা! গৃহস্থ ব্যবহারে অবশ্যই থাকো, কে বলেছে তোমাদের বস্ত্রাদি বদল করতে। অন্য বস্ত্রও চাইলে পরিধান করো। অনেকের সম্পর্কে তোমাদের আসতে হয়। রঙিন বস্ত্র পড়ার জন্য কেউ বারণ করে না। যে কোনো বস্ত্র পড়ো, এরসঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাবা বলেন, দেহ-সহ দেহের সর্ব-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করো। তাছাড়া সবকিছুই পড়ো। শুধু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, একে দূততার সাথে পাকা করো। তোমরা একথাও জানো যে, আত্মাই পতিত আর পবিত্র হয়, মহাত্মা-কেও মহান আত্মা বলবে, মহান পরমাত্মা বলবে না। আর বলা শোভাও পায় না। বোঝার জন্য কত ভাল-ভাল পয়েন্টস্ রয়েছে। সকলকে সঙ্গতি প্রদান করা সম্ভব তো একজনই, তিনি বাবা। ওখানে কখনও অকালমৃত্যু হয় না। বাচ্চারা এখন তোমরা বোঝো যে, বাবা আমাদের পুনরায় এমন দেবতা বানাচ্ছেন। পূর্বে একথা বুদ্ধিতে ছিল না। কল্পের আয়ু কত, এও তো জানা ছিল না। এখন সমস্ত স্মৃতিতে ফিরে এসেছে। বাচ্চারা, এও বোঝে যে, আত্মাকেই পাপ-আত্মা, পুণ্য-আত্মা বলা হয়। পাপ-পরমাত্মা কখনো বলা হয় না। আবার তাও যদি কেউ বলে যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী তাহলেও তা কত অবুঝের মতো কথা। একথা বাবা-ই বসে বোঝান। এখন তোমরা জানো যে, ৫ হাজার বছর পরে বাবা-ই এসে পাপাত্মাদের পুণ্যাত্মায় পরিণত করেন। একজনকে নয়, সব বাচ্চাদের তৈরী করেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের যিনি তৈরী করেন সেই আমিই হলাম অসীম জগতের বাবা। অবশ্যই তিনি বাচ্চাদেরকে অসীম জগতের সুখ প্রদান করবেন। সত্যযুগে থাকেই সব পবিত্র আত্মারা। রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করলেই তোমরা পুণ্যাত্মা হয়ে যাও। তোমরা অনুভব করো যে, মায়া কত বিঘ্ন ঘটায়। একেবারে নাকে দম ধরিয়ে দেয় (ভীষণ অতিষ্ঠ করে)। তোমরা জানো যে, মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ কীভাবে হয়। ওরা (অঙ্কুরা) আবার কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধ, সৈন্য-সামন্ত ইত্যাদি কী-কী সব দেখিয়েছে। এই যুদ্ধের কথা তো কেউ জানেই না। এ হলো গুপ্ত কথা। একে তোমরাই জানো। মায়ার সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের যুদ্ধ করতে হবে। বাবা বলেন, তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হলো কাম-বিকার। যোগবলের দ্বারা তোমরা এর উপর বিজয়লাভ কর। যোগবলের অর্থও কেউ বোঝে না। যিনি সতোপ্রধান ছিলেন তিনিই তমোপ্রধান হয়ে গেছেন। স্বয়ং বাবা বলেন যে - ঐনার (ব্রহ্মা) অনেক জন্মের অন্তিম লগ্নে আমি ঐনার মধ্যে প্রবেশ করি। তিনিই তমোপ্রধান হয়ে গেছেন, তৎস্বম্। বাবা কি একজনকেই বলবেন, না তা বলবেন না। নশ্বরের ক্রমানুসারে সকলকেই বলেন। নশ্বরের ক্রমানুসারে কে-কে রয়েছে,

এখানে তোমরা জানতে পারো। ভবিষ্যতে তোমরা অনেককিছু জানতে পারবে। তোমাদের মালার সাক্ষাৎকার করা।
স্কুলে যখন (এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে) ট্রান্সফার হয় তখন সব জানা যায়, তাই না। রেজাল্ট পুরোপুরি তখন বেরিয়ে
আসে।

বাবা তাঁর এক সন্তানকে প্রশ্ন করে - তোমার প্রশ্নপত্র কোথা থেকে আসে? সে বলে লন্ডন থেকে। এখন তোমার পেপারস
কোথা থেকে আসবে? উপর থেকে। তোমাদের পেপার উপর থেকে আসবে। সবই সাক্ষাৎকার করবে। কেমন বিস্ময়কর
পড়াশোনা। কে পড়ায়, কেউ জানে না। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলে দেয়। সকলেই নম্বরের ক্রমানুসারে পড়া করে। তাই খুশীও
থাকে নম্বরের ক্রমানুসারে। এই যে গায়নও হয়, 'অতীন্দ্রিয় সুখ কি তা গোপ-গোপিনীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো' - এ
ভবিষ্যতের কথা। বাবা বুঝিয়েছেন, বাবা অবশ্যই জানেন যে - এই বাচ্চারা কখনও অধঃপতনে যাবে না কিন্তু তবুও
জানা নেই, কি যে হয়ে যায়। পড়াশোনাই করে না, কারণ ভাগ্যে নেই। তাদেরকে যদি একটু বলা হয় যে, ওই দুনিয়ায়
গিয়ে নিজেদের ঘর বসাও, তাহলে তৎক্ষণাৎ চলে যাবে। কোথা থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে যায়। তাদের চলন-বলন,
কর্মই এমন হয়। মনে করে আমরা যদি এতটা পাই, তাহলে আমরা গিয়ে আলাদা থাকব। চাল-চলনেই বোঝা যায়। এর
অর্থ নিশ্চয় নেই, বিবশতা (অসমর্থ) গ্রাস করেছে। অনেকেই আছে যারা স্ত্রানের 'গ'-ও জানে না। কখনো বসেও না। মায়া
পড়া করতে দেয় না। এমন সব সেন্টারেই আছে। কখনো পড়তে আসে না। বিস্ময়কর, তাই না। এ কত উচ্চ স্তর।
ভগবান পড়ান। বাবা বলেন, এমন কর্ম কোরোনা, কিন্তু মানে না। অবশ্যই উল্টোকর্ম (বিকর্ম) করে দেখাবে। রাজধানী
স্থাপিত হচ্ছে, তাতে তো বিভিন্ন প্রকারের (মানুষ) চাই, তাই না। উপর (উচ্চপদ) থেকে নিয়ে নীচে (নিম্নপদ) পর্যন্ত
সবরকমেরই তৈরী হয়। পদের পার্থক্য তো থাকে, তাই না। এখানেও নম্বরের ক্রমানুসারেই পদ প্রাপ্ত করে। শুধু পার্থক্য
কোথায়? ওখানে দীর্ঘায়ু হয় এবং সুখ বিরাজ করে। এখানে স্বল্পায়ু হয় আর দুঃখ থাকে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই
ওয়ান্ডারফুল কথাগুলো থাকে। কেমনভাবে এই ড্রামা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। পুনরায় প্রতি কল্পে আমরা সেই একই পার্ট প্লে
করব। প্রতি কল্পে পালন করতেই থাকি। এত ছোট আত্মায় কত পার্ট ভরা রয়েছে। একই ফীচার্স (আকৃতি/চেহারা), একই
অ্যাক্টিভিটি সৃষ্টির এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। যা পূর্ব-নির্ধারিত তাই ঘটে চলেছে..... এই চক্র আবারও রিপিট
হবে। সতোপ্রধান, সত্য:, রজঃ, তমঃ-তে আসবে। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কথা নয়। আচ্ছা, নিজেকে আত্মা মনে কর কী?
আত্মার পিতা শিববাবা, এটা তো জানো, তাই না। যে সতোপ্রধান হয় সেই আবার তমোপ্রধান হয়ে যায়, পুনরায় বাবাকে
স্মরণ করো সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এ তো ভালো, তাই না। ব্যস্, এই পর্যন্তই থামিয়ে দেওয়া উচিত। বলা যে, অসীম
জগতের বাবা এই স্বর্গের উত্তরাধিকার (বর্সা) দেন। তিনিই পতিত-পাবন। বাবা নলেজ দেন, এরমধ্যে শাস্ত্রাদির কোনো
ব্যাপার নেই। শুরুতেই শাস্ত্র কোথা থেকে আসবে। এসব যখন অনেক হয়ে যায় তখন পরে বসে শাস্ত্র রচনা করে।
সত্যযুগে শাস্ত্র থাকে না। কোনো কিছুই পারম্পরিক হয় না। নাম-রূপ তো পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর
আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কখনো হায়! হায়! করে বিলাপ করা উচিত নয়। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি, আমাদের
চাল-চলন, বার্তালাপ অত্যন্ত সুন্দর হওয়া উচিত। কখনও বিলাপ করবে না।

২) নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে একমাত্র বাবার মতানুসারে চলতে হবে, কখনো বিভ্রান্ত হওয়া বা অসমর্থ হওয়া উচিত নয়।
নিশ্চয়েই বিজয়, তাই নিজের পাই-পয়সার (কড়িতুল্য) মত চালানো উচিত নয়।

বরদানঃ:- যেকোনও পরিস্থিতিতে ফুলস্টপ লাগিয়ে নিজেকে পরিবর্তনকারী সকলের আশীর্বাদের পাত্র ভব
যেকোনও পরিস্থিতিতে ফুলস্টপ তখন লাগাতে পারবে যখন বিন্দু স্বরূপ বাবা আর বিন্দু স্বরূপ আত্মা,
দুটোরই স্মৃতি থাকবে। কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকবে। যে বাচ্চা কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে পরিবর্তন করে
ফুলস্টপ লাগানোতে নিজেকে প্রথমে অফার করে, সে-ই আশীর্বাদের পাত্র হয়। সে নিজেকে নিজেই আশীর্বাদ
করে অর্থাৎ খুশী প্রাপ্ত হয় আবার বাবার দ্বারা, ব্রাহ্মণ পরিবারের দ্বারাও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়।

স্লোগানঃ:- যে সংকল্প করছে তাতে মাঝে মাঝে দূততার স্ট্যাম্প লাগাও তাহলে বিজয়ী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী হয়ে সার্ভিস করো, তাহলে প্রতি পদক্ষেপে সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ স্মৃতিতে থাকলে দেহ-অভিমান আসবে না?

*উত্তরঃ - সদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে আমরা হলাম গডলি সার্ভেন্ট । সার্ভেন্টের (সেবাধারীদের) কখনও দেহ-অভিমান আসতে পারে না। যত যোগে থাকবে ততই দেহ-অভিমান ভঙ্গ হতে থাকবে ।

*প্রশ্নঃ - দেহ-অভিমানীদের ড্রামা অনুযায়ী কোন্ দন্ড প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবেই না। ধনী ব্যক্তিদের ধনের কারণে দেহ-অভিমান থাকে, তাই তারা এই জ্ঞান বুঝতে পারে না, এও একপ্রকার দন্ড যা তাদের প্রাপ্ত হয়। গরিব মানুষ সহজে বুঝে নেয় ।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান প্রদান করছেন। স্মরণ করো তাহলে এইরূপ হবে। সতোপ্রধান হয়ে নিজেদের স্বর্গে প্রবেশ করবে। এই কথা শুধু তোমাদের বলা হয় না বরং এই সংবাদ তো সম্পূর্ণ ভারতে এমনকি বিদেশেও যাবে সবার কাছে। অনেকের সাক্ষাৎকারও হবে। কার সাক্ষাৎকার হওয়া উচিত? তাও বুদ্ধি দ্বারা বুঝে নেওয়া উচিত। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা-ই সাক্ষাৎকার করিয়ে বলেন - প্রিন্স বা হতে হলে যাও ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণদের কাছে। ইউরোপবাসীরাও এই জ্ঞান বুঝতে চায়। ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন কাদের রাজত্ব ছিল? এই কথা সম্পূর্ণ ভাবে কেউ জানেনা। ভারত-ই হেভেন বা স্বর্গ ছিল। এখন তোমরা সবাইকে বোঝাচ্ছে। এ হলো সহজ রাজযোগ, যার দ্বারা ভারত স্বর্গ বা হেভেনে পরিণত হয়। বিদেশিদের বুদ্ধি তবু অনেক ভালো। তারা চট করে বুঝে নেবে। অতএব এখন সার্ভিসেবল বাচ্চাদের কি করা উচিত? তাদেরই ডাইরেকশন দিতে হয়। বাচ্চাদের প্রাচীন রাজযোগ শেখাতে হবে। তোমাদের কাছে মিউজিয়াম বা প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে। তারা মতামত লিখে দেয় এরা খুব ভালো কাজ করছে। কিন্তু নিজেরা কিছু বোঝে না। একটু আধটু বুদ্ধিতে টাচ হয় তখন আসে তবুও গরিব মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণ করবে এবং জ্ঞানকে বোঝার পুরুষার্থ করবে। ধনীদের তো পুরুষার্থ করার লক্ষ্য নেই। দেহ-অভিমান অনেক, তাই না। অতএব ড্রামা অনুসারে যেন বাবা তাদের দন্ড দিয়ে দিয়েছেন । যদিও তাদের দিয়েই সংবাদ প্রকাশিত করাতে হয়। বিদেশিরা তো এই জ্ঞান অর্জন করতে চায়। শুনে খুব খুশী হয় । গভর্নমেন্ট অফিসারদের পিছনে কতো পরিশ্রম করা হয়, কিন্তু তাদের সময় নেই। তাদের যদিও ঘরে বসে সাক্ষাৎকারও হয়ে যাবে তবুও বুদ্ধিতে কিছুই থাকবে না। অতএব বাবা বাচ্চাদের পরামর্শ দেন, সকলের মতামত একত্র করে একটি ভালো বই বানাও। পরামর্শ দেওয়া যায় - দেখো, সবার কত ভালো লেগেছে। বিদেশি বা ভারতীয় সবাই সহজ রাজযোগ জানতে চায়। স্বর্গের দেবী-দেবতাদের রাজত্ব যা সহজ রাজযোগের দ্বারা ভারত প্রাপ্ত করে তাহলে এই মিউজিয়াম গভর্নমেন্ট হাউসের ভিতরে লাগালে কেমন হয়। যেখানে কনফারেন্স ইত্যাদি হতে থাকে। এইরূপ চিন্তা ভাবনা বাচ্চাদের চলা উচিত। এখন সময় লাগবে। এত শীঘ্র বুদ্ধি নরম হবে না। বুদ্ধিতে গোদরেজের তাল লাগানো আছে। এখন সংবাদ ছড়ালে তো রিভোলিউশন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয় হতে হবে। বলা, গভর্নমেন্ট হাউসেও মিউজিয়াম থাকলে অনেক বিদেশিরা এসে দেখবে। বিজয় তো বাচ্চাদের অবশ্যই হবে। তাই চিন্তন চলা উচিত। দেহী-অভিমানীদের এমন চিন্তন আসবে যে কি করা উচিত যাতে দুঃখী মানুষজন জানতে পারে ও বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। আমরা লিখেও থাকি কোনও খরচ না করে...অতএব ভালো ভালো বাচ্চারা এসে পরামর্শ দেয়। ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার উদ্বোধন করতে আসে তো প্রাইম মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট তারাও আসবে, কারণ তাদেরকে গিয়ে বলা হবে যে এই নলেজ কতখানি ওয়াল্ডারফুল। সত্য প্রকৃত শান্তি তো এভাবেই স্থাপন হবে। সঠিক অনুভব হবে। যুক্তিও দেওয়া হয়েছে সঠিকভাবে। আজ সঠিক অনুভব না হলে আগামী কাল নিশ্চয়ই অনুভব হবে। বাবা বলতেই থাকেন উচ্চ ব্যক্তি বিশেষের কাছে যাও। ভবিষ্যতে তারাও বুঝবে। মানুষের বুদ্ধি তমো প্রধান হয়েছে তাই উল্টো কাজ করে। দিন দিন আরও তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে।

তোমরা বোঝানোর চেষ্টা করো যে, বিকারী আচরণ বন্ধ করো, নিজের উন্নতি করো। বাবা এসেছেন পবিত্র দেবতায় পরিণত করতে। সেই দিনও আসবে যেদিন গভর্নমেন্ট হাউসে মিউজিয়াম থাকবে। তাদের বলা, খরচ তো আমাদের নিজের হবে। গভর্নমেন্ট তো টাকা দেবে না। তোমরা বাচ্চারা বলবে নিজের খরচায় গভর্নমেন্ট হাউসে মিউজিয়াম লাগাতে পারি। একটি বড় গভর্নমেন্ট হাউসে হয়ে গেলে সব গুলোতেই হয়ে যাবে। বোঝানোর জন্য কেউ থাকা চাই। তাদের বলা সময় নির্দিষ্ট করে দিতে, সেই সময় কেউ এসে কেউ এসে বোঝানোর কাজটা করবে । কোনো রূপ খরচা না

করেই জীবন নির্মাণের পথ বলে দেওয়া হবে। এইসব ভবিষ্যতে হবে। কিন্তু বাবা বাচ্চাদের দিয়েই বলেন। ভালো ভালো বাচ্চারা, যারা নিজেদের মহাবীর ভাবে তাদেরকে মায়া আক্রমণ করে। খুব উঁচুতে এই লক্ষ্য। একটুও যেন দেহের অভিমান না আসে। 'আমি এই সার্ভিস করি, সেই সার্ভিস করি....'। আমরা তো হলাম গডলি সার্ভেন্ট। আমাদের সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে, এতেই গুপ্ত পরিশ্রম আছে। তোমরা জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা নিজেদের বোঝাও। এতে গুপ্ত থেকে বিচার সাগর মন্থন করলে নেশা বাড়বে। খুব স্নেহের সাথে বোঝাবে, বেহদের অর্থাৎ অসীম জগতের বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রতি কল্পে ভারতবাসীরাই প্রাপ্ত করে। ৫ হাজার বছর পূর্বে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন তো বলা হয় বেশ্যালয়। সত্যযুগ হল শিবালয়। ওই হল শিববাবার স্থাপনা, এই হল রাবণের স্থাপনা। রাত-দিনের তফাৎ আছে। বাচ্চারা অনুভব করে যথাযথভাবে আমরা কি রূপে পরিণত হয়েছিলাম। বাবা নিজ সম তৈরি করেন। মূল কথা হল দেহী-অভিমानी হওয়া। দেহী-অভিমानी হয়ে বিচার করতে হয় যে আজ আমাদের অমুক প্রাইম মিনিষ্টারকে গিয়ে বোঝাতে হবে। তার দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে সাক্ষাৎকার হতে পারে। তোমরা দৃষ্টি দিতে পারো। যদি দেহী-অভিমानी হয়ে থাকবে তাহলে তোমাদের ব্যাটারি ভরে যাবে। দেহী-অভিমानी হয়ে বসো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে তবেই ব্যাটারি ভরপুর হবে। গরিব মানুষ চট করে নিজের ব্যাটারি ভরতে পারে কারণ বাবাকে অনেক স্মরণ করে। জ্ঞান ভালো আছে কিন্তু যোগ কম তাহলে ব্যাটারি ভরবে না। কারণ দেহের অহংকার অনেক থাকে। যোগ একেবারেই নেই, তাই জ্ঞানবাণ শক্তিশালী নয়। তলোয়ারেও ধার বা শক্তি থাকে। সেই তলোয়ার ১০ টাকারও হয়, ৫০ টাকারও হয়। গুরু গোবিন্দ সিং এর তলোয়ারের সুখ্যাতি আছে। এতে হিংসার কোনো ব্যাপার নেই। দেবতারা হলেন ডবল অহিংসক। আজ ভারত এমন, কালকের ভারত অন্যরকম হবে। অতএব বাচ্চাদের কতখানি খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। গতকাল আমরা রাবণ রাজ্যে ছিলাম তখন অশান্তির সীমা ছিল না। আজ আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আছি।

এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য। সত্যযুগে তোমরা থাকবে দৈবী পরিবারের। এখন স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, আমরা কত স্নেহ ভালোবাসা প্রাপ্ত করি ভগবানের কাছে। অর্ধকল্প রাবণের স্নেহ প্রাপ্ত করে বানরে পরিণত হই। এখন অসীম জগতের (বেহদের) বাবার ভালোবাসা পেয়ে তোমরা দেবতায় পরিণত হও। ৫ হাজার বছরের কথা। তারা লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। ব্রহ্মাবাও তোমাদের মতন পূজারী ছিল। বৃষ্ণের সবচেয়ে শেষে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যযুগে তোমাদের কাছে অসীম ধন সম্পদ ছিল। তারপরে যে মন্দির গুলি নির্মাণ হয়েছে সেখানেও অসীম ধনরাশি ছিল, যা লুট হয়েছে। মন্দির তো আরও অনেক হবে। প্রজাদেরও মন্দির থাকবে। প্রজা তো আরও বেশি ধনী হয়। প্রজার কাছে রাজা রা অর্থ ঋণ নেয়। এই দুনিয়া খুবই নোংরা। সবচেয়ে নোংরা শহর হলো কলকাতা। এই স্থানকে পরিবর্তন করার পরিশ্রম বাচ্চারা তোমাদেরই করতে হবে। যে করবে সে পাবে। দেহ-অভিমান হলেই পতন হবে। মন্মানাভবের অর্থ বোঝে না। শুধু শ্লোক মুখস্থ করে নেয়। জ্ঞান তো তাদের বুদ্ধিতে থাকতে পারে না - শুধুমাত্র বাচ্চারা তোমাদের ছাড়া। কোনও মঠ, পন্থী দেবতা হতে পারে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ব্রাহ্মণ না হলে দেবতায় পরিণত হবে কীভাবে। যারা কল্প পূর্বে হয়েছে তারা-ই হবে। সময় লাগে। কল্পবৃক্ষটি বড় হলে বৃদ্ধি তো হতেই থাকবে। পিপিলিকার পথ চলা থেকে বিহঙ্গ মার্গ হবে। বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ৮৪-র চক্র আছে। তোমরা ব্রাহ্মণরই আবার দেবতা ও ক্ষত্রিয় কুলের বংশধর হও। সূর্য বংশী - চন্দ্র বংশীর অর্থও কেউ বোঝে না। পরিশ্রম করে বোঝানো হয়। তবুও বোঝে না তো বুঝে নিতে হয় এখনও সময় হয় নি। তবুও আসে। তারা ভাবে বাইরে ব্রহ্মাকুমারীদের এমন নাম। ভিতরে গিয়ে দেখি তো তারা কি বলে, এরা তো খুব ভালো কাজ করছে। এরা তো মানুষ মাত্রের চরিত্র শুদ্ধ করে। দেবতাদের চরিত্র দেখো কেমন। সম্পূর্ণ নির্বিকারী বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু। এই ৫-টি ভূতের জন্যেই তোমাদের চরিত্র খারাপ হয়েছে। যে সময় বোঝানো হয় সেই সময় ভালো হয়। বাইরে গিয়ে সবকিছু ভুলে যায়। তখন বলা হয় শত শত বার করা হয় শৃঙ্গার। এই বাবা গাল মন্দ করেন না, বোঝান। দৈবী আচার আচরণ রাখো, ক্রোধের বশে চিৎকার করো কেন ! স্বর্গে ক্রোধ হয় না। বাবা সবকিছু সামনে বোঝাতেন, কখনও রাগারাগি করতেন না। বাবা সব রিফাইন করে বোঝান। ড্রামা নিয়ম অনুযায়ী চলতে থাকে। ড্রামায় কোনও ভুল নেই। অনাদি অবিনাশী নির্দিষ্ট আছে। ভালো ভালো যা অ্যাক্ট চলে সেসব আবার ৫ হাজার বছর পরে হবে। অনেকে বলে এই পাহাড় ভেঙে পড়ে গেলে আবার তৈরি হবে কীভাবে। নাটক দেখো, মহল ভাঙে, নাটক আবার রিপিট হলে সেই অক্ষত মহল আবার দেখবে। এইরূপ হুবহু রিপিট হয়। বুঝতে বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। কারো বুদ্ধিতে বসানো খুব মুশকিল হয়ে যায়। বিশ্বের হিস্টি-জিওগ্রাফি কিনা। রামরাজ্যে এই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তাঁদের পূজা হত। বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা-ই পূজ্য ছিলে এবং তোমরা-ই পূজারী হও। আমরা-ই সেই এর অর্থ বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন। আমরা-ই সেই দেবতা, আমরা-ই সেই ক্ষত্রিয় ... ডিগবাজির খেলা তাইনা। একেই ভালো ভাবে বুঝতে হবে এবং বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

বাবা এমন বলেন না ব্যবসা ত্যাগ করো। না। শুধুমাত্র সতোধান হতে হবে, হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির রহস্য নিজে বুঝে অন্যকে বোঝাও। মূল কথা হল মন্বনাভব। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো তো সতোধান হবে। স্মরণের যাত্রা হল এক নম্বর। বাবা বলেন আমি সব বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। সত্যযুগে খুব কম মানুষ থাকে। কলিযুগে থাকে অসংখ্য মানুষ। কে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এত বিশাল জঙ্গলের সাফাই কে করেছে? বাগানের মালি, মাঝি বাবাকেই বলা হয়। তিনিই দুঃখ থেকে মুক্ত করে ওই পারে নিয়ে যান। পড়াশোনা কতখানি মিষ্টি লাগে কারণ নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। তোমরা তো অসীম খাজানা প্রাপ্ত করেছে। ভক্তিতে কিছুই প্রাপ্তি নেই। এখানে পায়ে মাথা ঠেকানোর কথা নেই। তারা গুরুর পায়ে শুয়ে পড়ে, এইসব থেকে বাবা মুক্ত করেন। এমন বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তিনি আমাদের পিতা, এই কথা বুঝে নিয়েছ তইনা। বাবার কাছে অবিদ্যার উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। সেই খুশী থাকে। তারা লেখে আমরা ধনীদেবর কাছে গেলে লজ্জা বোধ হতো, আমরা গরিব। বাবা বলেন গরিব হলে আরও ভালো কথা। ধনী হলে তো আর এখানে আসতে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) সর্বদা এই খুশীতে বা নেশায় থাকতে হবে যে, এখন আমরা হলাম ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য, স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, তাঁর স্নেহ ভালোবাসা আমরা প্রাপ্ত করছি, যে ভালোবাসার ফলস্বরূপ আমরা দেবতায় পরিণত হব।

২) এই সম্পূর্ণ পূর্ব রচিত ড্রামাটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে, এর মধ্যে কোনও ভুল হতে পারে না। যা কিছু অ্যাক্ট হয়েছে সেসব রিপোর্ট হবে। এই কথাটি ভালোভাবে বুদ্ধি দিয়ে বুঝে চললে কখনও ক্রোধ অনুভব হবে না।

বরদান:- তুফানকে তোওফা (গিফ্ট) মনে করে অতিক্রমকারী সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন ভব যখন সকলের লক্ষ্য হলো সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন হওয়া, তখন ছোটো ছোটো কথাতে ঘাবড়ে যেওনা। মূর্তি তৈরী হচ্ছে তো কিছু হ্যামারের (হাতুড়ির) আঘাত তো লাগবেই। যে যত এগিয়ে থাকে, তাকে তত বেশী তুফান অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু সেই তুফান তাদের কাছে তুফান মনে হয় না তোওফা অর্থাৎ গিফ্ট মনে হয়। এই তুফানও অনুভবী হওয়ার গিফ্ট হয়ে যায়, এইজন্য বিপ্লবে ওয়েলকাম করো আর অনুভবী হয়ে এগিয়ে যেতে থাকো।

স্লোগান:- অমনোযোগিতাকে সমাপ্ত করতে হলে স্বচিন্তনে থেকে নিজের চেকিং করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সময় অনুসারে লক্ষ্য আর লক্ষণের সমতার দ্বারা বাবা সমান হও"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের সর্ব স্বমানধারী বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। এই সঙ্গমে তোমরা সব বাচ্চার যে স্বমান প্রাপ্ত হয় তার থেকে বড় স্বমান সারা কল্পে কোনও আত্মার প্রাপ্ত হতে পারে না। কত বড় স্বমান, সেটা জানো তোমরা? স্বমানের নেশা কত বড়! এটা তোমাদের স্মৃতিতে থাকে? স্বমানের মালা অনেক বড়। একেকটা দানা গুনে যাও আর স্বমানের নেশায় লাভলীন হয়ে যাও। এই স্বমান অর্থাৎ টাইটেলস্ স্বয়ং বাপদাদার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। পরমাত্মার দ্বারা স্বমান প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এই স্বমানের আধ্যাত্মিক নেশা নাড়িয়ে দিতে পারে এমন কোনো অথরিটি নেই, কারণ এই প্রাপ্তি হয়েছে অলমাইটি অথরিটি দ্বারা।

তাইতো বাপদাদা আজ অমৃতবেলায় বিশ্বে চক্রভ্রমণ করতে করতে সর্ব বাচ্চার দিকে দেখেছেন যে প্রত্যেক বাচ্চার স্মৃতিতে কত স্বমানের মালা পড়ে রয়েছে। মালা ধারণ করা অর্থাৎ স্মৃতি দ্বারা সেই স্থিতিতে স্থিত থাকা। তো নিজেকে চেক করো - এই স্মৃতির স্থিতি কতটা থাকে। বাপদাদা দেখছিলেন যে স্বমানের নিশ্চয় এবং তার আধ্যাত্মিক নেশা এই দুইয়ের ব্যালেন্স কতটা থাকে? নিশ্চয় হলো - নলেজফুল হওয়া আর অধ্যাত্ম নেশা হলো - পাওয়ারফুল হওয়া। তো নলেজফুলের মধ্যেও বাবা দু'প্রকার দেখেছেন - এক নলেজফুল, আরেক হলো নলেজেবল (জ্ঞান স্বরূপ)। তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমি কে? বাপদাদা জানেন যে বাচ্চাদের লক্ষ্য অনেক উঁচু। লক্ষ্য উঁচু তো না, কী উঁচু? তোমরা সবাই বলে থাকো বাবা সমান হবো। তো বাবা যেমন উঁচু থেকে উঁচু তেমন বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্য কত উঁচু! সুতরাং লক্ষ্য দেখে বাপদাদা খুব খুশি হন কিন্তু ... কিন্তু বাবা বলবেন কি? কিন্তু কী... সেটা টিচার্স বা ডবল ফরেনার্স শুনবে? বুঝে গেছো তো নিশ্চয়ই! বাপদাদা লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান চান। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো লক্ষ্য আর লক্ষণ অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল স্থিতি সমান আছে? কেননা, লক্ষ্য আর লক্ষণের সমান হওয়াই বাবা সমান হওয়া। সময় অনুসারে এই সমতা সমীপে নিয়ে এসো।

বর্তমান সময়ে বাপদাদা বাচ্চাদের একটা ব্যাপার দেখতে পারেন না। কিছু কিছু বাচ্চা বিভিন্ন রকমের পরিশ্রম করে বাবা সমান হওয়ার জন্য, বাবার ভালবাসার সামনে পরিশ্রম করার আবশ্যকতাই নেই, যেখানে ভালবাসা আছে সেখানে পরিশ্রম নেই। দেহ অভিমানের ভুল নেশা নেচার হয়ে গেছে, ন্যাচারাল হয়ে গেছে। দেহ অভিমানে আসতে কী তোমাদের পুরুষার্থ করতে হয়? নাকি ৬৩ জন্ম পুরুষার্থ করেছে? সেটা তোমাদের নেচার হয়ে গেছে, ন্যাচারাল হয়ে গেছে, যাতে তোমরা এখনও মাঝে-মাঝেই বলে থাকো যে দেহীর বদলে দেহতে এসে যাও। তো যেরকম দেহ অভিমান নেচার এবং ন্যাচারাল ছিল, সেরকমই এখন দেহী-অভিমানী স্থিতিও ন্যাচারাল আর নেচার হতে হবে, নেচার পরিবর্তন করা কঠিন হয়। এখনও তোমরা কখনো কখনো বলে থাকো তো না যে আমার ভাব এটা নয়, এটা নেচার। তবুও সেই নেচারকে ন্যাচারাল বানিয়েছ আর বাবা সমান নেচারকে ন্যাচারাল বানাতে পারো না! বিপরীত নেচারের বশ হয়ে যাও তোমরা আর বাবা সমান হওয়ার যথার্থ নেচার বানাতে পরিশ্রম কেন? অতএব, এখন বাপদাদা সব বাচ্চার দেহী অভিমানী থাকার ন্যাচারাল নেচার দেখতে চান। ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছ, তিনি ঘুরতে ফিরতে এবং কোনও কার্য করার সময় দেহী অভিমানী স্থিতি তাঁর ন্যাচারাল নেচার ছিল।

বাপদাদা সমাচার শুনেছেন যে আজকাল দাদিরা বিশেষ এই আত্মিক বার্তালাপ করেন - ফরিস্তা অবস্থা, কর্মাতীত অবস্থা, বাবা সমান অবস্থা ন্যাচারাল কীভাবে হওয়া যাবে! যেন নেচার হয়ে যায়, এই আত্মিক আলাপচারিতা করো তোমরা, তাই না! দাদিরও এটাই বারবার ভাবনায় আসে - ফরিস্তা হয়ে যাই, কর্মাতীত হয়ে যাই, যাতে বাবার প্রত্যক্ষতা হয়ে যায়। সুতরাং ফরিস্তা হওয়া এবং নিরাকারী কর্মাতীত অবস্থা হওয়ার বিশেষ সাধন হলো - নিরহংকারী হওয়া। নিরহংকারীই নিরাকারী হতে পারে।

সেইজন্য বাবার ব্রহ্মা দ্বারা লাস্ট মন্ড্র নিরাকারীর সাথে নিরহংকারী বলেছেন। শুধু নিজের দেহ কিংবা অন্যের দেহের ফাঁদে আটকে যাওয়া - সেটাকেই দেহ অহংকার কিংবা দেহ বোধ বলা হয় না। দেহ অহংকারও আছে, দেহ ভাবও আছে। নিজের দেহ কিংবা অন্যের দেহের বোধে থাকা, আকর্ষণে থাকা - তাতে তো মেজরিটি পাস হয়েছে। যে পুরুষার্থের একাগ্রতায় থাকে, প্রকৃত পুরুষার্থী, সে স্থূল রূপের উর্ধ্বে। কিন্তু দেহ ভাবের অনেক সূক্ষ্ম রূপ আছে, নিজেদের মধ্যে তার

লিস্ট বের করো। বাপদাদা আজ বলেননি। আজ এতটা ইশারা অনেক, কেননা, সবাই বিচক্ষণ তোমরা। তোমরা সবকিছু জানো তো না, যদি সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হয় না, তখন সবাই খুব চাতুরির সাথে বলবে। কিন্তু বাপদাদা কেবল ছোট সহজ পুরুষার্থ বলেন, সদা মন-বচন-কর্ম, সম্বন্ধ- সম্পর্কে লাস্ট মন্ত্রের তিন শব্দ (নিরাকারী, নিরহংকারী, নির্বিকারী) সদা স্মরণে রাখো। সংকল্প যদি করছো তবে চেক করো - মহামন্ত্র সম্পন্ন হয়েছে কিনা। এরকমই বোল, কর্ম সবকিছুতে শুধু তিন শব্দ স্মরণে রাখো আর সমতা বজায় রাখো। এটা সহজ তো না? বাবা এটা বলেন না যে সম্পূর্ণ মূরলী স্মরণ করো, শুধু তিন শব্দ। এই মহামন্ত্র সংকল্পকেও শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দেবে, বাণীতে নিরহংকারিতা নিয়ে আসবে। কর্মে আনবে সেবা ভাব। সম্বন্ধ সম্পর্কে সদা শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনার বৃত্তি তৈরি করবে।

বাপদাদা সেবার সমাচার শোনে, সেবাতে আজকাল তোমরা ভিন্ন ভিন্ন কোর্স করিয়ে থাকো, কিন্তু একটা কোর্স এখনো বাকি রয়ে গেছে। সেটা হলো - সব আত্মার মধ্যে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই ফোর্সের (কার্যকারিতা) কোর্স করাও। শক্তি ভরণের কোর্স, বাণী দ্বারা শোনানোর কোর্স নয়, বাণীর সাথে সাথে শক্তি ভরণের কোর্সও প্রয়োজন। কেবল ভালো ভালো যেন না বলে, বরং এমন যার দ্বারা তারা ভালো হয়ে যায়। যেন এটা বর্ণন করে যে আজ আমার শক্তিকণা প্রাপ্ত হয়েছে। শক্তির কণা যদি অনুভবও হয় তবে সেই আত্মাদের জন্য সেটা অনেক। কোর্স করাও কিন্তু আগে নিজেকে করিয়ে তারপরে বলো। তো শুনেছ, বাপদাদা কি চান? লক্ষ্য আর লক্ষ্যকে সমান বানাও। সকলের লক্ষ্য দেখে বাপদাদা অনেক অনেক খুশি হন। এখন শুধু বাবা সমান বানাও, তবে বাবা সমান সহজেই হয়ে যাবে।

বাপদাদা তো বাচ্চাদেরকে সমান হওয়া থেকেও উঁচু, এমনকি নিজের থেকেও উঁচু দেখেন। সদা বাপদাদা বাচ্চাদেরকে মাথার মুকুট বলে থাকেন। মুকুট তো মাথা থেকেও উঁচু হয়, তাই না! টিচার্স - মাথার মুকুট তোমরা?

টিচারদের প্রতি - দেখো, কত টিচার্স! এক গ্রুপে এত টিচার্স, তবে সব গ্রুপে কত টিচার্স হবে! টিচার্স বাপদাদার একটা আশা পূর্ণ করার সংকল্প করেছে। কিন্তু সামনে নিয়ে আসেনি। জানো তোমরা কোনটা? এক, বাপদাদা বলেছেন যে এখন সব ওয়ারিশ-এর মালা বানাও। যারা ওয়ারিশ তাদের মালা, জেনারেল মালা নয়। দ্বিতীয়ত, যারা তোমাদের সম্বন্ধ- সম্পর্কের তাদেরকে মাইক বানাও। তোমরা ভাষণ দিও না কিন্তু তারা যেন তোমাদের পক্ষে মিডিয়া তৈরি হয়। নিজের মিডিয়া বানাও। মিডিয়া কী করে? ভুল হোক কিংবা ঠিক হোক তার আওয়াজ ছড়িয়ে দেয় তো না! সুতরাং এমন মাইক তৈরি করো, যারা প্রত্যক্ষতার আওয়াজ যেন মিডিয়ার মতন ছড়িয়ে দেয়। তোমরা বলবে, ভগবান এসে গেছেন, ভগবান এসে গেছেন...

তারা এটাকে কমন বলে মনে করে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে অন্য কেউ বলবে, অথরিটির সাথে বলবে, প্রথমে তারা তোমাদের শক্তি রূপে প্রত্যক্ষ করাবে। যখন সমূহ শক্তি প্রত্যক্ষ হবে তখন বাবা প্রত্যক্ষ হবেন। সুতরাং বানাও, মিডিয়া প্রস্তুত করো। তখন দেখবে। করেছে? আচ্ছা ঠিক আছে মালা ছাড়া, না হয় বালাই হলো, প্রস্তুত করেছে তোমরা? হাত উঠাও যারা এমন প্রস্তুত করেছে? বাপদাদা দেখবেন কাকে প্রস্তুত করেছে, আচ্ছা, সাহস তো রেখেছ! শুনেছ - টিচারদের কী করতে হবে? শিবরাত্রিতে ওয়ারিশ কোয়ালিটি প্রস্তুত করো। মাইক প্রস্তুত করো, তার পরে আগামী বছরে শিবরাত্রিতে সবার মুখ থেকে এই আওয়াজ যেন বের হয় - শিববাবা এসে গেছেন। এরকম শিবরাত্রি উদযাপন করো। প্রোগ্রাম তো খুব ভালো বানিয়েছ। প্রোগ্রাম সবাইকে পাঠিয়েছ তো না! প্রোগ্রাম তো ঠিক বানিয়েছ কিন্তু প্রতিটা প্রোগ্রাম থেকে যেন কোনও মাইক প্রস্তুত হয়, কোনও ওয়ারিশ প্রস্তুত হয়। এই পুরুষার্থ করো, ভাষণ দিলে আর চলে গেলে এমন নয়। এটা তো ৬৬ বছর হয়ে গেছে আর সেবারও ৫০ বছর উদযাপন করেছে। এখন শিবরাত্রির ডায়মন্ড জুবিলি উদযাপন করো। এই দুই প্রকারের আত্মা প্রস্তুত করো, তারপর দেখো কাড়ানাকাড়া বাজে কিনা! খোরাই তোমরা নাকাড়া বাজাবে। তোমরা তো সব দেবী, সাক্ষাৎকার করাবে। যারা নাকাড়া বাজাবে তাদের প্রস্তুত করো। যারা প্র্যাকটিক্যালি গীত গাইবে, শিব শক্তি এসে গেছে। শুনেছ, শিবরাত্রিতে তোমাদের কী করতে হবে! কেবল ভাষণ দিয়েই শেষ করে দিও না। তারপরে তোমরা লিখবে - বাবা, ৫০০- ১০০০, লাখো লোক এসে গেছে, এসে গেছে সেই বার্তা তো দিয়েছো, কিন্তু ওয়ারিশ কত বের হয়েছে, মাইক কত বের হয়েছে, এখন সেই সমাচার দাও। যা তোমরা এখনো পর্যন্ত করেছে, ভূমি বানিয়েছ, বার্তা দিয়েছ, বাবা সেটাকে ভালো বলেন, সেই সেবা ব্যর্থ যায়নি, সেটা শক্তিশালী হয়েছে। প্রজা তো তৈরি হয়েছে, রয়্যাল ফ্যামিলি তো তৈরি হয়েছে, কিন্তু রাজা রাণীও তো প্রয়োজন। সিংহাসনে থাকা রাজা রাণী নয়, রাজা রাণীর সাথে ওখানে দরবারে রাজা সমান আকর্ষণীয় যারা, তারা বসে, সেইরকম তো প্রস্তুত করো। রাজ- দরবার যেন সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে যায়। শুনেছো, শিবরাত্রিতে তোমাদের কী করতে হবে! পান্ডব শুনেছো তোমরা? হাত তোলো। মনোযোগ দিয়েছো। এটা ভালো। বড়- বড়ো মহারথী বসে আছে। বাপদাদা খুশি হন, এটাও হৃদয়ের ভালবাসা, কেননা, তোমাদের সবার সংকল্প চলে তো না,

প্রত্যক্ষতা কবে হবে, কবে হবে... তো বাপদাদা শুনতে থাকেন। মধুবনের তোমরা কি শুনেছ? মধুবন নিবাসী শুনেছে। মধুবন, শান্তিবন, যারা জ্ঞান সরোবরের, সবাই মধুবন নিবাসী। আচ্ছা।

মধুবন থেকে নাকাড়া বাজবে, কোথা থেকে নাকাড়া বাজবে? (দিল্লি থেকে) মধুবন থেকে নয়? বলো চারদিক থেকে। এক দিক থেকে বাজবে না। মধুবন থেকেও যখন বাজবে, তখন চতুর্দিক থেকে বাজবে, আর তখনই কুম্ভকর্ণ জাগবে। মধুবনের তোমরা যেভাবে সেবাতে অক্লান্ত হয়ে সেবার পাঁট প্লে করছ না, ঠিক সেভাবেই এই মন্সা সেবাও করতে থাকো। শুধু কর্মণা নয়, মন্সা, বাচা, কর্মণা এই তিন সেবা তোমরা তো করছই, আরও বেশি করো। আচ্ছা। মধুবনের তোমরা ভুলে যাওনি; যারা মধুবনের তারা ভাবছ বাপদাদা মধুবনে আসেন কিন্তু মধুবনের নাম নেন না। মধুবন তো সদা স্মরণে থাকেই। মধুবন না থাকলে তাহলে এরা কোথায় আসত! তোমরা সেবাধারীরা যদি সেবা না করতে তাহলে এরা কীভাবে খেতো, কীভাবে থাকতো! তাইতো মধুবনের যারা, তাদেরকে বাপদাদাও হৃদয়ে স্মরণ করেন এবং হৃদয়ের আশীর্বাদ দেন। আচ্ছা। মধুবনের জন্যও ভালবাসা, টিচার্স-এর জন্যও ভালবাসা, মিষ্টি মিষ্টি মাতাদের জন্যও ভালবাসা এবং সাথে মহাবীর পান্ডবদেরও ভালবাসা। পান্ডবদের ছাড়া গতিও নেই। সেইজন্য চতুর্ভুজের মহিমা বেশি। পান্ডব আর শক্তি দুইয়ের কঙ্কাইন্ড রূপ বিষ্ণু চতুর্ভুজ। আচ্ছা।

মধুবনের পান্ডবরা নেশা আছে তোমাদের? বিজয়ের নেশা অন্য নেশা নয়। এটা ভালো, পান্ডব ভবনে মেজরিটি পান্ডব, পান্ডব যদি না থাকত তবে তোমাদের সবার মধুবনে আনন্দ হতো না। সেইজন্য বাহবা মধুবন নিবাসীদের, তোমাদের আনন্দের সঙ্গে দিন যাপন করায়, খাওয়ায় এবং ওড়ায়। আজ বাপদাদা মধুবন নিবাসীদের অমৃতবেলা থেকে স্মরণ করছেন। হয় তোমরা এখানে আছ, নয়তো উপরে বসে আছ, কিংবা যারা মধুবনের তাদের কেউ এখানে ডিউটিতে আছে কিন্তু চতুর্দিকের মধুবন নিবাসীদের অমৃতবেলা থেকে বাবা স্মরণ দিয়েছেন।

বাপদাদা যে অধ্যাত্ম এক্সারসাইজ দিয়েছেন, তা' সারাদিনে কতবার করো? আর কত সময় করো? নিরাকারী আর ফরিস্তা। বাবা আর দাদা, এই মুহূর্তে নিরাকারী, পর-মুহূর্তে ফরিস্তা স্বরূপ। দুইয়ের মধ্যে দেহ বোধ নেই। তো দেহবোধের উর্ধ্বে যদি থাকতে হয় তবে কর্ম করাকালীনও নিজের ডিউটি করতে করতেও এই এক্সারসাইজ এক সেকেন্ডে অভ্যাস করতে পারো। এটা যেন এক ন্যাচারাল অভ্যাস হয়ে যায় - এই মুহূর্তে নিরাকারী পর-মুহূর্তে ফরিস্তা। আচ্ছা। (বাপদাদা ড্রিল করালেন) এরকম নিরন্তর ভব!

চতুর্দিকে, বাপদাদার স্মরণে মগ্ন হয়ে বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্য এবং লক্ষণ সমান বানায়, যারা সায়েন্সের সাধনের সাথে দিন বা রাত জেগে কোণায় কোণায় বসে আছে, সেই বাচ্চাদেরও বাপদাদা স্মরণের স্নেহ-সুমন, অভিনন্দন আর হৃদয়ের আশীর্বাদ দিচ্ছেন। বাপদাদা জানেন এই সময় সবার হৃদয়ে দিলারাম বাবার স্মৃতি সমাহিত হয়ে আছে। প্রতিটা কোণে কোণে বসে থাকা বাচ্চাদের বাপদাদা তাদের পার্সোনাল নামে স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছেন। নামের মালা জপতে গেলে তো রাত শেষ হয়ে যাবে। বাপদাদা সব বাচ্চাকে স্মরণ দিয়ে থাকেন, সেটা পুরুষার্থে যে কোনও নম্বর হোক, কিন্তু বাপদাদা সদা সব বাচ্চার শ্রেষ্ঠ স্বমানকে স্মরণ-স্নেহ জানান এবং নমস্কার করেন। স্মরণ স্নেহ দেওয়ার সময় বাপদাদার সামনে চতুর্দিকের সব বাচ্চা স্মরণে থাকে। কোনো একটা বাচ্চাও কোনও কোণায়, গ্রামে, শহরে, দেশে, বিদেশে, যেখানেই আছে বাপদাদা তাদেরকে স্বমান স্মরণ করিয়ে স্মরণের স্নেহ-সুমন দেন। সবাই স্মরণ স্নেহের অধিকারী, কেননা বাবা বলেছেন, সুতরাং তোমরা অবশ্যই স্মরণ-স্নেহের অধিকারী। সমুখে থাকা তোমাদের সবাইকেও বাপদাদা স্বমানের মালাধারী স্বরূপে দেখছেন। সবাইকে বাবা সমান স্বমান স্বরূপে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদিজীর সাথে - ঠিক হয়ে গেছো, এখন কোনো অসুস্থতা নেই, পালিয়ে গেছে। ওটা শুধু দেখানোর জন্য এসেছে, যা সবাই যেন দেখে যে আমাদের কাছেও আসে তো এটা কোনো বড় বিষয় নয়। দাদিরা সবাই খুব ভালো পাঁট প্লে করছেন। বাপদাদা সবার পাঁট দেখে খুশি হন। (নির্মলশান্তা দাদির সাথে) তুমি আদি রত্ন তো না! অনাদি রূপেও নিরাকারী বাবার সমীপে আছো, সাথে সাথে থাকো এবং আদি রূপেও রাজ-দরবারের সাথী। রয়্যাল ফ্যামিলিতেও তুমি সদা রয়্যাল আর সঙ্গমেও আদি রত্ন হওয়ার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। তাইতো ভাগ্য অনেক বড়, ভাগ্য আছে তাই না? তোমার উপস্থিতিই সবার জন্য বরদান। বলো বা না বলো, কিছু করো বা না করো কিন্তু তোমার উপস্থিতিই সবার জন্য বরদান। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

বরদান:- লৌকিক অলৌকিক জীবনে সদা স্বতন্ত্র হয়ে পরমাত্ম-সাথের অনুভব দ্বারা নষ্টমোহ ভব

সদা স্বতন্ত্র থাকার লক্ষণ হলো - প্রভু প্রেমের অনুভূতি। প্রেম যত হবে ততই সাথে থাকবে, বিচ্ছিন্ন হবে না। প্রেম তাকেই বলা যায় যে সাথে থাকে। বাবা যখন সাথে আছেন তখন সমস্ত বোঝা বাবাকে দিয়ে নিজে হালকা হয়ে যাও, এটাই নষ্টমোহ হওয়ার বিধি। কিন্তু পুরুষার্থের ব্যাপারে সাবজেক্টে সদা আন্ডারলাইন করো। লৌকিক এবং অলৌকিক জীবনে সদা স্বতন্ত্র থাকো, তখনই সাথে অনুভব হবে।

স্লোগান:- বিকার রূপী সব সাপকে নিজের শয়্যা বানিয়ে দাও তবে সহজযোগী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শান্তির গুণ হলো সবথেকে বড় গুণ, সেইজন্য শান্তি সহকারে বলো, অশান্তি ছড়ানো বন্ধ করো"

- *প্রশ্ন: - সঙ্গম যুগে বাবার থেকে বাচ্চাদের কোন্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়? গুণবান বাচ্চার লক্ষণ কেমন হবে?
- *উত্তর: - প্রথম উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় জ্ঞানের, ২. শান্তির, ৩. গুণের। গুণবান বাচ্চারা সর্বদা খুশিতে থাকে। কারোর খারাপ গুণ দেখে না। কারোর বিষয়ে কমপ্লেন (অভিযোগ) করে না। যার মধ্যে খারাপ গুণ আছে, তার সঙ্গে মেলামেশাও করে না। কেউ কিছু বললে তাতে কর্ণপাত না করে আপন খুশিতে মেতে থাকে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এক তো হলো, তোমরা বাবার থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। বাবার থেকেও গুণ গ্রহণ করতে হবে আবার এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র থেকেও গ্রহণ করতে হবে। বাবাকে বলা হয় শান্তির সাগর। তাহলে শান্তিও ধারণ করতে হবে। শান্তির জন্যই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা পরস্পরের সাথে শান্তিতে বার্তালাপ করো। এই গুণ ধারণ করো। জ্ঞানের গুণ তো ধারণ হচ্ছে-ই। এই জ্ঞান পড়তে হবে। এই জ্ঞান কেবলমাত্র এক বিচিত্র বাবা-ই পড়ান। বিচিত্র আত্মারা অর্থাৎ বাচ্চারাই সেই জ্ঞান পড়ে। এটা হলো এখানকার নতুন খুশির খবর। যেটা আর কেউ জানে না। কৃষ্ণের ন্যায় দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি শান্তির সাগর, তাই এখানে শান্তি স্থাপন করতে হবে। অশান্তি সমাপ্ত করতে হবে। নিজের চাল-চলনকে দেখতে হবে, কতখানি আমি শান্ত স্বরূপ হতে পেরেছি? এমনও অনেক আত্মা আছে, যারা শান্তি পছন্দ করে। এটাও বোঝে যে শান্ত থাকা ভালো। শান্তি হলো শ্রেষ্ঠ গুণ, কিন্তু শান্তি কিভাবে স্থাপন হবে? শান্তির অর্থ কি? এসমস্ত কথা ভারতবাসী বাচ্চারা জানে না। বাবা ভারতবাসী বাচ্চাদের জন্যই বলেন। বাবা আসেন-ই এই ভারতে। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে, আমাদের নিজেদের অন্তরেই শান্তি আছে। এমন নয় যে, কেউ অশান্ত করবে আর আমরাও অশান্ত হয়ে যাব। না। অশান্ত হওয়া - এটাও এক খারাপ গুণ। খারাপ গুণগুলিকে বের করতে হবে। প্রত্যেকের থেকে ভালো গুণ গ্রহণ করতে হবে। খারাপ গুণের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। হয়তো কানে আওয়াজ আসতে থাকবে, তথাপি নিজেকে শান্ত থাকতে হবে। কেননা বাবা আর দাদা দুজনেই শান্ত থাকেন। কখনো অশান্ত হন না। কখনো উচ্চবাচ্য উচ্চারণ করেন না। এই ব্রহ্মা বাবাও শিখেছেন, তাই না। যত পরিমাণে শান্ত থাকবে ততই ভালো। শান্তিতেই স্মরণ করতে পারবে। অশান্ত আত্মারা স্মরণ করতে পারে না। প্রত্যেকের থেকে ভালো গুণ গ্রহণ করতেই হবে। ঋষি দত্তাশ্রয় প্রমুখের উদাহরণও এই ক্ষেত্রে দেওয়া যায়। দেবতাদের মতো গুণবান আর কেউ হতে পারে না। একটি বিকারই হলো মুখ্য। তার ওপর তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করছো, করতেও থাকবে। কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে বিজয় পেতে হবে। খারাপ গুণগুলিকে বের করে দিতে হবে। দেখবেও না, বলবেও না, যার মধ্যে ভালো গুণ আছে, তাদের কাছেই যাবে, থাকতেও হবে খুব মিষ্টি এবং শান্ত হয়ে। অল্প একটু কথাতেই তোমরা সব কাজ করে ফেলতে পারো। সবার থেকে গুণ গ্রহণ করে গুণবান হতে হবে। বুঝেছো। সুবুদ্ধি সম্পন্ন এবং প্রস্তুত বাচ্চারা খুব শান্ত থাকা পছন্দ করে। কিছু ভক্ত আত্মা, জ্ঞানী আত্মাদের থেকেও প্রাপ্ত, নির্মাণচিত্ত হয়। বাবা তো অনুভাবী, তাইনা ! ইনি যে লৌকিক বাবার সন্তান ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। খুব নির্মাণচিত্ত এবং শান্ত থাকতেন। কখনো ক্রোধ করতেন না। যেরকম সাধু আত্মারা হয়। তাই তাঁদের মহিমাও করা হয়ে থাকে। ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে থাকে, তাই না। কাশিতে, হরিদ্বারে গিয়ে থাকে। বাচ্চাদেরকে খুব শান্ত এবং মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে। এখানে কেউ অশান্ত থাকলে, সে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করার নিমিত্ত হতে পারে না। অশান্ত আত্মাদের সঙ্গে কথাও বলা উচিত নয়। তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। পার্থক্য তো আছে, তাই না! তারা হলো বক আর তোমরা হলে রাজহংস। রাজহংস সারাদিন মোতি ঠোকরায়। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে এই জ্ঞানকে স্মরণ করতে থাকে। সারাদিন বুদ্ধিতে এটাই যেন থাকে যে - কাকে কিভাবে বোঝাবো, বাবার পরিচয় কিভাবে দেবো।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, যে সমস্ত বাচ্চারা এখানে আসে তাদেরকে ফর্ম ভরতে দাও। সেন্টারে যখন কেউ কোর্স করতে আসে, তখন তাদেরকে এই ফর্ম দাও। কোর্স করতে না চাইলে ফর্ম ভরানোর দরকার নেই। ফর্ম এইজন্য ভরানো হয়, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, এখানে কী কী আছে ? কী কী বোঝানো হয় ? কেননা দুনিয়াতে তো এসব কথা কেউ বোঝে না। তাই তারা এই ফর্মের দ্বারা সমস্ত বিষয়টা অবগত হয়ে যায়। বাবার সঙ্গে কেউ যদি মিলন করতে চায় তবে তাদেরকেও ফর্ম ভরতে হয়। তাহলে বোঝা যায় যে, তারা কেন মিলন করতে এসেছে? কেউ যদি আসে তবে তাকে তার এই লৌকিক জগতের এবং অসীম জগতের বাবার পরিচয় দিতে হবে। কেননা তোমাদেরকে এই অসীম জগতের বাবা এসে নিজের

পরিচয় দিয়েছেন। তাই তোমরাও অন্যদেরকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো। তাঁর নাম হলো শিব বাবা। "শিব পরমাত্মায় নমঃ" - বলে তাইনা! তারা তো কৃষ্ণকে - "দেবতায় নমঃ" বলে। শিবকে বলে - "শিব পরমাত্মায় নমঃ"। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের সমস্ত পাপ কেটে যাবে। মুক্তি-জীবনমুক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পবিত্র আত্মা অবশ্যই হতে হবে। সেটা হলই পবিত্র দুনিয়া, যাকে সত্যপ্রধান দুনিয়াও বলা হয়ে থাকে। সেখানে যেতে হলে, বাবা বলেন যে, "আমাকে স্মরণ করো"। এটা তো খুবই সহজ বিষয়। যেকোন কাউকে ফর্ম ভরিয়ে তারপর তুমি তাকে কোর্স করাতে পারো। একদিন ভরাও, তারপর বোঝাও। তারপর আবার ফর্ম ভরাও। তাহলে বুঝতে পারবে যে, আমাকে উনি বুঝিয়েছেন, তাঁর স্মরণ থাকে কিনা তা বোঝা যাবে। তুমি লক্ষ্য করবে, দুদিনের ফর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। তুমি তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরে যাবে যে, সে কি বুঝেছে? আমার বোঝানোর উপর সে কিছু চিন্তন করেছে কিনা? এই ফর্ম সকলের কাছে হওয়া চাই। বাবা মুরলীর মাধ্যমে ডায়রেকশন দেন। তাই বড় বড় সেন্টার গুলিকে তৎক্ষণাৎ সেই ডায়রেকশনকে বাস্তবে রূপদান করতে হবে। ফর্ম রাখতে হবে। নাহলে বোঝা যাবে কি করে? সে নিজেই অনুভব করবে যে - কাল কি লিখেছিলাম, আজ কি লিখছি। ফর্ম তো খুব জরুরী। আলাদা আলাদা ছাপাও তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। কিংবা একজায়গায় ছাপিয়ে সব সেন্টারে বিলিয়ে দাও। এটা হলো অপরের কল্যাণ করা।

তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছো দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। 'দেবতা' এই শব্দটি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। দৈবীগুণ ধারণ করা আত্মাকে 'দেবতা' বলা হয়। এখন তোমরা দৈবীগুণ ধারণ করছো, তাই যেখানে প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম হয় সেখানে এই ফর্ম অবশ্যই রাখতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে কেমন অবস্থায় আছে। সেই আত্মাকে বুঝে তারপর তাকে বোঝানো যাবে। বাচ্চাদেরকে তো সর্বদা গুণের কথাই বর্ণন করতে হবে। খারাপ গুণ কখনোই নয়। তোমরা গুণবান হচ্ছে, তাই না। যার মধ্যে অনেক গুণ থাকবে সে অপরকেও গুণ দান করতে পারবে। খারাপ গুণযুক্ত আত্মারা কখনোই গুণদান করতে পারেনা। বাচ্চারা জেনে গেছে যে, সময় আর বেশি নেই। পুরুষার্থ অনেক করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা রোজ তীর্থযাত্রা করছো। এই যে গায়ন আছে, অতীন্দ্রিয় সুখ কেমন হয় তা গোপ গোপীদের জিজ্ঞাসা করো। এটাতো হলো অতীতের কথা। এখন তো নব্বরের ক্রম আছে। কেউতো অন্তরে অন্তরে খুশির গীত গাইতে থাকে - অহো! পরমপিতা পরমাত্মাকে আমি প্রাপ্ত করেছি, তার থেকে আমি অবিনাশী উত্তরাধিকার নিষ্টি। তার কাছে কোনো অভিযোগ থাকতে পারেনা। কেউ কিছু বললেও সেসব কথায় কর্ণপাত না করে আপন খুশিতে মতে থাকতে থাকে। কোনো অসুখ-বিসুখ বা দুঃখ ইত্যাদি হলে তখন কেবল স্মরণে থাকো। এই হিসেব-নিকেশ এখনই সমাপ্ত করতে হবে। তবেই তো তুমি একুশ জন্মের জন্য ফুল হতে পারবে। সেখানে তো দুঃখের কথাই থাকবে না। বলা হয়ে থাকে, খুশির মতো কোনো পুষ্টিকর আহার নেই। তারপর আলসেমি (সুস্তি) ইত্যাদি সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখানে এটাই হলো সত্যিকারের খুশি, আর সেটা হলো মিথ্যা খুশি। ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হলে বা স্বর্ণ প্রভৃতি প্রাপ্ত হলে খুশি হয়। কিন্তু এখানে হলো অসীম জগতের কথা। তোমাদেরকে তো অসীম খুশিতে থাকতে হবে। তোমরা তো জেনে গেছো যে, আমরা ২১ জন্মের জন্য সর্বদা সুখে থাকবো। এই স্মরণে থাকো - আমি কি হতে চলেছি। মুখ থেকে বাবা বললেই দুঃখ দূর হয়ে যাওয়া চাই। এটা তো হল ২১ জন্মের খুশি। আর বাকি অল্প দিন-ই অবশিষ্ট আছে। আমরা যাচ্ছি আমাদের সুখধামে। তারপর তো আর কিছুই স্মরণে থাকবে না। এই বাবাও নিজের অনুভবের কথা শোনাচ্ছেন। কত সমাচার আসতে থাকে। নানা প্রকারের মতান্তর বা বিবাদ চলতে থাকে। বাবার কোনো কথায় দুঃখ হয় কি? শোনে, আচ্ছা এটাই ভবিতব্য, এটা তো কিছুই নয়। আমরা তো এই জগতের মালিক হতে চলেছি, নিজের সঙ্গে কথা বললেই খুশি আসে। বেশ শান্ত চিত্তেই থাকে। তার চেহারা হাসিখুশী দেখাবে। স্কলারশিপ পেলে চেহারার মধ্যে কত উৎফুল্লতা থাকে, তাই না। তোমরা পুরুষার্থ করছো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো প্রফুল্ল থাকার জন্য। এনাদের মধ্যে জ্ঞান তো নেই। তোমাদের মধ্যে জ্ঞান আছে। তাই তোমাদেরকে খুশিতে থাকতে হবে। প্রফুল্ল চিত্ত থাকতে হবে। এই দেবতাদের থেকেও তোমরা অনেক শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের সাগর বাবা আমাদেরকে কত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দিচ্ছেন। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের লটারী পেয়ে গেছো, তাহলে কত খুশিতে থাকতে হবে। তোমাদের এই জন্ম হীরের সমান বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানের সাগর, এক বাবাকেই বলা হয়। এই দেবতাদেরকেও বলা হয় না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই জ্ঞানবান হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞানের খুশি থাকা চাই। এক তো হল বাবাকে প্রাপ্ত করার খুশি। তোমাদের ছাড়া আর কেউ এই খুশিতে থাকতে পারে না। ভক্তি মার্গে চিরস্থায়ী (হাড়ি) সুখ থাকে না। ভক্তি মার্গে হলো আর্টিফি অল্পকালের সুখ। আর তার নামই তো হলো স্বর্গ, সুখধাম, হেভেন। সেখানে হলো অপার সুখ। আর এখানে হলো অপার দুঃখ। এখন বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে রাবন রাজ্যে আমরা কতটাই ছিঃ ছিঃ হয়ে গিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে অধঃপতনে গমন করছিলাম। এসব তো হলোই বিষয় বিষের সাগর। এখন বাবা এই বিষের সাগর থেকে বের করে তোমাদেরকে ক্ষীরের সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। বাচ্চাদের এখানকার সবকিছুই খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু পুনরায় ভুলে যাওয়ার ফলে কিরকম অবস্থা হয়ে যায়। বাবা কিভাবে খুশির পারদ চড়িয়ে দেন। এই জ্ঞান অমৃতেরই গায়ন আছে। জ্ঞান অমৃতের গ্লাস পান করতে হবে। এখানে তোমাদের খুব

ভালোভাবে নেশা চড়ে যায় কিন্তু বাহিরে গিয়ে সমস্ত নেশা কম হয়ে যায়। বাবা নিজেই অনুভব করেন যে, এখানে বাচ্চাদের খুব ভালো ফিলিং আসে। আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাই। আমরা বাবার শ্রীমতে রাজধানী স্থাপন করছি। আমরাই হলাম সবথেকে বড় উত্তরাধিকারী। এইসব বুদ্ধির মধ্যে জ্ঞান আছে। যার জন্য তোমরা এত বড় পদ প্রাপ্ত করছো। কে পড়াচ্ছেন দেখো! অসীম জগতের বাবা, একদম পরিবর্তন করে দেন। তাহলে বাচ্চাদের হৃদয়ে কতইনা খুশি থাকা উচিত। এসব কিছু হৃদয়ে থাকতে হবে, অন্যদেরকেও খুশি প্রদান করতে হবে। রাবণের হল অভিশাপ আর বাবার হল আশীর্বাদ। রাবণের অভিশাপে তোমরা কতই না দুঃখী অশান্ত হয়ে গেছো। অনেক গোপও আছে যাদের হৃদয়ে সেবা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু জ্ঞানের কলস মাতাদেরকে দেওয়া হয়েছে। শক্তি দল, তাইনা। বন্দেমাতরম্ - গাওয়া হয়। সাথে বন্দেপিতরম্ তো আছেই। কিন্তু নাম মাতাদের আছে। প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ, প্রথমে সীতা পরে রাম। এখানে প্রথমে পুরুষের নাম পরে স্ত্রীর নাম লেখে। এও এক খেলা, তাই না ! বাবা তো সবকিছুই বুঝিয়ে বলেন। ভক্তি মার্গের রহস্য বলে দেন। ভক্তিতে কি কি হয়। যতক্ষণ জ্ঞান নেই ততক্ষণ তো এসব কিছুই জানা যেতো না। এখন তোমাদের সকলের ক্যারেক্টার সংশোধিত হয়। তোমাদের দৈবী ক্যারেক্টার তৈরি হচ্ছে। ৫ বিকার থেকে তোমাদের আসুরি ক্যারেক্টার তৈরি হয়। কতখানি পরিবর্তন হচ্ছে। তাই পরিবর্তনে আসতে হবে, তাই না। শরীর ছেড়ে দিলে তারপর কি আর খোড়াই চেঞ্জ হতে পারবে। বাবার মধ্যে শক্তি আছে। কতো কতো জনের চেঞ্জ আনেন। কোনো কোনো বাচ্চা নিজের অনুভবের কথা শোনায় - আমি অনেক কামি, মদ্যাসক্ত ছিলাম, আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমি অনেক প্রেমপূর্ণভাবে থাকি। প্রেমের অশ্রু ঝরতে থাকে। বাবা তো অনেককিছু বোঝান কিন্তু এই সমস্ত কথা সবাই ভুলে যায়। না হলে তো খুশির পারদ সর্বদাই উর্ধ্বে থাকবে। আমরা অনেক জনকে কল্যাণ করে থাকি। মানুষ অনেক দুঃখী হয়ে গেছে। তাদেরকে সঠিক রাস্তা বলে দিই। বোঝানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। গালিগালাজও খেতে হয়। প্রথম থেকেই এই শব্দ শোনা যায় যে, এখানে তো সবাইকে ভাই-বোন বানিয়ে দেয়। আরে ভাই-বোনের সম্বন্ধ তো খুব ভালো, তাই না! তোমরা আত্মারা তো হলে ভাই-ভাই। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের কুদৃষ্টি যেটা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, সেটা ছাড়তে চায় না। বাবার কাছে তো অনেক সমাচার আসতে থাকে। বাবা বোঝান যে, এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে তোমাদের বাচ্চাদের মন সরিয়ে নিতে হবে। খুব সুন্দর ফুল হতে হবে। কত জ্ঞান শুনেও ভুলে যাও। সমস্ত জ্ঞান উড়ে যায়। কাম মহাশত্রু, তাই না। বাবা তো অনেক অনুভাবী আছেন। এই বিকারের পিছনে অনেক রাজারাও তাদের রাজত্ব হারিয়েছেন। কাম খুব খারাপ। সবাই বলতে থাকে যে বাবা এটা খুব ক্ষতিকারক শত্রু। বাবা বলেন যে কামকে জিতলেই তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে। কিন্তু কাম বিকার এতটাই তীব্র প্রকৃতির হয় যে, প্রতিজ্ঞা করেও পরাজিত হয়ে যায়। খুব কম সংখ্যকই এতে পাস হতে পারে। এই সময় সমস্ত দুনিয়ার ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে গেছে। পবিত্র দুনিয়া কবে ছিল? কিভাবে হয়েছিল? ঐনারা রাজ্য ভাগ্য কিভাবে পেয়েছিলেন? কেউ কিছু বলতে পারেনা। ভবিষ্যতে এমন সময়ও আসবে, তোমরা বিদেশে যাবে। তারাও সব শুনবে। প্যারাডাইস (স্বর্গোদ্যান) কিভাবে স্থাপন হয়েছিল। তোমাদের বুদ্ধিতে এসমস্ত কথা খুব ভালো ভাবে আছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এটার বিষয়েই যত রকমের সম্ভব উদ্যম থাকতে হবে, অন্য সমস্ত কথা ভুলে যেতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে জ্ঞানের স্মরণ করে মুক্তো আহরণকারী রাজহংস হতে হবে। সবার থেকে গুণ গ্রহণ করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে গুণের আদান প্রদান করতে হবে।

২) নিজের চেহারা সর্বদা হাসিখুশী রাখার জন্য নিজের সাথেই নিজেকে কথা বলতে হবে - অহো! আমি তো অবিনাশী সম্পদের মালিক হতে চলেছি। জ্ঞানের সাগর বাবার দ্বারা আমরা জ্ঞান রত্নের লটারি প্রাপ্ত করেছি।

বরদানঃ:-

নিজের টাইটেলের স্মৃতির সাথে সমর্থ স্থিতি বানিয়ে স্বমানধারী ভব

সঙ্গম যুগে বাবা স্বয়ং তাঁর বাচ্চাদেরকে শ্রেষ্ঠ টাইটেল দেন, তো সেই আত্মিক নেশায় থাকো। যেরকম টাইটেল স্মরণে আসবে, সেইরকম সমর্থ স্থিতি বানাতে থাকবে। যেরকম তোমাদের টাইটেল হল স্বদর্শন চক্রধারী, তো এই স্মৃতি আসতেই পরদর্শন সমাপ্ত হয়ে যাবে, স্বদর্শনের সামনে মায়ার গলা কেটে যাবে। আমি হলাম মহাবীর, এই টাইটেল স্মরণে এলে স্থিতি অবিচল-অনড় হয়ে যাবে। তো টাইটেলের স্মৃতির

সাথে সমর্থ স্থিতি বানাও তাহলে বলা হবে শ্রেষ্ঠ স্বমানধারী।

স্লোগান:- উদ্ভাস হওয়া আত্মাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য যাচাই করার শক্তি বৃদ্ধি করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ত্রিমূর্তি বাবার সন্তান। তোমাদেরকে নিজেদের এই তিন কর্তব্যকে সদা স্মরণে রাখতে হবে -
স্থাপনা, বিনাশ আর পালন"

*প্রশ্নঃ - দেহ-অভিমান নামক কঠিন রোগের কারণে কি কি ক্ষতি হয়?

*উত্তরঃ - ১) দেহ-অভিমानी ব্যক্তির অন্তরে জিলাসি (হিংসা) উৎপন্ন হয়। জিলাসির কারণে নিজেদের মধ্যে নুন-জল (অসন্তুষ্ট) হয়ে থাকে। হৃদয় দিয়ে সেবা করে না। ভিতরে ভিতরে স্বলতে থাকে। ২) বেপরোয়া হয়ে যায়। মায়া তাদেরকে অনেক ধোঁকা দেয়। পুরুষার্থ করতে করতে হাওয়া হয়ে যায়, যার কারণে এই পড়াশোনা ছেড়ে চলে যায়। ৩) দেহ-অভিমানের কারণে হৃদয় স্বচ্ছ থাকে না, হৃদয় স্বচ্ছ না হওয়ার কারণে বাবার হৃদয় হৃদয়াসনে বসতে পারে না। ৪) মুড অফ করে ফেলে। তার চেহারাই বদলে যায়।

ওম্ শান্তি । শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো নাকি অন্যকিছুও স্মরণে আসে? বাচ্চাদের স্থাপনা, বিনাশ আর পালন - এই তিনটিকে স্মরণে রাখতে হবে, কেননা এই তিনটে একত্রে সাথে সাথে চলে, তাই না। যে রকম কেউ ব্যারিস্টারি পড়লে তার এই জ্ঞান থাকে যে, আমি ব্যারিস্টারি হবো এবং ওকালতি করবো। ব্যারিস্টারির পালনও করবে, তাই না। যা কিছু পড়বে, তার এইম তো থাকবেই। তোমরা জানো যে, এখন আমরা কন্সট্রাকশন করছি। পবিত্র নতুন দুনিয়ার স্থাপন করছি, এতে যোগ অত্যন্ত জরুরী। যোগের দ্বারাই আমাদের আত্মা পতিত থেকে পবিত্র হবে। তাই আমরা পবিত্র হয়ে, পুনরায় পবিত্র দুনিয়ায় গিয়ে রাজত্ব করবো, এটা বুদ্ধিতে আসা চাই। সকল পরীক্ষার মধ্যে সবথেকে বড় পরীক্ষা বা সকল পড়াশোনার মধ্যে সর্বোচ্চ পড়াশোনা হলো এটা। পড়াশোনা তো অনেক প্রকারের হয়, তাই না। সেখানে তো মানুষ - মানুষদেরকেই পড়ায়। আর সেই পড়াশোনা এই দুনিয়ার জন্যই হয়। পড়াশোনা করে তার ফল এখানেই প্রাপ্ত করে। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে, এই অসীম জগতের পড়াশোনার ফল আমাদের নতুন দুনিয়ায় প্রাপ্ত হবে। সেই নতুন দুনিয়া আর দূরে নেই। এখন হলো সঙ্গম যুগ। নতুন দুনিয়াতেই আমাদের রাজ্য করতে হবে। এখানে বসে আছো তবুও বুদ্ধিতে এটাই স্মরণ রাখতে হবে। বাবার স্মরণেই আত্মা পবিত্র হবে। পুনরায় এটাও স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা পবিত্র হলেই এই অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। সবাই তো আর পবিত্র হতে পারবে না। তোমরা খুব অল্প সংখ্যক-ই হবে, যাদের মধ্যে সেই শক্তি থাকবে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরক্রমে শক্তি অনুসারেই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হবে, তাইনা। শক্তি তো সব কিছুর মধ্যেই চাই। এ হলো ঈশ্বরীয় শক্তি, এটাকে যোগ বলের শক্তি বলা হয়ে থাকে। বাকি সব তো হলো শারীরিক মাইট (শক্তি) । এ হলো আত্মিক মাইট। বাবা প্রত্যেক কল্পে কল্পে বলেন - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো। সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করো। তিনি তো এক বাবা-ই রয়েছেন, যাকে স্মরণ করলেই আত্মা পবিত্র হবে। এটা খুব সুন্দর কথা - ধারণ করার জন্য, যার মধ্যে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই নেই যে আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছি, তাদের বুদ্ধিতে এ সমস্ত কথা ধারণ হবে না। যে সতোপ্রধান দুনিয়াতে এসেছিল, সেই এখন তমোপ্রধান দুনিয়াতে এসেছে। সে-ই এসে শীঘ্র নিশ্চয়বুদ্ধি হবে। যদি কিছু বুঝতে না পারে তবে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ভালো ভাবে বুঝলে, তবেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। না বুঝলে স্মরণ করতেও পারবে না। এটা তো হলো সোজা কথা। আমরা আত্মারা, যারা সতোপ্রধান ছিলাম, তারা-ই পুনরায় তমোপ্রধান হয়েছি, যাদের মধ্যে এ বিষয়ে সংশয় থাকবে যে, কিভাবে বুঝবো যে আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি, বা বাবার থেকে কল্প পূর্বেও আশীর্বাদ নিয়েছি, তারা তো পড়াশোনাতে পুরোপুরি মনোযোগ-ই দেবে না। বুঝতে হবে, এদের ভাগ্যে নেই। কল্পে পূর্বেও বোঝেনি। এইজন্য স্মরণ করতে পারছে না। এটা হচ্ছেই ভবিষ্যতের জন্য পড়াশোনা। না পড়লে বুঝতে হবে যে, কল্প-কল্পেও পড়েনি, অথবা খুব অল্প নম্বর নিয়ে পাস করেছিল। স্কুলে তো অনেকে ফেল হয়ে যায়। পাসও নম্বরের ক্রমানুসারে হয়। এটাও হলো পড়াশোনা, এতেও নম্বরের ক্রমানুসারে পাস হয়। যে সতর্ক থাকে, সেই পড়াশোনা করে পুনরায় পড়াতে থাকে। বাবা বলেন যে, "আমি তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের সার্ভেণ্ট"। বাচ্চারাও বলে, "আমরাও হলো সার্ভেণ্ট"। প্রত্যেক ভাই-বোনের কল্যাণ করতে হবে। বাবা আমাদের কল্যাণ করেন, আমাদেরকেও অপরের কল্যাণ করতে হবে। সবাইকে এটাও বোঝাতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করলে পাপ কেটে যাবে। যত যত যে অনেককে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে পারবে, তাকে বড় ভগবানের দূত বলা হবে। তাকেই মহারথী অথবা ঘোড়সওয়ার বলা হয়। পদাতিক সৈন্য প্রজাতে চলে আসবে। এরমধ্যেও বাচ্চারা বুঝে যায় যে, কে কে ধনী হবে। এই জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে থাকা চাই। তোমরা বাচ্চারা, যারা সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছো, সেবার জন্যই জীবন সমর্পণ করেছো, তো সেই রকমই পদ পাবে। তাদের তো কোনো প্রকারের বন্ধন থাকে না। মানুষ তো হাত পা বিশিষ্ট হয়, তাই না। তাদেরকে বাঁধা যায় না। নিজেকে স্বতন্ত্র

রাখতে পারে। এইরকম কেন বন্ধনে ফাঁসবো ? কেনই না বাবার থেকে অমৃত নিয়ে অমৃতের-ই দান করব। আমি তো কোন গরু-ছাগল নই যে আমাকে বেঁধে রাখবে। শুরুতে তোমরা বাচ্চারা কিভাবে নিজেদেরকে ছাড়িয়ে ছিলে। বেত্রাঘাত হয়েছিল, হায় হায় রব উঠেছিল। তোমরা বলেছিলে, আমাদের আবার কি চিন্তা থাকতে পারে। আমরা তো বসে বসেই স্বর্গ স্থাপনা করতে পারি। তখন নেশা চড়ে যায়। যাকে মৌলাই মস্তি বলা হয়। আমরা মৌলা-র মাস্তান (যে ঈশ্বরীয় আমোদে মেতে আছে)। তোমরা জেনে গেছে যে, মৌলার কাছ থেকে আমরা এখন কি কি প্রাপ্ত করছি। মৌলা (ঈশ্বর) এখন আমাদের পড়াচ্ছেন, তাই না। নাম তো তাঁর অনেক আছে, কিন্তু কিছু কিছু নাম খুব মিষ্টি হয়। এখন আমরা মৌলাই মস্ত হচ্ছি। বাবা তো নির্দেশ খুব সহজ-ই দেন। বুদ্ধিও বুঝে যায় যে - বরাবর আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে সতোপ্রধান হচ্ছি আর বিশ্বের মালিকও হয়ে যাবো। এই তাপ লেগে গেছে। বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করা চাই। সামনে বসে আছো তাই না। এখান থেকে বাইরে বের হলেই সব ভুলে যাবে। এখানে যত পরিমাণ নেশা চড়ে, ততটা বাইরে থাকে না। ভুলে যায়। তোমাদের ভুলে গেলে হবে না। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে এখানে বসেও ভুলে যাবে।

বাচ্চাদের জন্য মিউজিয়ামে আর গ্রামে গ্রামে সার্ভিস করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যত সময় পাওয়া যাবে, বাবা তো বলেন যে তাড়াতাড়ি করো। কিন্তু ড্রামাতে তো তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। বাবা তো বলেন যে, এইরকম মেশিন হয়ে যাও, যেখানে হাত দিলেই সব কাজ হয়ে যাবে। এটাও বাবা বোঝাচ্ছেন যে - ভালো ভালো বাচ্চাদেরকেও মায়া সুকৌশলে নাক কান ধরে নেয়। যে নিজেকে মহাবীর মনে করে, তার কাছেই মায়ার বড় বড় তুফান আসে, তথাপি সে কারোর পরোয়া করে না। সবকিছু লুকিয়ে ফেলে। অন্তরে স্বচ্ছতা থাকে না। স্বচ্ছ হৃদয়বান-ই স্কলারশিপ পায়। শয়তানি হৃদয় চলতে পারে না। শয়তানি হৃদয় দিয়ে নিজেই নিজের ক্ষতি করে। সকলেরই কাজ শিব বাবার সাথে। এটা তো তোমরা সাক্ষাৎকার করেছে। ব্রহ্মা বাবাকেও তৈরি করেছেন শিব বাবা। শিব বাবাকে স্মরণ করেই এরকম তৈরি হয়েছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, মায়া হল খুবই প্রবল। যেভাবে ইঁদুর কাটে, বোঝাই যায়না, সেরকমই মায়া হল মস্ত বড় ইঁদুর। মহারথীদেরকেই সতর্ক থাকতে হবে। তারা নিজেরা বুঝতে পারে না যে, আমাদেরকেই মায়া ফেলে দিয়েছে। নুনজল বানিয়ে দিয়েছে। বুঝতে হবে যে নুনজল হলে আমরা বাবার সার্ভিস করতে পারবো না। ভিতরে ভিতরেই জ্বলতে থাকবো। দেহ-অভিমান থাকলে তবেই জ্বলতে থাকবে। সেই অবস্থা তো নেই। স্মরণের ধার নেই। এইজন্য অনেক সাবধান থাকতে হবে। মায়া হলো খুবই চালাক। যখনই তুমি যুদ্ধের ময়দানে থাকো তখন মায়া তোমাকে ছাড়ে না। অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ তো শেষ করেই দেয়। কেউ বুঝতেই পারে না। কিভাবে ভালো ভালো, নতুন নতুন বাচ্চারাও পড়া বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে। ভালো ভালো, নতুন নতুন বাচ্চাদেরও মায়া আঘাত করে। সব বুঝেও বেপরোয়া হয়ে যায়। অল্প কথাতেই তাড়াতাড়ি নুনজল হয়ে যায়। বাবা বোঝাচ্ছেন দেহ-অভিমানের কারণেই নুনজল হয়। নিজেকেই ধোঁকা দেয়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, এটাই হলো ড্রামা। যা কিছু দেখছ, কল্পপূর্বের ন্যায় ড্রামার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। অবস্থা উপর নিচে হতে থাকে। কখনো গ্রহের দশা বসবে, কখনো আবার খুব ভালো সেবা করে সুখবর লেখে। অবস্থা উপরে-নিচে হতেই থাকে। কখনো হার, কখনো জিৎ। পান্ডবদের মায়া কখনো হারায়, কখনো পান্ডবদের জয় হয়। ভালো ভালো মহারথীরাও পরাজিত হয়ে যায়, কেউ মারাও যায় (বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়)। এইজন্য যেখানেই থাকো, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর সেবা করতে থাকো। তোমরা নিমিত্ত হয়েছো সেবা করার জন্য। তোমরা এখন যুদ্ধের ময়দানে রয়েছো, তাই না। যারা ঘর গৃহস্থে থেকেও খুব তীব্র গতিতে পুরুষার্থ করে এগিয়ে যেতে পারে, মায়ার সঙ্গে তার পুরোপুরিভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। সেকেন্ড বাই সেকেন্ডে তোমাদের কল্পপূর্বের ন্যায় পাট চলতে থাকছে। তোমরা বলবে, এত এত সময় পাস (অতিবাহিত) হয়ে গেছে। কি কি হয়েছে সেসব আমাদের বুদ্ধিতে আছে। সমগ্র জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। যেরকম বাবার মধ্যে জ্ঞান আছে, এই দাদার মধ্যেও আছে। বাবা বলেন তো দাদাও অবশ্যই বলেন। তোমরা জেনে গেছো যে, কে কে স্বচ্ছ হৃদয়ের। হৃদয় যার সুন্দর, সে-ই বাবার হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পারে। তার মধ্যে বিরক্ত হবার স্বভাব থাকে না। সদা প্রফুল্ল থাকে। তার মেজাজ কখনো উপর-নিচে হয় না। এখানে তো অনেকেই মেজাজ হারিয়ে ফেলে। সে কথা জিজ্ঞাসা করো না। এই সময় সবাই বলে যে আমরা এখন পতিত হয়ে গেছি। এখন পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করেছে - বাবা এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলেই তোমাদের কাপড় পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার শ্রীমতে চলো। শ্রীমতে না চলা ব্যক্তির কাপড় পরিষ্কার হয় না। আত্মা শুদ্ধ হয় না। বাবা তো দিনরাত এর উপরই জোর দেন - নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহ-অভিমানে আসার কারণেই তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। যত যত উপরের দিকে উঠতে থাকবে খুশিতে থাকবে আর হাসিখুশি থাকবে। বাবা জানেন যে, ভালো ভালো ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চাদের অন্তরের অবস্থা দেখো, যেন গলে যাচ্ছে। দেহ-অভিমানের আগুনে গলে যাচ্ছে। কিছু বোঝেনা, এই অসুখ আবার কোথা থেকে এলো। বাবা বলেন, দেহ-অভিমান থেকেই রোগব্যাদি আসে। দেহী-অভিমানীদের কখনো রোগব্যাদি হয় না। অনেকেই আছে, যারা ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে। বাবা তো বলেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী ভব। জিজ্ঞাসা করে এই

রোগ কেন লেগেছে? বাবা বলেন, দেহ অভিমানের রোগ এমনই হয়। সে কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। যারা এই রকম রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের মধ্যে একবারে আঠার মত আটকে যায়, ছাড়েও না। শ্রীমতে না চলে নিজের দেহ-অভিমানে চললে তো চোট আরো বেশী লেগে যায়। বাবার কাছে তো সব খবরই আসে। মায়া কিভাবে একেবারে নাক ধরে ফেলে দেয়। বুদ্ধি একদম হার মেনে যায়। সংশয় বুদ্ধি হয়ে যায়। ভগবানকে আহ্বান করে বলে যে, এসে আমাকে পাথর বুদ্ধি থেকে পারস বুদ্ধি বানাও। আবার তারাই এসে বিরুদ্ধাচরণ করে। তাহলে কি গতি হবে! একদম পড়ে গিয়ে পাথর বুদ্ধি হয়ে যায়। বাচ্চাদেরকে এখানে বসে এই খুশি হওয়া চাই যে স্টুডিও লাইফ ইজ দ্যা বেস্ট। বাবা বলেন, এর থেকে শ্রেষ্ঠ পড়াশোনা কি আর কিছু আছে? সর্বশ্রেষ্ঠ পড়াতো এটাই, ২১ জন্মের ফল দেয়। তো এই রকম পড়াশোনাতে কত একাগ্র হওয়া উচিত। কেউ কেউ তো আবার একদমই একাগ্রচিত হয় না। মায়া নাক কান একদম কেটে দেয়। বাবা স্বয়ং বলছেন অর্ধ কল্প এর রাজ্য চলে তাই এইভাবে ধরে নেয়। যার কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। এইজন্য খুব খুব সাবধান থাকো। একে অপরকে সাবধান করতে থাকো। শিব বাবাকে স্মরণ করো। না করলে মায়া নাক কান কেটে নেবে। তারপর আর তুমি কোন কাজের যোগ্য হবে না। অনেকে এটাও বলে যে, আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ পাবো - এটা অসম্ভব। থেমে গিয়ে হারিয়ে যায়। মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে একদম নোংরায় গিয়ে পড়ে। দেখো আমাদের বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেলে বুঝতে হবে যে মায়া নাক দিয়ে ধরে নিয়েছে। স্মরণের যাত্রাতেই অনেক শক্তি থাকে। অনেক খুশি ভরা থাকে। কথাতাই আছে না খুশির মতো পুষ্টকর আহার নেই। দোকানে গ্রাহক এলে উপার্জন হয়, তাই সে কখনো থেমে যায় না, না থেয়ে মরে না, অনেক খুশিতে থাকে। তোমাদের তো অনেক প্রাপ্তি হচ্ছে। তোমাদের তো অনেক খুশিতে থাকতে হবে। দেখতে হবে আমাদের আচার-আচরণ দৈবী আছে নাকি আসুরি আছে। সময় খুব কম। অকাল মৃত্যুর যেন রেস চলছে। অ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদি দেখো কত বেড়ে গেছে। তমোপ্রধান বুদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃষ্টিও মুষলধারে হবে। তাকেও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে। মৃত্যু দরজায় কড়া নাড়ছে। মানুষ এটাও বোঝে যে, অ্যাটোমিক বম্বস্ সব শেষ করে দেবে। এমন এমন সব ভয়ানক কাজ করতে থাকবে যে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মৌলাই মস্তিতে থেকে নিজেকে স্বাধীন (স্বতন্ত্র) বানাতে হবে। কোনো প্রকারের বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। মায়া রূপী ইঁদুরের থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, সাবধান থাকতে হবে। হৃদয়ের মধ্যে কখনো শয়তানি চিন্তাভাবনা যেন না আসে।

২) বাবার দ্বারা যে অশেষ ধন প্রাপ্ত হচ্ছে, এই খুশিতে থাকতে হবে। এই উপার্জনে কখনো সংশয় বুদ্ধি হয়ে থেমে যেও না। ছাত্রজীবনই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন। সেইজন্য পড়াশোনার উপর বিশেষ করে মনোযোগ দিতে হবে।

বরদানঃ:- সदा অ্যালার্ট থেকে সকলের আশা পূর্ণ করী মাস্টার মুক্তি-জীবন্মুক্তি দাতা ভব
এখন সকল বাচ্চাদের মধ্যে এই শুভ সংকল্প ইমার্জ করতে হবে যে - 'সকলের আশা পূর্ণ করবো'। সকলের ইচ্ছে হল জন্ম-মরণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তাই তাদেরকে সেটার অনুভব করাও। এরজন্য নিজের শক্তিশালী সতোপ্রধান ভায়রেশন দ্বারা প্রকৃতি আর মনুষ্যাত্মাদের বৃত্তিকে চেঞ্জ করো। মাস্টার দাতা হয়ে প্রত্যেক আত্মার আশাগুলিকে পূর্ণ করো। মুক্তি জীবন্মুক্তির দান করো। এই দায়িত্বের স্মৃতি তোমাদেরকে সदा অ্যালার্ট বানিয়ে দেবে।

স্লোগানঃ:- মুরলীধরের মুরলীর জন্যে দেহেরও শুধ-বুধ (দেহভান) যারা ভুলে যায়, তারাই হলো সত্যিকারের গোপ-গোপী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - লৌকিক জগতের এই সংসারের অবান্তর কথায় নিজের সময় নষ্ট কোরো না, তোমাদের বুদ্ধিতে যেন সর্বদা রয়্যাল (রাজকীয়) চিন্তন চলতে থাকে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা বাবার প্রতিটি ডায়রেকশনকে প্রয়োগে আনতে পারে?

*উত্তরঃ - যারা অন্তর্মুখী, যারা নিজেদের শো (প্রদর্শন) করায় না, যারা আত্মিক নেশায় থাকে, তারাই বাবার প্রতিটি ডায়রেকশনকে প্রয়োগে আনতে পারে। তোমাদের কখনোই মিথ্যা অহংকার আসা উচিত নয়। অন্তরের স্বচ্ছতা যেন বজায় থাকে। আত্মা যেন খুব সুন্দর হয়, এক বাবার প্রতিই তার যেন প্রকৃত প্রেম থাকে। কখনোই নুনজল অর্থাৎ ক্ষারের সংস্কার যেন না থাকে। তখনই বাবার প্রতিটি ডায়রেকশন প্রয়োগে পরিণত হবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা কেবল স্মরণের যাত্রাতেই বসে নেই। বাচ্চাদের এই নেশা আছে যে, আমরা শ্রীমতে নিজেদের পরীস্থান স্থাপন করছি। তোমাদের এতটাই উৎসাহ আর খুশী থাকা উচিত। আবর্জনার স্তুপের সমস্ত অবান্তর কথা বের হয়ে যাওয়া উচিত। অসীম জগতের বাবাকে দেখে উল্লাস আসা উচিত। তোমরা যত স্মরণের যাত্রায় থাকবে, ততই তোমাদের ইম্প্রুভমেন্ট (উন্নতি) হতে থাকবে। বাবা বলেন যে, বাচ্চাদের জন্য আত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত। তোমাদের হলো ওয়ার্ল্ড স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি। তাহলে ওই ইউনিভার্সিটি কোথায়? ইউনিভার্সিটি বিশেষভাবে স্থাপন করা হয়। এর সাথে অনেক বড় রয়্যাল হোস্টেলের প্রয়োজন। তোমাদের চিন্তাধারা কতো রয়্যাল হওয়া উচিত। বাবার তো রাতদিন এই খেয়ালই থাকে - বাচ্চাদের কিভাবে পড়িয়ে এই বড় পরীক্ষায় পাস করাবেন? যাতে এরা আবার বিশ্বের মালিক হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের আত্মা শুদ্ধ সতোপ্রধান ছিলো তাই শরীরও কতো সুন্দর সতোপ্রধান ছিলো। তোমাদের রাজস্বও কতো উচ্চ ছিলো। তোমাদের এই লৌকিক সংসারের আবর্জনার কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়। তোমাদের মতো স্টুডেন্টদের ভিতরে এই আবর্জনার ভাবনা চিন্তা থাকা উচিত নয়। কমেটি ইত্যাদি তো খুব সুন্দর - সুন্দর তৈরী করা হয় কিন্তু যোগবল নেই। অনেক গালগল্প করে - আমরা এই করবো, ওই করবো। মায়াও বলে, আমি এর নাক পাকড়ে ধরবো। এদের বাবার প্রতি কোনো প্রেমই থাকে না। বলা হয় না যে - মানুষ চায় এক, হয় অন্যকিছু - তো মায়াও কিছু করতে দেয় না। মায়া অনেক ঠকায়, কানও কেটে নেয়। বাবা বাচ্চাদের কতো উচ্চ তৈরী করেন, তিনি ডায়রেকশনও দেন - এই এই করো। বাবা অত্যন্ত রয়্যাল রয়্যাল বাচ্চাদের পাঠিয়ে দেন। কেউ কেউ বলে, বাবা, আমি ট্রেনিং নিয়ে যাবো? বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা প্রথমে নিজের দুর্বলতা গুলি তো দূর করো। নিজেদের দেখো যে, আমাদের মধ্যে কতখানি অপগুণ রয়েছে? খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া একদম নুন - জল করে দেয়। এমন ক্ষার বাচ্চারা কখনোই বাবাকে স্মরণ করে না। তারা স্তানের গ-ও জানে না। তারা বাইরের প্রদর্শন অনেকই করে। এতে অনেক অন্তর্মুখী হওয়ার প্রয়োজন, কিন্তু কারোর - কারোর তো এমন চালচলন হয় যে, যেন অশিক্ষিত মানুষ। সামান্য অর্থ হলেই তাদের সেই নেশা চড়ে যায়। এ কথা বুঝতেই পারে না যে, আরে, আমরা তো কাঙ্গাল। মায়া তাদের বুঝতেই দেয় না। মায়া খুবই জোরদার। বাবা সামান্য গুণগান করলেই তাতে খুব খুশী হয়ে যায়।

বাবার তো রাতদিন এই চিন্তাই থাকে যে, ইউনিভার্সিটি বেশ ফাস্ট ক্লাস হওয়া উচিত, যেখানে বাচ্চারা খুব ভালোভাবে পড়তে পারবে। তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গে যাচ্ছি, তাই খুশীর পারদ চড়ে থাকা উচিত, তাই না। এখানে বাবা নেশা চড়ানোর জন্য নানা ধরনের ডোজ দেন। কেউ যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, তাকে মদ্যপান করালে মনে করবে, আমি বাদশাহ। নেশা ছেড়ে গেলে আবার যেমন ছিলো তেমন হয়ে যাবে। এখন এ তো হলো আত্মিক নেশা। তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা শিক্ষক হয়ে আমাদের পড়ান, আর ডায়রেকশন দেন -- তোমরা এমন - এমন করো। কোনো কোনো সময়ে কারোর মিথ্যা অহংকারও এসে যায়। এ তো মায়া, তাই না। এমন এমন কথা বানায় যে, সেকথা জিঞ্জেস কোরো না। বাবা বুঝতে পারেন, এ এই পথে চলতে পারবে না। অন্তরের অত্যন্ত স্বচ্ছতার প্রয়োজন। আত্মাও অনেক সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন। তোমাদের তো লভ ম্যারেজ হয়েছে, তাই না। প্রেমের বিবাহে কতো ভালোবাসা থাকে, আর ইনি তো পতিরও পতি। তাও কতজনের এই লভ ম্যারেজ হয়। একজনের খোড়াই হয়। সকলেই বলে, আমার তো শিববাবার সঙ্গে এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে। আমি তো স্বর্গে গিয়ে বসবো। এ তো খুশীর কথা, তাই না। মনে তো এই কথা আসা উচিত যে, বাবা আমাদের কতোভাবে সাজান। শিববাবা এনার দ্বারা তোমাদের শৃঙ্গার করান। তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা

আছে যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে সতাপ্রধান হয়ে যাবো। এই জ্ঞানকে আর কেউই জানে না। এতে অনেক নেশা থাকে। এখনো এতো তীর নেশা চড়েনি। তবে তা অবশ্যই হতে হবে। এমন গানও আছে যে, অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ - গোপীদের জিজ্ঞাসা করো। তোমাদের আত্মা এখন কতো ছিঃ ছিঃ। যেন অনেক ছিঃ ছিঃ আবর্জনার মধ্যে বসে আছে। বাবা এসে এদের পরিবর্তন করান, রিজুভিনেট (নবজীবন প্রদান) করেন। মানুষ যখন গ্ল্যান্ডস্ চেন্স করায়, তখন কতো খুশী হয়। তোমরা তো এখন বাবাকে পেয়েছো, তোমাদের তো তরী পার হয়েই গেছে। তোমরা মনে করো, আমরা যখন অসীম জগতের বাবার হয়েছি, তখন আমাদের কতো শীঘ্র পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন। রাতদিন যেন এই খুশী, এই চিন্তন থাকে যে - তোমরা দেখা মার্শাল হিসাবে কাকে পেয়েছো। রাতদিন এই খুশীতে থাকতে হয়। যারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, চিনতে পারে, তারা তো যেন উড়তে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন সঙ্গম যুগে রয়েছো। বাকি এরা সবাই তো আবর্জনা পড়ে আছে। যেমন আবর্জনার ধারে ঝুপড়ি তৈরী করে সেই আবর্জনাতেই বসে থাকে, তাই না। কতো কতো ঝুপড়ি পড়ে রয়েছে। এ তো হলো অসীম জগতের কথা। এখন এর থেকে বের হওয়ার জন্য শিববাবা তোমাদের অনেক সহজ যুক্তি বলে দেন। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, এইসময় তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই পতিত। এখন তোমরা তার থেকে বেরিয়ে এসেছো। যারা যারা বেরিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে জ্ঞানের পরাকার্য আছে, তাই না। তোমরা তো বাবাকে পেয়েছো, আর কি? এই নেশা যখন চড়বে, তখনই তোমরা কাউকে বোঝাতে পারো। বাবা এখন এসেছেন। বাবা আমাদের আত্মাকে পবিত্র করে দেন। আত্মা পবিত্র হলে তখন শরীরও একনম্বর পাওয়া যায়। তোমাদের আত্মা এখন কোথায় বসে আছে? এই শরীরে বসে আছে। এই দুনিয়া তো তমোপ্রধান, তাই না। সকলেই আবর্জনার ধারে এসে বসে আছে। তোমরা বিচার করো যে, আমরা কোথা থেকে বের হয়ে এসেছি। বাবা আমাদের দুর্গন্ধের নর্দমা থেকে বের করেছেন। এখন আমাদের আত্মা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। যারা ওখানে থাকবে, তারা এক নম্বর মহল তৈরী করবে। বাবা আমাদের আত্মাকে শূঙ্গার করে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছেন। বাচ্চাদের ভিতরে এমন - এমন খেয়াল আসা উচিত। বাবা কতো নেশা চড়িয়ে দেন। তোমরা এতো উচ্চ ছিলে, তারপর নামতে নামতে নীচে এসে পড়েছো। তোমরা যখন শিবালয়ে ছিলে, তখন তোমাদের আত্মা কতো শুদ্ধ ছিলো। তাই নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে খুব শীঘ্রই শিবালয়ে যাওয়ার উপায় করা উচিত।

বাবার তো ওয়াল্ডার লাগে যে - বাচ্চাদের সেই বুদ্ধিই নেই। বাবা আমাদের কোথা থেকে বের করেন। এই পাণ্ডব গভর্নমেন্ট বাবাই স্থাপন করেন। যে ভারত একদিন স্বর্গ ছিলো তা আজ নরক হয়ে গেছে। এ হলো আত্মারই কথা। আত্মার উপরেই দুঃখ আসে। আত্মা একদম তমোপ্রধান দুনিয়ায় এসে বসেছে, তাই বাবাকে স্মরণ করে - বাবা, আমাকে ওখানে নিয়ে যাও। এখানে বসেও তোমাদের এই খেয়ালই চলা উচিত, তাই বাবা বলেন, বাচ্চাদের জন্য একনম্বর ইউনিভার্সিটি বানাও। কল্প - কল্প এমন তৈরী হয়। তোমাদের চিন্তাধারা চমকপ্রদ হওয়া উচিত। এখনো তোমাদের সেই নেশা হয়নি। তেমন নেশা হলে কি জানি কি করে দেখাতে। বাচ্চারা ইউনিভার্সিটির অর্থ বুঝতে পারে না। সেই রয়্যাল নেশায় তারা থাকে না। তাদের উপর মায়া চেপে বসে আছে। বাবা বোঝান, বাচ্চারা, তোমরা উল্টো নেশা বৃদ্ধি করো না। প্রত্যেকে নিজেদের যোগ্যতা দেখো। আমরা কিভাবে পড়াশোনা করি, কিভাবে সেবা বা সাহায্য করি - কেবল কথার ফুলুরি খেলে চলবে না। যা বলো, তাই করতে হবে। কোনো গল্প নয় যে, এমন করবো - তেমন করবো। আজ বলবে, এই করবো, কাল মৃত্যু আসবে তো সব শেষ হয়ে যাবে। সত্যযুগে তো কেউ এমন কথা বলবে না। ওখানে কখনোই অকালমৃত্যু হয় না। কাল ওখানে আসতে পারে না। সে হলো সুখধাম। সুখধামে কালের আসার অনুমতি নেই। রাবণ রাজ্য আর রাম রাজ্যের অর্থও বুঝতে হবে। এখন তোমাদের লড়াই হলো রাবণের সঙ্গে। দেহ - অভিমানও জাদু করে দেয়, যা সম্পূর্ণ পতিত বানিয়ে দেয়। দেহী অভিমানী হলে আত্মা শুদ্ধ হয়ে যায়। তোমরা তো বুঝতে পারো যে, ওখানে আমাদের কেমন মহল তৈরী হবে। তোমরা তো এখন সঙ্গম যুগে এসে গেছো। নম্বরের ক্রমানুসারে তোমরা নিজেদের পরিবর্তন করছো, যোগ্যও তৈরী হচ্ছে। তোমাদের আত্মা পতিত হওয়ার কারণে তোমরা এই শরীরও পতিত পেয়েছো। আমি এখন এসেছি তোমাদের স্বর্গবাসী করার জন্য। তাই স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে দৈবী গুণেরও প্রয়োজন। এ তো মাসির বাড়ি নয়। তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা এসেছেন আমাদের নর থেকে নারায়ণ তৈরী করতে কিন্তু মায়ার সঙ্গে গুপ্ত মোকাবিলা থাকে। তোমাদের লড়াই হলো গুপ্ত তাই তোমাদের অজ্ঞাত যোদ্ধা বলা হয়। অজ্ঞাত যোদ্ধা আর কেউই হয় না। তোমাদের নামই হলো ওয়ারিয়র্স। বাইরের ওয়ারিয়র্সদের নাম তো রেজিস্টারে থাকেই। তোমাদের মতো আননোন ওয়ারিয়র্সদের নিদর্শন ওরা নিয়েছে। তোমরা যে কতখানি গুপ্ত, কেউই তা জানে না। মায়াকে বশীভূত করে তোমরা এই বিশ্বকে জয় করছো। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো কিন্তু মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয়। কল্প - কল্প তোমরা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করো। তাই তোমরাই হলে সেই আননোন ওয়ারিয়র্স যারা বাবাকে স্মরণ করো। এই যুদ্ধে তোমরা হাত - পা

কিছুই চালাও না । এই স্মরণের জন্য বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন । চলতে - ফিরতে তোমরা এই স্মরণের যাত্রা করো, আমার এই ঈশ্বরীয় পাঠও করো । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা কি ছিলাম আর এখন কি হয়েছি । আর বাবা এখন আমাদের কি তৈরী করছেন । তিনি কতো সহজ যুক্তি বলে দেন । তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, বাবাকে স্মরণ করো, তো তোমাদের জং দূর হয়ে যাবে । বাবা কল্প - কল্প এই যুক্তি বলে দিতে থাকেন । নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে যদি স্মরণ করো তাহলে তোমরা সত্যপ্রধান হবে, এখানে আর কোনো বন্ধন নেই । বাথরুমে গিয়েও যদি নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তো আবর্জনা দূর হয়ে যাবে । আত্মাকে কোনো তিলক লাগাতে হয় না, এ সব তো ভক্তিমার্গের নিদর্শন । এই জ্ঞান মার্গে এর কোনো দরকার নেই, এক পয়সারও খরচ নেই । তোমরা ঘরে বসে স্মরণ করতে থাকো । এ কতো সহজ । ওই বাবা আমাদের যেমন বাবা, আবার শিক্ষক এবং সঙ্গুরুও ।

প্রথমে বাবাকে স্মরণ, তারপর শিক্ষক এবং গুরুকে, নিয়ম এমনই বলে । শিক্ষককে তো অবশ্যই স্মরণ করবে, তাঁর থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় আর বাণপ্রস্থ অবস্থাতে গুরু করা হয় । বাবা তো সব হোলসেলে দিয়ে দেন । তোমাদের ২১ জন্মের রাজস্ব তিনি হোলসেলে দিয়ে দেন । বিয়েতে মেয়েকে পণ তো গুপ্তভাবে দেওয়া হয়, তাই না । প্রদর্শন করানোর প্রয়োজন হয় না । বলা হয় গুপ্ত দান । শিববাবাও তো গুপ্ত, তাঁর মধ্যে অহংকারের কোনো কথাই নেই । কারোর কারোর অহংকার থাকে যে, সবাই সব জানুক । এখানে হলো সবই গুপ্ত । বাবা তোমাদের যৌতুকে এই বিশ্বের বাদশাহী দেন । কতো গুপ্তভাবে তোমাদের এই শৃঙ্গার হচ্ছে । তোমরা কতো বড় যৌতুক পাও । বাবা কি করে যুক্তি দিয়ে তা দেন, কেউই তা জানতে পারে না । এখানে তোমরা ভিখারি, পরের জন্মে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাবে । তোমরা তো স্বর্ণ যুগে যাও, তাই না । ওখানে সবকিছুই সোনার থাকবে । বিত্তবানদের মহল সোনায় খচিত হবে । তফাৎ তো অবশ্যই থাকবে । তোমরা এও বুঝতে পারো - মায়া তোমাদের উল্টো ঝুলিয়ে দেয় । এখন বাবা যখন এসেছেন তখন বাচ্চাদের মধ্যে কতো উৎসাহ থাকা উচিত তবুও মায়া সব ভুলিয়ে দেয় - এ বাবার ডাইরেকশন নাকি ব্রহ্মার ? ভাইয়ের নাকি বাবার ? এতেই অনেক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । বাবা বলেন, ভালো বা খারাপ যাই হোক - তোমরা বাবার ডাইরেকশনই মনে করো । এই ডাইরেকশনে তোমাদের চলতে হবে । এতে কোনো ভুল হয়ে গেলেও নির্ভুল করে দেবে । তাঁর মধ্যে শক্তি তো আছে, তাই না । তোমরা দেখো যে, ইনি কিভাবে চলছেন, এনার মাথার উপরে কে বসে আছে । একদম পাশেই বসে আছেন । গুরুরা তো পাশে বসিয়েই শেখান, তাই না । তাও এনাকে পরিশ্রম করতে হয় । তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান হতে পুরুষার্থ করতে হয় ।

বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করে ভোজন প্রস্তুত করো । শিববাবার স্মরণে প্রস্তুত ভোগ আর কেউই পেতে পারে না । এখনকার ভোগেরও অনেক মহিমা । ওই ব্রাহ্মণরা যদিও অনেক স্তুতি করে কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না । যা মহিমা করে, তা কিছুই বোঝে না । তবে এটা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মপ্রাণ কেননা এরা পূজারী । আর ওখানে তো ধর্মপ্রাণের বিষয়ই থাকে না কেননা ওখানে ভক্তিই থাকে না । এও কেউ জানে না যে, ভক্তি কি জিনিস । মানুষ বলে - জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য । একনম্বর কথা । জ্ঞান হলো দিন আর ভক্তি রাত । রাত থেকে তো আবার বৈরাগ্য দিনে চলে যায় । এ কতো পরিস্কার কথা । এখন তোমরা যখন বুঝতে পেরেছো তখন তোমাদের আর ধাক্কা খেতে হয় না ।

বাবা বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাই । আমি তোমাদের এই অসীম জগতের পিতা, এই সৃষ্টির চক্র জানাও কতো সহজ । তোমরা বীজ আর বৃক্ষকে স্মরণ করো । এখন কলিযুগের অন্তিম সময় এরপর সত্যযুগকে আসতে হবে । এখন তোমরা এই সঙ্গম যুগে ফুলে পরিণত হও । আত্মা যখন সত্যপ্রধান হয়ে যাবে তখন থাকার জন্যও সত্যপ্রধান মহল পাবে । এই দুনিয়াই নতুন হয়ে যায় । তাই বাচ্চাদের কতটা খুশীতে থাকা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা শ্রীমতে চলে নিজেদের পরীস্থান স্থাপন করছি । অবান্তর আবর্জনা মূলক বিষয়কে ত্যাগ করে খুবই উল্লাসে থাকতে হবে ।

২) নিজের চিন্তাধারা খুব রয়্যাল রাখতে হবে । খুব ভালো রয়্যাল ইউনিভার্সিটি এবং হোস্টেল খোলার ব্যবস্থা করতে হবে । বাবার গুপ্ত সাহায্যকারী হতে হবে, নিজেকে শো করবে না ।

বরদান:- নিমিত্ত হয়ে যেকোনও সেবা করার সময় অসীম জগতের বৃত্তির দ্বারা ভায়ব্রেশন ছড়িয়ে দিয়ে অসীম জগতের সেবাধারী ভব

এখন অসীম জগতের পরিবর্তনের সেবাতে তীব্র গতি নিয়ে এসো। এতই বিজি থাকছেো যে টাইম-ই পাচ্ছেো না - এরকম তো করছেো না! কিন্তু নিমিত্ত হয়ে যেকোনও সেবা করার সময় অসীম জগতের সহযোগী হতে পারো, শুধু বৃত্তি অসীম জগতে থাকবে তাহলে ভায়ব্রেশন ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। যতই অসীম জগতে বিজি থাকবে, ততই, যে ডিউটি পেয়েছেো সেটা আরোই সহজ হয়ে যাবে। প্রত্যেক সংকল্প, প্রত্যেক সেকেন্ড শ্রেষ্ঠ ভায়ব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করাই হল অসীম জগতের সেবাধারী হওয়া।

স্লোগান:- শিব বাবার সাথে কস্মাইন্ড থাকা শিবশক্তিদের শৃঙ্গার হলো জ্ঞানের অন্ত্র-শস্ত্র।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এক বাবার থেকেই শুনতে হবে আর শুনে অন্যদেরকে শোনাতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে কি বোঝাচ্ছেন, যেটা অপরকে শোনাতে হবে?

*উত্তরঃ - বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা সব আত্মারা হলে ভাই-ভাই। তোমাদের এক বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। এই কথাই তোমরা সকলকে শোনাও, কারণ তোমাদের সমগ্র বিশ্বের ভাইদের কল্যাণ করতে হবে। এই সেবার জন্য তোমরাই হলে নিমিত্ত।

ওম্ শান্তি। সাধারণতঃ ওম্ শান্তি কেন বলা হয়? এটা হলো পরিচয় দেওয়া - আত্মার পরিচয় আত্মাই দেয়। কথা-বার্তা আত্মাই করে শরীরের দ্বারা। আত্মা ব্যতীত শরীর তো কিছুই করতে পারে না। তাই এই আত্মা নিজের পরিচয় দেয়। আমরা আত্মারা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। তারা তো বলে দেয় অহম্ (আমি) আত্মাই পরমাত্মা। বাচ্চারা, তোমাদের এই সব কথা বোঝানো হয়। বাবা তো বাচ্চা বাচ্চাই করবেন, তাই না! আত্মাদের বাবা বলেন - হে আত্মারূপী বাচ্চারা, এই অরগ্যান্স দ্বারা তোমরা বুঝতে পারো। বাবা বোঝান, সর্বপ্রথমে হলো জ্ঞান তারপর ভক্তি। এরকম না যে প্রথমে ভক্তি, শেষে জ্ঞান। প্রথমে হলো জ্ঞান দিন, ভক্তি হলো রাত। আবার শেষে দিন কখন আসবে? যখন ভক্তির প্রতি বৈরাগ্য আসবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এটা থাকা চাই। জ্ঞান আর বিজ্ঞান হলো যে না। এখন তোমরা জ্ঞানের অধ্যয়ন করছো। আবার সত্যযুগ - ত্রেতাতে তোমাদের জ্ঞানের প্রালম্ব লাভ হয়। বাবা জ্ঞান এখন দেন, যার প্রালম্ব আবার সত্যযুগে হবে। এটা যে বোঝার ব্যাপার। এখন বাবা তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। তোমরা জানো আবার আমরা জ্ঞানের ওপারে বিজ্ঞান নিজেদের গৃহ শান্তিধামে যাবো। সেটাকে না জ্ঞান, না ভক্তি বলা হবে। সেটাকে বলা হয় বিজ্ঞান। জ্ঞানের ওপারে শান্তিধামে চলে যায়। এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাবা জ্ঞান প্রদান করেন- কিসের জন্য? ভবিষ্যতের নূতন দুনিয়ার জন্য দেন। নূতন দুনিয়াতে যাবে তো প্রথমে অবশ্যই নিজের গৃহে যাবে। মুক্তিধামে যেতে হবে। যে স্থান আত্মাদের নিবাসস্থল সেখানে তো অবশ্যই যাবে যে না। এই নূতন-নূতন কথা তোমারই শুনছো আর কেউ বুঝতে পারে না। তোমরা বুঝতে পারো- আমরা আত্মারা স্পীরিচুয়াল ফাদারের স্পীরিচুয়াল বাচ্চা। আত্মা রূপী বাচ্চাদের অবশ্যই আত্মা রূপী পিতার প্রয়োজন। আত্মা রূপী পিতা আর আত্মা রূপী বাচ্চারা। আত্মা রূপী বাচ্চাদের একজনই আত্মা রূপী পিতা। তিনি এসে নলেজ দেন। বাবা কীভাবে আসেন- সেটাও বোঝানো হয়। বাবা বলেন আমাকেও প্রকৃতির আধার নিতে হয়। এখন তোমাদের বাবার থেকে অতি অবশ্যই শুনতেই হবে। বাবা ব্যতীত আর কারোর থেকে শুনতে যেও না। বাচ্চারা শুনে আবার অন্য ভাইদের শোনাতে। কিছু না কিছু অবশ্যই শোনায়। নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো, কারণ উনিই হলেন পতিত-পাবন। বুদ্ধি সেখানে চলে যায়। বাচ্চাদের বোঝালে বুঝে যায়। কারণ প্রথমে অবুঝ ছিলো। ভক্তি মার্গের অবুঝ থাকার কারণে রাবণের থাবায় এসে কি করে! কীভাবে ছিঃ ছিঃ (ঘৃণ্য) হয়ে যায়। মদ্যপান করলে কি হয়ে যায়? মদ্য নাংরাকে আরো ছড়িয়ে দেয়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, অসীম জগতের পিতার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। কল্প-কল্প নিয়ে এসেছে, সেইজন্য অবশ্যই দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। কৃষ্ণের দৈবীগুণের মহিমা কতো! বৈকুণ্ঠের মালিক কতো মধুর। এখন কৃষ্ণের ডিনায়েস্টি বলব না। ডিনায়েস্টি বিষ্ণু বা লক্ষ্মী-নারায়ণের বলব। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারছো একমাত্র বাবা সত্যযুগী রাজত্বের ডিনায়েস্টি স্থাপন করেন। এই চিত্র ইত্যাদি যদিও বা না থাকে তবুও বোঝানো যায়। মন্দির তো অনেক হতে থাকে, যার ভিতরে জ্ঞান আছে সে অন্যের কল্যাণ করতে, নিজের সমান করতে ছুটতে থাকে। নিজেকে দেখতে হবে আমি কত জনকে জ্ঞান শুনিয়েছি। কারোর কারোর জ্ঞানের ভীত তাড়াতাড়ি লেগে যায়। ভীষ্ম-পিতামহ ইত্যাদিরাও বলেছেন যে- আমাকে কুমারীরা জ্ঞান বাণ মেরেছে। এই সব হলো পবিত্র কুমার-কুমারীরা অর্থাৎ বাচ্চারা। তোমরা সবাই হলে বাচ্চা, সেইজন্য বলো আমরা ব্রহ্মার সন্তান কুমার- কুমারী হলাম ভাই-বোন। এটা পবিত্র সম্পর্ক হয়। তাও হলো অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন। বাবা অ্যাডপ্ট করেছিলেন। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা। বাস্তবে অ্যাডপ্ট শব্দও বলবে না। শিববাবার বাচ্চা তো আছেই। সবাই আমাকে ডাকে শিববাবা, শিববাবা এসো। কিন্তু কিছু বোঝে না। সব আত্মারা শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। তো শিববাবাও অবশ্যই শরীর দ্বারা পার্ট প্লে করবে। শিববাবা পার্ট না বাজালে আবার তো কোনো কাজের থাকে না। ভ্যালুই থাকে না। ওনার ভ্যালুই হয়, যখন সমগ্র দুনিয়াকে সঙ্গতিতে পৌঁছায়, তখন ওঁনার মহিমা ভক্তিমাগে গাওয়া হয়। সঙ্গতি হয়ে গেলে পরে আবার বাবাকে স্মরণ করার দরকারই থাকে না। তারা শুধু গড ফাদার বলে তো আবার টিচার হারিয়ে যায়। বলার জন্য থেকে যায় যে, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পবিত্র করার জন্য। তারা

সদ্বৃতি করারও বলে না। যদিও গায়নে আসে - সকলের সদ্বৃতি দাতা হলেন এক। কিন্তু অর্থহীন ভাবে বলে দেয়। এখন তোমরা যা কিছু বলো সেটা অর্থ সহ। বুঝতে পারো ভক্তির রাত আলাদা, জ্ঞান দিন আলাদা। দিনেরও টাইম থাকে। ভক্তিরও টাইম থাকে। এটা অসীম জগতের কথা। বাচ্চারা, তোমাদের অসীম জগতের নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। অর্ধ-কল্প হলো দিন, অর্ধ-কল্প হলো রাত। বাবা বলেন আমি আসি রাতকে দিন করতে।

তোমরা জানো যে, অর্ধ-কল্প হলো রাবণ রাজ্য, ওখানে অনেক প্রকারের দুঃখ আছে, এরপর বাবা নূতন দুনিয়া স্থাপন করলে সেখানে সুখ আর সুখ পাওয়া যায়। বলাও হয় এটা সুখ আর দুঃখের খেলা। সুখ মানে রাম, দুঃখ অর্থাৎ রাবণ। রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করলে তবে রামরাজ্য আসে, এর অর্ধ-কল্প পরে রাবণ, রামরাজ্যের উপর বিজয় লাভ করে রাজত্ব করে। তোমরা এখন মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। শব্দ বাই শব্দ তোমরা অর্থ সহ বলো। এটা হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় ভাষা। এটা কেউ কি আর বুঝবে! ঈশ্বর কীভাবে কথা বলেন। তোমরা জানো এটা হলো গড় ফাদারের ভাষা কারণ গড় ফাদার হলেন নলেজফুল। গাওয়াও হয় তিনি জ্ঞানের সাগর নলেজফুল, তাই অবশ্যই তো কাউকে নলেজ দেবেন যে না! এখন তোমরা বুঝতে পারো বাবা কীভাবে নলেজ দেন। নিজের পরিচয় দেন আর সৃষ্টি চক্রের নলেজও দেন। যে নলেজ গ্রহণ করার ফলে আমরা চক্রবর্তী রাজা হই। স্বদর্শন চক্র যে। স্মরণ করার ফলে আমাদের পাপ খন্ডন হয়। এটা হলো তোমাদের স্মরণের অহিংসক চক্র। সেই চক্র হলো হিংসক, মস্তক খন্ডনের। ঐ অস্ত্রাণী মানুষ একে অপরের মস্তক খন্ডন করতে থাকে। তোমরা এই স্বদর্শন চক্রকে জানার ফলে বাদশাহী প্রাপ্ত করো। কাম হলো মহাশত্রু, যার জন্য আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পেতে হয়। সেটা হলো দুঃখের চক্র। বাবা তোমাদের এই চক্রের নলেজ বোঝাচ্ছেন। স্বদর্শন চক্রধারী করে তোলেন। শাস্ত্রে তো কতো কথা তৈরী করে দিয়েছে। এখন তোমাদের সে সমস্ত ভুলে যেতে হয়। শুধুমাত্র এক বাবার স্মরণ করতে হবে। কারণ বাবার থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। কতো সহজ। অসীম জগতের পিতা নূতন দুনিয়া স্থাপন করছেন বলে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্যই স্মরণ করতে হবে। এটা হলো "মন্মানাভব", "মধ্যার্জীভব"। বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করে বাচ্চাদের খুশীর পারদ উঠে থাকা উচিত। আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, আমরা মালিক ছিলাম, অবশ্যই আবার হবে। আবার তোমরাই নরকবাসী হয়েছে। সতোপ্রধান ছিলে এখন তমোপ্রধান হয়েছে। ভক্তি মার্গেও আমরাই এসেছিলাম। অলরাউন্ড চক্র লাগিয়েছে। আমরা ভারতবাসীরা সূর্যবংশী ছিলাম এরপর চন্দ্রবংশী, বৈশ্য বংশী...হতে-হতে নীচে নেমেছি। আমরা ভারতবাসীই দেবী-দেবতা ছিলাম আবার আমাদেরই পতন হয়েছে। এখন সমস্ত কিছু তোমাদের বোধগম্য হচ্ছে। বাম মার্গে (পাপের রাস্তায়) গেলে কতো ঘণ্য হয়ে যায়। মন্দিরেও এরকম ঘণ্য চিত্র তৈরী করেছে। পূর্বে ঘড়িও এরকম চিত্র দেওয়া তৈরী করতো। এখন তোমরা বুঝতে পারো তোমরা সুগন্ধী ফুলের মতো কতো সুন্দর ছিলে আবার আমরাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে কতো ঘণ্য হয়ে পড়ি। তোমরা যখন সত্যযুগের মালিক ছিলে, তো দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলে। এখন অসুরী গুণ সম্পন্ন হয়েছে, আর কোনো পার্থক্য নেই। লেজওয়ালা বা শুঁড়ওয়ালা মানুষ হয় না। এটা শুধুমাত্র দেবতাদের চিহ্ন। এছাড়া তো স্বর্গ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু এই চিত্র চিহ্ন স্বরূপ আছে। চন্দ্রবংশীদেরও চিহ্ন আছে। তোমরা এখন মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য যুদ্ধ করছো। যুদ্ধ করতে করতে ফেল হয়ে যায় তো তাদের নিশানি তীর হলো কমল। বাস্তবে ভারতবাসী হলোই দেবী-দেবতা কুলের (ঘরানার)। নয়তো কোন্ কুলে গণ্য করা হবে। কিন্তু ভারতবাসীর নিজের ঘরানার ব্যাপারে জানা না থাকায় হিন্দু বলে দেয়। নয়তো বাস্তবে তোমাদের একই ঘরানা। ভারতে হলো সব দেবতা ঘরানার, যা অসীম জগতের পিতা স্থাপন করছেন। শাস্ত্রও হলো ভারতে একটিই। ডিটি ডিনায়েস্টির স্থাপনা হচ্ছে, এরপর ওতে ভিন্ন-ভিন্ন ব্রাঞ্চেস্ হয়ে যায়। বাবা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। মুখ্য হলো ৪টি ধর্ম। ফাউন্ডেশন দেবী-দেবতা ধর্মেরই হয়। থাকার যারা সকলেই হলো মুক্তিধামের। তোমরা এরপর নিজের দেবতার ব্রাঞ্চেসে চলে যাবে। ভারতের বাউন্ডারি হলো একটিই আর কোনো ধর্মের মধ্যে নেই। এটা হলো দেবতা ধর্মের বিশেষত্ব। এরপর ওর থেকে অন্যান্য ধর্ম বেরিয়েছে ড্রামার প্ল্যান অনুসারে। ভারতের আসল ধর্মই হলো ডিটি (দেবী-দেবতা), যার স্থাপনা করেন বাবা। এরপর নতুন-নতুন পাতা বের হয়। এই সমস্ত হলো ঈশ্বরীয় বৃক্ষ। বাবা বলেন যে, আমি হলাম এই বৃক্ষের বীজরূপ। এই ফাউন্ডেশন আছে আবার ওর থেকে টিউব বেরিয়ে আসে। মুখ্য ব্যাপার হলই আমরা সব আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। সব আত্মাদের পিতা হলেন একই, সকলেই তাঁকে স্মরণ করে। এখন বাবা বলেন, তোমরা এই চোখে যা কিছু দেখছো সেই সব ভুলে যেতে হবে। এটা হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য, ওদের হলো পার্থিব। শুধুমাত্র ঘর-বাড়ীর উপর বৈরাগ্য এসে যায়। তোমাদের তো এই সমগ্র পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। ভক্তির পরে হলো পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। আমরা আবার নূতন দুনিয়াতে যাবো ভায়া শান্তিধাম। বাবাও বলেন এই পুরানো দুনিয়া ভস্ম হতে চলেছে। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি এখন যেন আর হৃদয় না টানে। থাকতে তো হবে এখানেই, যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ্য হয়ে উঠব। হিসাবপত্র সব চুকিয়ে তোমরা অর্ধ-কল্পের জন্য সুখ জমা করো। তার

নামই হলো শান্তিধাম, সুখধাম। প্রথমে সুখ হয়, শেষে দুঃখ। বাবা বুঝিয়েছেন, যে কোনো নূতন-নূতন আত্মারা উপর থেকে আসে, যেমন ক্রাইস্টের আত্মা আসে, প্রথমে ওনাদের দুঃখ থাকে না। প্রথমে সুখ, পরে দুঃখ - এটাই হলো খেলা। নূতন-নূতন যারা আসে তারা হলো সতীপ্রধান। তোমাদের যেমন সুখের অনুভব বেশী, সেরকম আর সকলের দুঃখের অনুভব বেশী। এই সব বুদ্ধি দ্বারা কাজে নেওয়া হয়। বাবা আত্মাদের বসে বোঝাচ্ছেন। সে আবার অন্যান্য আত্মাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি এই শরীর ধারণ করেছি। অনেক জন্মের শেষে অর্থাৎ তমোপ্রধান শরীরে আমি প্রবেশ করি। আবার ওনাকেই ফার্স্ট নম্বরে যেতে হবে। যে ফার্স্ট সেই লাস্ট, যে লাস্ট সেই ফার্স্ট। এটাও বুঝিয়ে দিতে হয়। আবার ফার্স্টের পরবর্তী কে? মন্মা। ওনারই পার্ট হওয়া উচিত। উনি অনেকেই শিক্ষা দিয়েছেন। আবার বাচ্চারা, তোমাদের মধ্য থেকে নম্বরের অনুযায়ী হয় যারা অনেককে শিক্ষা দেন, পড়ান। আবার সেই পার্ট যে নেয় সেও প্রচেষ্টা করে তোমার থেকেও উঁচুতে চলে যেতে। অনেক সেন্টারে এমনও আছে যারা তাদের যে টিচার পড়িয়েছেন তার থেকেও উঁচুতে উঠে যায়। একেক জনকে দেখা যায়। সকলের চলন থেকে তো বোঝা যায় যে না। কাউকে তো আবার মায়া নাক থেকে ধরে এমন টেনে নেয় যে একদম শেষ করে দেয়। বিকারে নীচে নেমে যায়। আরো উল্লিখিত হলে অনেকের ব্যাপারে শুনতে থাকবে। ওয়ান্ডার (অবাক) লাগবে, এ তো আমাকে জ্ঞান দিতো, আবার এ কীভাবে চলে গেল? আমাকে বলতো পবিত্র হও আর নিজেই আবার ছিঃ ছিঃ হয়ে গেল। বুঝবে তো অবশ্যই। অনেকে ঘৃণ্য হয়ে যায়। বাবা বলেছেন বড়-বড় মহারথীদেরও মায়া খুবই উৎপীড়ন করবে। তোমরা যেমন মায়ার উৎপীড়নের উপর বিজয় লাভ করো, মায়াও সেরকম করবে। বাবা কতো ভালো-ভালো ফার্স্টক্লাস, সুন্দর নামও রেখেছেন। কিন্তু হে মায়া - আশ্চর্য ভাবে শুনে নিয়ে, অন্যদের শোনায়ও, তারপর পালিয়ে যায়। মায়া কতো প্রকট হয়, সেই জন্য বাচ্চাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে। যুদ্ধের ময়দান যে ! মায়ার সাথে তোমাদের কতো বড় যুদ্ধ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখানেই সব হিসাব-পত্র চুকিয়ে দিয়ে অর্ধ-কল্পের জন্য সুখ জমা করতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি এখন আসক্তি রাখতে নেই। এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সেসব ভুলে যেতে হবে।

২) মায়া খুবই শক্তিশালী, তার থেকে সাবধান থাকতে হবে। এই আধ্যাত্মিক পার্টে অন্যদের থেকে আগে যেতে হবে। এক বাবার থেকেই শুনতে হবে আর ওঁনার থেকেই যা শুনছো তা অপরকে শোনানো হবে।

বরদানঃ:- অসীমের দৃষ্টি, বৃত্তি আর স্থিতি দ্বারা সকলের প্রিয় হয়ে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব
ফরিস্তা সকলের কাছেই খুব প্রিয়, কেননা ফরিস্তা হল সকলের জন্য, এক-দুজনের জন্য নয়। অসীমের দৃষ্টি, বৃত্তি আর অসীমের স্থিতি যুক্ত ফরিস্তা হল সকল আত্মাদের প্রতি পরমাত্মার সন্দেশবাহক। ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট। সকলের রিস্তা (সম্পর্ক) এক বাবার সাথে জুড়ে দেয়, দেহ আর দেহের সম্বন্ধ থেকে পৃথক, নিজেকে আর সকলকে নিজের চলন আর চেহারার দ্বারা বাবার সমান বানিয়ে তোলা, সকলের প্রতি কল্যানকারী। এইরকম ফরিস্তারাই হল সকলের প্রিয়।

স্লোগানঃ:- যখন তোমাদের চেহারায় বাবার চরিত্র দেখা যাবে, তখন সমাপ্তি হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যদি শিববাবাকে সমাদর করো, তবে তাঁর শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো, শ্রীমতে চলার অর্থ হলো বাবার কদর (সম্মান) করা"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা বাবার থেকেও বড় জাদুকর - কীভাবে ?

*উত্তরঃ - ষ্ট থেকেও উচ্চ বাবাকে নিজের সন্তান বানিয়ে দেওয়া, তন-মন-ধনের (সমর্পণ) দ্বারা বাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী করে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাওয়া - এটাই হলো বাচ্চাদের জাদুকরী। যে এখন ভগবানকে নিজের উত্তরাধিকারী বানায় সে ২১ জন্মের জন্য বাবার প্রপার্টির উত্তরাধিকারী হয়ে যায়।

*প্রশ্নঃ - ট্রিবিউনাল (বিচারসভা) কোন্ বাচ্চাদের জন্য বসে?

*উত্তরঃ - যারা দান করে দেওয়া বস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার সঙ্কল্প করে, মায়ার বশবর্তী হয়ে ডিসসার্ভিস করে, তাদের জন্য ট্রিবিউনাল বসে।

ওম্ শান্তি । আধ্যাত্মিক বিচিত্র (চিত্রহীন অর্থাৎ নিরাকার) বাবা বসে বিচিত্র বাচ্চাদের বোঝান অর্থাৎ দূরদেশ-নিবাসী যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। অনেক-অনেক দূরদেশ থেকে এসে এই শরীরের দ্বারা তোমাদের পড়াই। এখন যারা পড়ে তারা তো অটোমেটিক্যালি যিনি পড়ান তাঁর সঙ্গে যোগ রাখেন। তাদের বলতে হয় না যে - হে বাচ্চারা, টিচারের সঙ্গে যোগ রাখো বা তাঁকে স্মরণ করো। না, এখানে বাবা বলেন -- হে আত্মা-রূপী বাচ্চারা, আমি তোমাদের পিতাও, টিচারও, গুরুও। এঁনার সঙ্গে যোগ রাখো অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। ইনি হলেন বিচিত্র বাবা। তোমরা প্রতি মুহূর্তে এঁনাকে ভুলে যাও, তাই বলতে হয়। যিনি পড়ান তাঁকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। ল' একথা বলে না যে, টিচার বলবে - আমাকে দেখো, এতেই অনেক লাভ। বাবা বলেন, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। এই স্মরণের বল এর দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডিত হবে, একে বলা হয় স্মরণের যাত্রা। আধ্যাত্মিক বিচিত্র বাবা এখন বাচ্চাদের দেখেন। বাচ্চারাও নিজেদের আত্মা মনে করে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করে। তোমরা তো বারে বারে শরীরে আসো বা শরীর ধারণ করো। আমি তো সমগ্র কল্পে শরীর ধারণ করি না, শুধুমাত্র এই সঙ্গমযুগেই অনেক দূরদেশ থেকে আসি - বাচ্চারা, তোমাদের শিক্ষা প্রদান করতে। একথা সঠিকভাবে স্মরণে রাখতে হবে। বাবা তোমাদের পিতা, শিক্ষক, সঙ্গুরু। তিনি বিচিত্র। ওঁনার নিজস্ব শরীর নেই, তাহলে আসবেন কীভাবে? তিনি বলেন, আমাকে প্রকৃতির, অন্য কোনো মুখের আধার (সাহায্য) নিতে হয়। আমি তো বিচিত্র (চিত্রহীন)। তোমরা সকলেই হলে চিত্র-যুক্ত (সাকারী)। আমারও তো অবশ্যই রথ(শরীর) চাই, তাই না। ঘোড়ার গাড়ি করে তো আসবো না, তাই না। বাবা বলেন, আমি এই শরীরে প্রবেশ করি, যে নম্বর ওয়ান সে-ই লাস্ট নম্বর হয়। যে সতোপ্রধান ছিল সেই তমোপ্রধান হয়ে যায়। তাই তাদেরকেই পুনরায় সতোপ্রধান বানানোর জন্য বাবাকে পড়াতে হয়। তিনি বোঝান - বাচ্চারা, এই রাবণ-রাজ্যে তোমাদের বিকারের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে জগতজীৎ হতে হবে। বাচ্চাদের একথা স্মরণে রাখতে হবে যে, আমাদের বিচিত্র বাবা পড়ান। বাবাকে যদি স্মরণ না করো তবে পাপ কীভাবে ভস্মীভূত হবে? একথাও শুধু এখনই সঙ্গমযুগেই তোমরা শোনো। একবার যাকিছু ঘটে যায় পরবর্তী কল্পে সেটাই রিপিট হবে। কতো ভালোভাবে বোঝান হয়, এরজন্য অতি বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। এ কোনো সাধু-সন্ত ইত্যাদিদের সংসঙ্গ নয়। ওঁনাকে তোমরা বাবাও বলো, আবার বাচ্চাও বলো। তোমরা জানো, ইনি আমাদের পিতাও, আবার সন্তানও। আমরা এই (বাবা) বাচ্চাকে আমাদের সবকিছুর উত্তরাধিকার দিয়ে, বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার নিয়ে নিই। সব আবর্জনা প্রদান করে বাবার থেকে আমরা বিশ্বের রাজস্ব (বাদশাহী) প্রাপ্ত করি। আমরা বলি যে, বাবা আমরা ভক্তিমার্গে বলেছিলাম যে যখন তুমি আসবে তখন আমরা তোমার কাছে তন-মন-ধনসহ সমর্পিত হয়ে যাবো। লৌকিক পিতাও তো বাচ্চাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেন, তাই না। এখানে তোমরা কেমন বিচিত্র বাবা পেয়েছো, ওঁনাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে এবং তোমরা নিজেদের ঘরে চলে যাবে। পথ কত লম্বা। দেখো, বাবা কতদূর থেকে আসেন পুরানো রাবণ-রাজ্যে। তিনি বলেন, আমার ভাগ্যে পবিত্র শরীর পাওয়া সম্ভব নয়। পতিতদের পবিত্র করতে কীভাবে আসবো। আমাকে পতিত দুনিয়ায় এসেই সকলকে পবিত্র করতে হয়। তাই এমন টিচারের সমাদরও তো করা উচিত, তাই না। অনেকেই আছে যারা সম্মান করতে জানে না। এও তো ড্রামানুসারে হতেই হবে। রাজধানীতে তো সবই চাই, তাই না - নম্বরের ক্রমানুসারে। তাই সবরকমের পদ এখানেই তৈরী হয়। স্বল্প পদমর্যাদার অধিকারীর এইরকম অবস্থা হবে। না তারা পড়বে, না বাবার স্মরণে থাকবে। ইনি অতি বিচিত্র বাবা, তাই না। এঁনার চলনও অলৌকিক। এঁনার পাট আর কেউ পেতে পারে না। এই বাবা এসে তোমাদের কত উচ্চ পড়া পড়ান,

তাই তাঁর সম্মানও তো রাখা উচিত। ঔঁনার শ্রীমতানুসারে চলা উচিত। কিন্তু মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। মায়া এত শক্তিশালী যে মহারথী বাচ্চাদেরও অধঃপতনে নিয়ে যায়। বাবা কতো ধনবান বানান কিন্তু মায়া সম্পূর্ণরূপে মাথা মুড়িয়ে(মাথা নত) দেয়। মায়ার থেকে রক্ষা পেতে হলে বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। অনেক ভালো-ভালো বাচ্চা আছে যারা বাবার হয়ে পুনরায় মায়ার কাছে চলে যায়। সেকথা আর বলার নয়। পাকাপাকি ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়। মায়া একদম নাক ধরে নেয়। বলাও তো হয়ে থাকে তাই না যে - গজ-কে (হাতী) গ্রাহ (বড় কুমীর) খেয়ে নেয় (মহারথীকেও মায়া গ্রাস করে)। কিন্তু এর অর্থও কেউ বুঝতে পারে না। বাবা প্রতিটি কথা সঠিকভাবে বোঝান। অনেক বাচ্চারা বোঝেও কিন্তু পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। কারো-কারোর তো সামান্যতম ধারণাও থাকে না। পড়া তো অতি উচ্চ, তাই না। তাই তা ধারণ করতে পারে না। বাবা বলেন, এদের ভাগ্যে রাজস্ব নেই। কেউ আকন্দ ফুল, কেউ সুগন্ধি ফুল। বিভিন্নরকমের ফুলের বাগিচা, তাই না। এমনও তো চাই, তাই না। রাজধানীতে তোমরা চাকর-বাকরও থাকবে। তা নাহলে চাকর-বাকর কীভাবে পাবে। রাজস্ব এখানেই তৈরী হয়। চাকর-বাকর, চন্ডাল ইত্যাদি সবকিছুই পাবে। এ রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। ওয়ান্ডারফুল। বাবা তোমাদের এত উচ্চ বানান, তাই এমন বাবাকে স্মরণ করতে-করতে প্রেমে অশ্রু-সজল হয়ে যাওয়া উচিত।

তোমরা মালার দানা হও, তাই না। তারা বলে, বাবা তুমি কত বিচিত্র। কেমন করে এসে তুমি আমাদের মতন পতিতদের পবিত্র বানানোর জন্য পড়াও। ভক্তিমার্গে অবশ্যই শিবের পূজা করে কিন্তু বোঝে কি যে ইনি পতিত-পাবন, না তা বোঝে না, তথাপি ডাকতে থাকে যে - হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের ফুলের মতন দেবী-দেবতা বানাও। বাচ্চাদের ফরমান (আদেশ) বাবা মেনে নেন আর যখন আসেন তখন বলেন - বাচ্চারা! পবিত্র হও। এতেই হাস্যামা শুরু হয়ে যায়। বাবা তো ওয়ান্ডারফুল, তাই না। বাচ্চাদের বলেন, আমাকে স্মরণ করো তবেই পাপ কেটে যাবে। বাবা জানেন যে, আমরা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি। সবকিছু আত্মাই করে, বিকর্মও আত্মাই করে। আত্মাই শরীরের দ্বারা কর্মের ফল ভোগ করে। তোমাদের জন্য তো ড্রিবিউনাল (বিচারসভা) বসবে। বিশেষ করে সেই বাচ্চাদের জন্য, যারা সেবাদারী হয়ে পুনরায় ট্রেটর হয়ে যায়। এ তো বাবা-ই জানেন যে, কীভাবে মায়া গ্রাস করে নেয়। বাবা আমরা পরাজিত হয়েছি, মুখ কালো করে ফেলেছি....এখন ক্ষমা করো। এখন অধঃপতনে গেছো আর মায়ার হয়ে গেছো, তাহলে আবার ক্ষমা কিসের? তাদেরকে তো অনেক-অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অনেকেই আছে যারা মায়ার কাছে পরাস্ত হয়। বাবা বলেন - এখানে বাবার কাছে দান করে পুনরায় তা ফিরিয়ে নিও না। তা নাহলে সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। হরিশ্চন্দ্রের উদাহরণ আছে, তাই না। দান করে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। দান করে পুনরায় ফেরত নিয়ে নিলে শতগুণ দন্ড ভোগ করতে হবে। পুনরায় পদ অত্যন্ত সাধারণমানের পাবে। বাচ্চারা জানে যে, এ রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। আর যারা ধর্ম স্থাপন করেন তাদের রাজস্ব প্রথমে চলে না। রাজস্ব তো তখন হয়, যখন ৫০-৬০ কোটি হয়ে যায়, তখন লঙ্কর তৈরী হয়। প্রথমে তো আসেই এক-দুজন, পরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমরা জানো, খ্রাইস্টও নানান বেশে আসবে। বেগার রূপে এক নশ্বর আত্মা অবশ্যই লাস্ট নশ্বরে থাকবে। খ্রীস্টানরা সাথে সাথে বলবে অবশ্যই খ্রাইস্ট এইসময় বেগার-রূপে রয়েছে। বুঝতে হবে যে, পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে। তমোপ্রধান তো অবশ্যই প্রত্যেকে হতে হবে। এইসময় সমগ্র দুনিয়াই তমোপ্রধান জরাগ্রস্ত হয়ে গেছে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। খ্রীস্টানরাও বলে, খ্রাইস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে হেভেন ছিল, তা পুনরায় অবশ্যই এখন হবে। কিন্তু এইকথা বোঝাবে কে? বাবা বলেন, বাচ্চাদের তেমন অবস্থা এখন কোথায় হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে লেখে যে, আমরা যোগে থাকতে পারি না। বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটি (কাজ-কর্ম) থেকেই তা বুঝে যায়। বাবাকে সমাচার দিতেও ভয় পায়। বাবা তো বাচ্চাদের কতো ভালবাসেন। প্রেমপূর্বক নমস্কার জানান। বাচ্চাদের মধ্যে অহংকার থাকে। ভালো-ভালো বাচ্চাদের মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবা বুঝতে পারেন, তিনি বলেন, আমি নলেজফুল। 'জানি জাননহার'- এর (যিনি সর্বজ্ঞ) অর্থ এই নয় যে, আমি সকলের অন্তরকেও জানি। আমি আসিই পড়াতে, সকলের অন্তরকে পড়তে নয়। আমি কাউকে (মনকে) রীড করি না, তাই এই সাকারী ব্রহ্মাও রীড করে না। এঁনাকে সবকিছু ভুলতে হবে, তাহলে তিনি কি রীড করবেন। তোমরা এখানে আসেই পড়তে। ভক্তিমাগই আলাদা। অধঃপতনে যাওয়ার উপায় বা যুক্তিও তো চাই, তাই না। এইসব কথাতেই তোমরা অধঃপতনে যাও। ড্রামার এই খেলা পূর্ব-নির্ধারিত। ভক্তিমাগের শাস্ত্র পড়তে-পড়তে তোমরা অধঃপতনে গিয়ে তমোপ্রধান হয়ে যাও। এখন তোমাদের এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়ায় একদমই থাকতে হবে না। কলিযুগের পর আবার সত্যযুগে আসবে। এখন এ হলো সঙ্গমযুগ। এসব কথা কে ধারণ করতে হবে। বাবা-ই বোঝান, এছাড়া সমগ্র দুনিয়ার বুদ্ধিতে তো এখন গডরেজের তালা লাগানো রয়েছে। তোমরা বোঝ যে, এরা দৈবী-গুণসম্পন্ন ছিল পুনরায় আসুরী-গুণসম্পন্ন হয়ে গেছে। বাবা বোঝান, এখন ভক্তিমাগের কথা সব ভুলে যাও। এখন আমি যা শোনাই তা শোনো, হিয়ার নো ইভিল..... এখন একমাত্র আমার কাছ থেকেই শোনো। এখন আমি তোমাদের তরী

পার করতে এসেছি।

তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা তোমাদের জন্ম হয়েছে, তাই না। এতসব অ্যাডপ্টেড বাচ্চা রয়েছে। ওনাকে আদিদেব বলা হয়। মহাবীরও বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরাও তো মহাবীর, তাই না যারা যোগবলের দ্বারা মায়া'র উপরে জীত প্রাপ্ত করো। বাবাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান সাগর বাবা অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দ্বারা তোমাদের ঝুলি ভরপুর করে দেন। তোমাদের ধনবান করে দেয়। যে জ্ঞান ধারণ করে সে উচ্চপদ লাভ করে, যে ধারণ করে না সে অবশ্যই স্বল্পপদ লাভ করবে। বাবার কাছ থেকে তোমরা সীমাহীন সম্পদ প্রাপ্ত কর। আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপের গল্পকথাও তো রয়েছে, তাই না। তোমরা জানো যে, ওখানে আমাদের কোনো অপ্রাপ্ত বস্তুই থাকে না। ২১ জন্মের জন্য বাবা উত্তরাধিকার দিয়ে দেন। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেন। পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার পেলেও অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ অবশ্যই করে - হে পরমাত্মা, দয়া করো, কৃপা করো। একথা কি কেউ জানে যে তিনি কী দেন, না জানে না। এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান। চিত্রতেও দেখানো হয় যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, ব্রহ্মা সম্মুখে বসে রয়েছেন সাধারণ-রূপে। স্থাপনা যিনি করবেন অবশ্যই তাকেই প্রথমে তৈরী করবেন। বাবা কত ভালভাবে বোঝান। তোমরা সম্পূর্ণরূপে বোঝাতে পারো না। ভক্তিমার্গে শঙ্করের সামনে গিয়ে বলে - ঝুলি পরিপূর্ণ করে দাও। আত্মা বলে - আমরা কাঙ্গাল হয়ে গেছি। আমাদের ঝুলি পরিপূর্ণ কর, আমাদের এমন (দেব-দেবী) বানাও। এখন তোমরা ঝুলি পূর্ণ করতে এসেছো। তারা বলে - আমরা নর থেকে নারায়ণ হতে চাই। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্যই হলো এই পড়াশোনা। পুরানো দুনিয়ায় আসতে কার মন চাইবে! কিন্তু নতুন দুনিয়ায় সকলেই তো আসবে না। (নতুন দুনিয়া) ২৫ পার্সেন্ট যখন পুরানো হবে তখনও কেউ-কেউ আসবে। তারা কিছু কম পড়বে, তাই না। কাউকে যদি (বাবার) সামান্য মেসেজ দিতে থাকে তাহলেও তোমরা স্বর্গের মালিক অবশ্যই হবে। এখন সকলেই তো নরকের মালিক, তাই না। রাজা, রানী, প্রজা সকলেই নরকের মালিক। ওখানে ছিল দ্বিমুকুটধারী। এখন তা আর নেই। আজকাল ধর্ম ইত্যাদিকে কেউ মান্য করে না। দেবী-দেবতা ধর্মই শেষ হয়ে গেছে। গায়নও করা হয়, রিলীজিয়ন(ধর্ম) ইজ মাইট (শক্তি)। ধর্মকে মান্য না করার কারণে এখন আর শক্তি নেই। বাবা বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও। ৮৪ জন্ম তো নাও, তাই না। আমরা তথা ব্রাহ্মণ, তথা দেবতা পুনরায় আমরা তথা ঋত্বিয়....বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আসে, তাই না। এই ৮৪ জন্মের চক্রকে আমরা আবর্তন করতেই থাকি। এখন পুনরায় ঘরে ফিরে যেতে হবে। পতিতরা কেউ জানতে পারে না। আত্মাই পতিত অথবা পাবন হয়। সোনা'য় খাদ পড়ে, তাই না। গহনায় থাকে না। এ হলো জ্ঞান অগ্নি যার দ্বারা সম্পূর্ণ খাদ নির্গত হয়ে গিয়ে তোমরা পাকা সোনা হয়ে যাও, তখন গহনাও ভাল-ভাল পাবে। আত্মা এখন পতিত তাই পবিত্রদের সম্মুখে নমন (নমস্কার) করে। সবকিছু আত্মাই করে, তাই না। এখন বাবা বোঝান - বাচ্চারা! শুধুমাত্র মামেকম্ স্মরণ করো তাহলেই তরী পার হয়ে যাবে। এখন যে যেমন পুরুষার্থ করবে সেইভাবেই পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় চলে যাবে। সকলকে এই পরিচয়ই দিতে থাক। উনি হলেন সসীম (হৃদ) জগতের পিতা, আর ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। সঙ্গমেই বাবা আসেন। স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে। তাই এমন পিতাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না। টিচারকে কখনো স্টুডেন্ট ভুলে যায় কী! কিন্তু এখানে মায়া ভুলিয়ে দেবে। অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে থাকতে হবে। এ তো যুদ্ধক্ষেত্র, তাই না। বাবা বলেন, এখন বিকারে যেও না, অপবিত্র হয়ো না। এখন স্বর্গে যেতে হবে। পবিত্র হয়ে গেলেই পবিত্র, নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। তোমাদের-কে বিশ্বের রাজস্ব (বাদশাহী) দিই। কম কথা কী? শুধু এই একজন্মে পবিত্র হও। এখন পবিত্র না হলে অধঃপতনে যাবে। আকর্ষণ বা প্রলোভন অনেক আছে। কাম-বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করলে তোমরা জগৎ-জীত হয়ে যাবে। তোমরা সরাসরি (পরিষ্কারভাবে) বলতে পারো যে, পরমপিতা পরমাত্মাই জগৎগুরু, যিনি সমগ্র জগৎ-কে সঙ্গতি দেন। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দ্বারা বুদ্ধি-রূপী ঝুলিকে পরিপূর্ণ করে মালামাল (ধনবান) হতে হবে। কোনো প্রকারের অহংকার প্রকাশ করা উচিত নয়।

২) সেবার যোগ্য হয়ে পুনরায় কখনো ট্রেটর হয়ে গিয়ে ডিসসার্ভিস করা উচিত নয়। দান দেওয়ার পর অত্যন্ত সাবধানী হতে হবে। কখনও তা ফিরিয়ে নেওয়ার সঙ্কল্পও যেন না আসে।

- *বরদান:-* ডায়রেক্ট পরমাত্ম লাইটের কানেকশনের দ্বারা অন্ধকারকে অপসারণকারী লাইট হাউস ভব
বাচ্চারা তোমাদের কাছে ডায়রেক্ট পরমাত্মার লাইটের কানেকশন আছে। কেবল স্বামনের স্মৃতির সুইচ
ডায়রেক্ট লাইনের দ্বারা অন করো তাহলে লাইট এসে যাবে আর সূর্যের রশ্মিকে আড়াল করার জন্য যত
গভীর ঘন কালো মেঘ হোক না কেন, সেও সরে যাবে। এর দ্বারা নিজে তো লাইট থাকবেই, সাথে অন্যদের
জন্যও লাইট হাউস হয়ে যাবে।
- *স্নোগান:-* স্বপুরুষার্থে তীব্র হও তাহলে তোমাদের ভায়ব্রেশন দ্বারা অন্যদের মায়া সহজেই পালিয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সন (পুত্র) শো'জ ফাদার, মনমতকে ছেড়ে শ্রীমতানুসারে চলো তবেই বাবাকে শো (প্রত্যক্ষ) করাতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাচ্চাদের রক্ষা অবশ্যই করেন?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা সৎ, তাদের রক্ষা অবশ্যই হয়। যদি রক্ষা না হয় তো অন্তরে নিশ্চয়ই কিছু মিথ্যা আছে। পড়াশোনা মিস্ করা, সংশয়ে আসা মানে ভিতরে কিছু না কিছু মিথ্যা আছে। মায়া তাদেরকে ল্যাং মেরে দেয়।

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের জন্য মায়া হলো চুস্ক ?

*উত্তরঃ - যে মায়ার সৌন্দর্য দেখে আকৃষ্ট হয়ে যায়, তাদের জন্য মায়া হলো চুস্ক। যে বাচ্চারা শ্রীমতানুসারে চলে তারা আকৃষ্ট হবে না।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝান, এই কথা তো বাচ্চারা নিশ্চয় করেছে আত্মিক পিতা আমাদের অর্থাৎ আত্মারূপী বাচ্চাদের পড়ান। যার জন্য বলা হয়ে থাকে - আত্মা ও পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল.... মূলবতনে কিন্তু আলাদা থাকে না। সেখানে তো সবাই একত্রে থাকে। আলাদা থাকে অর্থাৎ নিশ্চয়ই আত্মারা সেখান থেকে দূরে চলে যায়। এখানে এসে নিজের-নিজের পার্ট প্লে করে। সত্যোপস্থান স্টেজ থেকে নেমে-নেমে তমোপ্রস্থান হয়। আহ্বান করে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করো। বাবাও বলেন, আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি। এই সৃষ্টির চক্র-ই হল ৫ হাজার বছরের। আগে তোমরা এই কথা কিছু জানতে না। শিববাবা বোঝান, অবশ্যই দেহের আধার নিয়েই বোঝাবেন। উপর থেকে কোনও আকাশবাণী তো করবেন না, তাইনা। শক্তি বা প্রেরণা ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। তোমরা হলে আত্মা, শরীরে এসে কথাবার্তা বলো। তেমনই বাবাও বলেন আমিও শরীর দ্বারা ডাইরেকশন দিয়ে থাকি। তারপরে সেই মতন যে যেরকম চলে, নিজেরই কল্যাণ করে। শ্রীমতানুসারে চলে বা না চলে, টিচারের কথা শোনে বা না শোনে, নিজের জন্যই কল্যাণ বা অকল্যাণ করে। পড়া না করলে নিশ্চয়ই ফেল করবে। এই কথাও বোঝানো হয় শিববাবার কাছে শিক্ষা নিয়ে অন্যদেরও শেখাতে হবে। ফাদার শো'জ সন। এখানে দেহের পিতার কথা বলা হচ্ছে না। ইনি হলেন আত্মিক পিতা। এই কথাও তোমরা বোঝো আমরা যত শ্রীমৎ অনুসারে চলবো, ততই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। সম্পূর্ণ যারা চলবে তারা উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। না চললে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে না। বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে। রাবণ রাজ্যে তোমাদের উপরে পাপের বোঝা অনেক আছে। বিকারগ্রস্ত হয়েই পাপ আত্মায় পরিণত হয়। পুণ্য আত্মা ও পাপ আত্মা অবশ্যই হয়। পুণ্য আত্মাদের সামনে পাপ আত্মারা মাথা নোয়ায়। মানুষের এই কথা জানা নেই যে, দেবতারা হলেন পুণ্য আত্মা, তারা-ই পুনরায় পুনর্জন্ম নিয়ে পাপ আত্মায় পরিণত হয়। মানুষ তো ভাবে দেবতারা সর্বদাই পুণ্য আত্মা থাকেন। বাবা বোঝান, পুনর্জন্ম নিয়ে সত্যোপস্থান থেকে তমোপ্রস্থান স্থিতি পর্যন্ত আসে। যখন সম্পূর্ণ পাপ আত্মায় পরিণত হয়, তখন বাবাকে আহ্বান করে থাকে। যখন পুণ্য আত্মা থাকে, তখন বাবাকে স্মরণ করার দরকার পড়ে না। অতএব এইসব কথা বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হবে, সার্ভিস করতে হবে। বাবা তো গিয়ে সবাইকে শোনাবেন না। বাচ্চারা সার্ভিস করার উপযুক্ত হলে বাচ্চাদেরই যাওয়া উচিত। মানুষ তো দিন দিন অসুর হয়ে যাচ্ছে। পরিচয় না থাকার দরুন ভুল কথা বলতেও দ্বিধা করে না। মানুষ বলে গীতার ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা বোঝাও তিনি তো হলেন দেহধারী, তাঁকে দেবতা বলা হয়। কৃষ্ণকে বাবা বলা হবে না। এরা সবাই তো বাবাকে স্মরণ করে, তাইনা। আত্মাদের বাবা তো দ্বিতীয় কেউ নয়। এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও বলেন - নিরাকার বাবাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করতে হবে। ইনি তো হলেন সাকারী পিতা। বোঝানো তো হয় অনেক, অনেকে পুরোপুরি না বুঝে উল্টো পথে চলে জঙ্গলে পৌঁছে যায়। বাবা তো পথ বলে দেন স্বর্গে যাওয়ার। তবুও জঙ্গলের দিকে চলে যায়। বাবা বোঝান, তোমাদের জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় - রাবণ। তোমরা মায়ার কাছে পরাজিত হও। পথ ভুলে আবার সেই জঙ্গলের কাঁটায় পরিণত হও। তারা স্বর্গে আসবে, কিন্তু দেরিতে। এখানে তোমরা এসেছ স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে। ত্রিতাকে স্বর্গ বলা হবে না। ২৫ শতাংশ কম হয়ে যায় কিনা। তাকে ফেল ধরে নেওয়া হয়। তোমরা এখানে এসেছ পুরানো দুনিয়া ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ায় যেতে। ত্রিতাকে নতুন দুনিয়া বলা হবে না। যারা ফেল হয় তারা সেখানে যায় কারণ সঠিক পথ অনুসরণ করে না। নীচে-উপরে হতে থাকে। তোমরা অনুভব করে থাকো স্মরণ যেরকম হওয়া উচিত সেরকম থাকে না। যারা স্বর্গবাসী হয় তাদের বলা হবে সম্পূর্ণ পাস। ত্রিতাবাসীদের ফেল বলা হবে। তোমরা নরকবাসী

থেকে স্বর্গবাসী হও। তা নাহলে ফেল বলা হয়। জাগতিক দুনিয়ার পড়াশোনা তো দ্বিতীয়বার পড়া যায়। এতে দ্বিতীয় বছর পড়ার ব্যাপার নেই। জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তর এই একই পরীক্ষা পাস করতে হয় যা কল্প পূর্বে করেছে। এই ড্রামার রহস্যটি ভালো ভাবে বোঝা উচিত। অনেকে ভাবে আমরা চলতে পারবো না। বৃদ্ধ মানুষ হাত ধরে চালালে চলবে, নয়তো পড়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে যতই জোর দাও ফুলে পরিণত করার, কিন্তু ফুল তৈরি হয় না। ধুতরা ফুলও তো ফুল। কাঁটা তো বিঁধে যায়।

বাবা কত বোঝান। কাল তোমরা যে শিবের পূজা করতে তিনিই আজ তোমাদের পড়াচ্ছেন। সব কথায় পুরুষার্থ করতেই জোর দিয়ে বলা হয়। দেখা যায় - মায়া ভালো ভালো ফুল স্বরূপ বাচ্চাদের নীচে ফেলে দেয়। হাড় ভেঙে দেয়, ফলে তাদের ট্রেটর বলা হয়। যে এক রাজধানী ছেড়ে অন্যতে চলে যায় তাদের ট্রেটর বলা হয়। বাবাও বলেন আমার কাছেই জন হয়ে মায়ার কাছে ফিরে গেলে তাদেরও ট্রেটর বলা হয়। তাদের চাল চলন এমনই হয়ে যায়। এখন বাবা মায়ার কবল থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। বাচ্চারা বলে - মায়া হল খুব প্রখর, নিজের দিকে টেনে নেয়। মায়া এমন যেন চুষক। এই সময় চুষকের রূপ ধারণ করে। দুনিয়ায় কত সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। আগেকার সময়ে এই বাইস্কোপ ইত্যাদির কি চল ছিল নাকি। এইসব ১০০ বছরে আবিষ্কার হয়েছে। বাবা তো হলেন অনুভাবী, তাইনা। সুতরাং বাচ্চাদের এই ড্রামার গুহ্য রহস্য ভালো ভাবে বোঝা উচিত, প্রতিটি বিষয় সঠিকভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। একশো বছরে এ যেন স্বর্গে পরিণত হয়েছে, অপোজিশনের জন্য। তখন বোঝা যায় - এবারে স্বর্গের আগমন খুব শীঘ্রই হওয়ার আছে। সায়েন্সও অনেক কাজে লাগে। সায়েন্স তো হলো খুব সুখ প্রদানকারী। সেই সুখ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হতে হবে। সত্যযুগের সুখ রয়েছে ভারতের ভাগ্যে। তারা তো আসেই পরে, যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয়, যখন ভারতবাসীর পতন হয় তখন অন্য ধর্মের মানুষ নশ্বর অনুসারে আসে। ভারত নীচে নামতে নামতে একবারে পতনের শেষ অধ্যায়ে এসে পড়েছে। পুনরায় উপরে উঠতে হবে। এখানেও উপরে ওঠে, নীচে নামে। কতবার যে পড়ে, তার ঠিক নেই। কেউ তো স্বীকার-ই করে না যে বাবা আমাদের পড়ান। ভালো সার্ভিসেবল বাচ্চারা, যাদের বাবা মহিমা করেন, তারাও মায়ার বশে বশীভূত হয়ে পড়ে। এমন যেন কুস্তির খেলা। মায়াও এমনভাবে লড়াই করে যে পুরো নীচে ফেলে দেয়। ভবিষ্যতে তোমরা বাচ্চারা সবই জানতে পারবে। মায়া পুরোপুরি শুইয়ে দেয়। তবুও বাবা বলেন একবার যদি কেউ জ্ঞান শোনে, তো স্বর্গে অবশ্যই আসবে। যদিও পদমর্যাদা কিছুই প্রাপ্ত হবে না। কল্প পূর্বে যে যেরকম পুরুষার্থ করেছে বা পুরুষার্থ করতে করতে পতিত হয়েছে তেমনই এখনও নীচে নামতে থাকে ও উপরে উঠতে থাকে। হার ও জিৎ আছে, তাইনা। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে বাচ্চাদের স্মরণের উপরে। বাচ্চারা এই অসীম খাজানা প্রাপ্ত করেছে। তাদের তো লক্ষ টাকার দেউলিয়া হয়। কেউ লক্ষপতি অর্থাৎ ধনবান হয়, তাও এক জন্মের জন্য। দ্বিতীয় জন্মে কি তত ধন থাকবে নাকি। কর্মভোগও অনেক আছে। স্বর্গে কর্ম ভোগের কোনও কথা নেই। এই সময় তোমরা ২১ জন্মের জন্য কতখানি জমা করো। যারা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে, পুরো স্বর্গ লাভের অধিকারী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। বুদ্ধিতে থাকা উচিত আমরা যথাযথভাবে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। এই চিন্তন করবে না যে আবার নীচে পতন হবে। ইনি সবচেয়ে নীচে নামেন এখন পুনরায় উপরে উঠতেই হবে। অটোমেটিক্যালি পুরুষার্থও হতে থাকে। বাবা বোঝান - দেখা, মায়া কতখানি প্রখর। মানুষের বুদ্ধিতে কত অজ্ঞানতা ভরে আছে, অজ্ঞানতার কারণে বাবাকেও সর্বব্যাপী বলে দেন। ভারত কত ফাস্টফ্লাস ছিল। তোমরা বুঝতে পারো আমরা এমন ছিলাম, এখন আবার অমন হচ্ছে। এই দেবতাদের কত মহিমা বর্ণনা হয়, কিন্তু তাদেরকে কেউই জানে না, তোমরা বাচ্চারা ছাড়া। তোমরাই জানো অসীম জগতের পিতা জ্ঞান সাগর এসে আমাদের পড়ান, তবু মায়া অনেককে সংশয়ে নিয়ে আসে। মিথ্যা কপট ছাড়ে না। তখন বাবা বলেন - নিজের প্রকৃত সত্য চাট লেখো। কিন্তু দেহ-অভিমান থাকার কারণে সত্য বলতে পারে না। তখন সেসবও বিকর্ম হয়ে যায়। সত্য বলা উচিত, তাইনা। নাহলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হয়। গর্ভ রূপী জেলেও অনেক সাজা প্রাপ্ত হয়। তখন বলে, তওবা-তওবা... আমরা আর এমন কাজ করবো না। যখন কেউ দন্ড প্রাপ্ত করে তখনও এমন করেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাজা মিললেও এমন করে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ মায়ার রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে। পাপ কর্ম করতেই থাকে। বাবা দেখেন - এরা এত মিষ্টি এত কোমল হয় না। বাবা কতখানি কোমল শিশুর মতন, কারণ ড্রামা অনুসারে চলতে থাকেন। বলবেন যা হচ্ছে ড্রামার ভবিষ্যৎ। বুঝিয়েও দেন যে, ভবিষ্যতে এমন আর যেন না হয়। বাপদাদা একত্রে আছেন তাইনা। ব্রহ্মাবাবার নিজস্ব মতামত আছে, ঈশ্বরের আছে তাঁর নিজস্ব মত। বুঝতে হয় যে এই মতটি কে দিলেন? ইনিও তো পিতা তাইনা। পিতার কথা তো অমান্য করতে নেই। বাবা হলেন বরিশত, তাই বাবা বলেন এমন ভাবো যে শিববাবা বোঝাচ্ছেন। না বুঝলে পদ প্রাপ্তিও হবে না। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী বাবাও আছেন, দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাও আছেন। বাবার শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। মায়া এমন যে মহাবীর, যোদ্ধাদের দিয়েও কোনও না কোনো উল্টো কর্ম করিয়ে দেয়। তখন বুঝে নেওয়া হয় বাবার মতানুযায়ী চলে না। নিজেরাও অনুভব করে, আমি অসুরী মতে চলি। শ্রীমৎ প্রদানকারী বাবা এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরই হলো ঈশ্বরীয় মত। শিববাবা নিজে

বলেন এনার (ব্রহ্মাবাবার) এমন কোনো মত যদি প্রাপ্ত হয় সেই মতামত ঠিক করার জন্যও আমি বসে আছি। আমি তো এই রথ ধারণ করেছি তাইনা। আমি এই রথ টি ধারণ করি তাই তো ইনি (ব্রহ্মাবাবা) কটু কথা (গালাগালি) শোনেন। তা নাহলে কখনও কটু কথা শোনেননি। আমার জন্য কত কথা শুনতে হয়েছে। তাই এনার রক্ষণাবেক্ষণও করতে হয়। বাবা নিশ্চয়ই রক্ষা করেন। যেমনভাবে পিতা সন্তানদের রক্ষা করেন তাইনা। যত সত্যের পথে চলবে ততই রক্ষা হয়। মিথ্যার আশ্রয় নিলে রক্ষা হয় না। তাদের জন্য তো দন্ড নির্দিষ্ট থাকে। তাই বাবা বোঝান - মায়া তো নাক দিয়ে ধরে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বশ করে শেষ করে দেয়। বাচ্চারা নিজেরা ফিল করে মায়া গ্রাস করে তখন পড়াশোনা মিস হয়ে যায়। বাবা বলেন পড়াশোনা অবশ্যই করো। আচ্ছা, কার কোথায় দোষ আছে। এতে যে যেরকম করবে, সে ভবিষ্যতে সেরকম প্রাপ্ত করবে কারণ এখন দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। মায়া এমন ল্যাং মারে যে সেই খুশী থাকে না। তখন চিৎকার করে - বাবা, জানিনা কি হয়। যুদ্ধের ময়দানে খুব সাবধানে থাকতে হয় যাতে আক্রমণ না করতে পারে। তা সত্ত্বেও যারা খুব বলশালী হয় তারা অন্যদের পরাজিত করে। পরের দিনেও যুদ্ধ রাখা হয়। এই মায়ার লড়াই তো শেষ পর্যন্ত চলতেই থাকে। নীচে-উপরে হতে থাকে। অনেক বাচ্চারা সত্যি কথা বলে না। সম্মানের ভয় থাকে - না জানি বাবা কি বলবেন। যতক্ষণ সত্যি কথা বলবে না ততক্ষণ এগোতে পারবে না। অন্তরে বিঁধবে, তারপরে বৃদ্ধি পাবে। নিজের থেকে কখনোই সত্যি কথা বলবেনা। কোথাও দুইজন থাকলে ভাবলে অমুক বলে দিলে আমিও বলবো। মায়া খুব প্রখর। তখন বুঝে নেওয়া হয় তাদের ভাগ্যে উঁচু পদ নেই তাই তো সার্জেনের কাছে লুকায়। লুকিয়ে রাখলে রোগ নিরাময় হবে না। যত লুকিয়ে রাখবে ততই পতন হবে। ভূত তো সবার ভিতরেই আছে তাইনা। যতক্ষণ কর্মাতীত অবস্থা না হয়েছে, ততক্ষণ কুদৃষ্টিও দূর হয় না। সবচেয়ে বড় শত্রু হলো কাম বিকার। অনেকে পতিত হয়। বাবা তো বার-বার বোঝান শিববাবা ব্যতীত কোনও দেহধারীকে স্মরণ করবে না। অনেকের এমন দৃঢ় নিশ্চয় যে, তারা অন্য কারো কথা স্মরণে আসে না। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন হয়, তাদের কু-বুদ্ধি হয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) আমাদের যিনি পড়ান তিনি স্বয়ং জ্ঞানের সাগর, অসীম জগতের পিতা, এতে কখনও সংশয় আনবে না, মিথ্যা কপট ত্যাগ করে নিজের সত্য প্রকৃত চার্ট রাখতে হবে। দেহ-অভিমাণে এসে কখনও বিশ্বাসঘাতক হবে না।

২) ডামার কথা বুদ্ধিতে রেখে বাবার মতন খুব-খুব মধুর নম্র হয়ে থাকতে হবে। নিজের অহংকার দেখাবে না। নিজের মতামত ত্যাগ করে এক বাবার শ্রেষ্ঠ মতানুসারে চলতে হবে।

বরদানঃ:- এক বাবার লভে লভলীন হয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো সর্ব আকর্ষণমুক্ত ভব
বাপদাদা বাচ্চাদেরকে নিজের স্নেহ আর সহযোগের গদিতে বসিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পথ পরিশ্রমের নয়, কিন্তু যখন হাই-ওয়ে ছেড়ে গলিতে চলে যাও বা গন্তব্যের থেকে আরও এগিয়ে যাও তখন ফিরে আসতে আবার পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম করা থেকে বাঁচার সাধন হল এক-এর প্রেমে মগ্ন থাকা। এক বাবার লভে লীন হয়ে প্রত্যেক কাজ করো তাহলে আর কিছুই দেখতে পাবে না। সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- নিজের সৌভাগ্যের অনুভব - চেহারা আর চলনের দ্বারা করাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;